gvwmR wRÁvmv - †m‡Þ¤i 2010

সম্পাদকীয়..২
কোরআনের আলো - হাদীসের বাণী ৩
ঈদুল ফিতরের আনন্দ ও আমাদের করণীয়..৪
পাশ্চাত্যবাসী কেন ইসলাম গ্রহণ করছে..৭
প্রিয় কবিতা ১০
গন্ধময় বাতাসের শরীর থেকে ১০
রমযানের শ্রেষ্ঠতম রাতসমূহ ও এর ইবাদত ১১
যাকাত হিসাব ১৫
রাসূলের (সা:) যুগে নারী স্বাধীনতা..২৫
সাক্ষাৎকার ২৮
ইসলাম আমার জীবন সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে..২৮
সময়ের ভাবনা..৩০
নবী জীবনের কথা ৩৩
মুসলিম বিশ্বের খবর..৩৬
জুমার খুতবা..৩৯
বিজ্ঞানের খবর ৪৪
পাথেয়..৪৭
মাসআলা-মাসায়েল..৪৭
ইসলামে হালাল-হারাম..৪৯
স্মৃতির পাতা থেকে ৫১
আপনার স্বাস্থ্য..৫৪
আপনার জিজ্ঞাসা ৫৬

m¤úv`Kxq

wcq cvVK

আসসালামু আলাইকুম। মাহে রমজান শেষে আমাদের জীবনে ঈদের বার্তা নিয়ে আসে শাওয়াল মাস। আসলে যারা রহমত, মাগফেরাত ও নাজাতের মাস রমজানকে সঠিকভাবে পালন করতে পারে তাদের জীবনে ঈদ অনিবার্য হয়ে আসে। রোজাদারদের জন্য রয়েছে গুনাহ মাফের আশ্বাস এবং জান্নাতের সুখবর। তবে শর্ত হলো তাকওয়াপূর্ণ জীবন যাপন। তাকওয়াপূর্ণ জীবন-যাপন করতে হলে আমাদের দূরে থাকতে হবে মিথ্যা কথা ও কাজ থেকে। আর এ ব্যাপারে সফলতার জন্য প্রয়োজন সংযমের সংস্কৃতি, যা পবিত্র রমজান আমাদের উপহার দিয়েছে।

প্রিয় পাঠক, ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আমরা জিজ্ঞাসার পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভাকাঙ্ক্ষীসহ সবাইকে জানাই ঈদ মোবারক।' ঈদ আমাদের জীবনকে নতুন চেতনায়, নতুন ভাবনায় আরো গতিশীল ও আনন্দময় করে তুলুক। ঈদের আনন্দ যেমন আমরা সবাইকে নিয়ে উপভোগ করি, তেমনি বছরের অন্য দিনগুলোতেও যেন আমরা সবাইকে নিয়ে সুন্দর জীবন যাপনে সমর্থ হই- এটাই মহান আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা। ঈদ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। তিনি বলেছেন, মুসলমানদের ঈদ প্রতিদিন। প্রতিদিনই তারা গুনাহ থেকে দূরে থেকে সওয়াব ও মুক্তির খুশি লাভ করে। আমাদের ঈদ যেন এমন চেতনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সবাইকে আবারো ঈদ মোবারক জানিয়ে শেষ করছি আজকের চিঠি।

‡KviAv‡bi Av‡jv - nv`x‡mi evYx

†KviAvb

- হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর। আর তোমাদের যে সুদ লোকদের নিকট পাওনা রয়েছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।

  –সূরা আল বাকারাহ : ২৭৯

- আল্লাহ কেবল শিরকের (অংশিদারী) পাপই মাফ করেন না। এছাড়া আর যত পাপ আছে তা- যার জন্যে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে লোক আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করল সে তো বড় মিথ্যা রচনা করল এবং বড় কঠিন গুনাহের কাজ করল।

  – সূরা আন নিসা : ৪৮

- আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি রহমত নাযিল করেন। আর আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাঁর জন্য রহমতের দোয়া করেন। অতএব, হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং যথাযথভাবে সালাম পেশ কর।

  – সূরা আল আহযাব : ৫৬

nv`xm

- আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ দুঃখ-কষ্টে তোমাদের কেউ যেনো মৃত্যু কামনা না করে। হ্যাঁ চরম অবস্থায় পৌঁছে যদি তার কিছু বলতেই হয়, তবে সে যেনো বলেঃ হে আল্লাহ! আমাকে সে পর্যন্ত জীবিত রাখো যতোক্ষণ জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হবে। আর তখন আমাকে মৃত্যু দিও, যখন মৃত্যুবরণ করা আমার জন্যে কল্যাণকর হবে।

  - বুখারী

- আবু সা'লাবা খুশানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার সব চেয়ে প্রিয় ও নিকটবর্তী হবে তারা, যাদের চরিত্র সর্বসুন্দর সর্বোত্তম। আর আমার নিকট সবচাইতে ঘৃণ্য ব্যক্তি হবে তারা, তোমাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্ট চরিত্রের, যাদের মুখে কথার খৈ ফোটে, যারা মুখ বাঁকিয়ে গর্ব ও অহংকারের সাথে কথা বলে।

  - বায়হাকী : মেশকাত

- আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কোনো ব্যক্তিকে দাওয়াত দেয়া হলে সে যদি তা কবুল না করে, তবে সে আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী করলো। আর যে বিনা দাওয়াতে প্রবেশ করলো সে চোর হয়ে প্রবেশ করলো এবং ডাকাত হয়ে বের হলো।

  - আবু দাউদ

wPšÍvaviv

C`j wdZ‡ii Avb›` I Avgv‡`i KiYxq

W. †gvnv¤§` gvbR‡i Bjvnx

প্রতি বছর দু'দুটি ঈদ উৎসব মুসলমানদের জীবনে নিয়ে আসে আনন্দের ফল্গুধারা। এ দু'টি ঈদের মধ্যে ঈদুল ফিতরের ব্যপ্তি ও প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত মুসলিম মানসে ও জীবনে। পূর্ণ একমাস সিয়াম সাধনার পর ঈদ উৎসব মুসলিম জাতির প্রতি সত্যিই মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এক বিরাট নিয়ামত ও পুরস্কার। মুসলিম উম্মার প্রত্যেক সদস্যের আবেগ, অনুভূতি, ভালবাসা, মমতা ঈদের আনন্দ উৎসবে একাকার হয়ে যায়।

“নিশ্চয়ই তোমাদের এ জাতি একক একটি জাতি।” [আল-আম্বিয়া : ৯২] মহান আল্লাহর এ ঘোষণার বাস্তবরূপটি চরমভাবে প্রকাশিত হয় বিশ্ববাসির সামনে।

ঈদ মুসলমানদের জীবনে শুধুমাত্র আনন্দ-উৎসবই নয়, বরং এটি একটি মহান ইবাদত যার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা খুঁজে পায়, ধনী-গরীব, কালো-সাদা, ছোট-বড়, দেশী-বিদেশী সকল ভেদাভেদ ভুলে যায় এবং সর্বশ্রেণীর ও সকল বয়সের নারী-পুরুষ ঈদের জামাতে শামিল হয়ে মহান প্রভুর শোকর আদায়ে নুয়ে পড়ে। ঈদের এ মহান উপলক্ষ্যকে সামনে রেখে আজ আমাদের এ আত্ম-জিজ্ঞাসা উত্থাপিত হওয়া প্রয়োজন যে, সত্যিই আমাদের ঈদ কি মুসলিম উম্মাহর দুঃখ ভুলিয়ে দিতে পেরেছে? তাদের প্রত্যেকের জীবনে সত্যিকার হাসি ফোটাতে পেরেছে? যে মহান স্রষ্টা তাদেরকে এরকম বিশাল আনন্দ উৎসবের অনুমোদন দিয়েছেন, তারা তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বদা তাঁকে স্মরণ রেখেছে? যে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত হিসেবে তারা ঈদ পালন করছে, সে রাসূলের আর সকল সুন্নাতের অনুসরণ কি তারা করছে? আমার বিশ্বাস এসব প্রশ্নের সমাধানের মধ্যে দিয়েই আমরা করণীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের ফিরিস্তি পেয়ে যাবো।

পাশাপাশি কল্যাণ, বরকত ও আনন্দের এ শুভদিনে আমাদের সে সকল ভাই-বোনদের কথাও স্মরণ করা উচিৎ, মৃত্যু যাদেরকে এ জগত থেকে এমন এক জগতে নিয়ে গিয়েছে, যেখান থেকে ফেরার কোন উপায় নেই। সেখানে তারা পার্থিব জীবনে নিজেদের কৃতকর্মের ফলাফল ভোগ করছে। এ মহান দিবসে আমরা তাদেরকে ভুলে না গিয়ে আমাদের উচিৎ তাদের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং তাদের পথে আমাদেরকেও একদিন পা বাড়াতে হবে– মনে সব সময় একথা জাগরুক রাখা।

ঈদ উৎসব পালনকালে সেই সব ভাই-বোনদের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে, যারা কঠিন পীড়ায় অসুস্থ হয়ে বাড়ীতে কিংবা হাসপাতালে পড়ে আছে। ব্যথা, যন্ত্রনা ও মানসিক পীড়নে ঈদের আনন্দ তাদের মাটি হয়ে গিয়েছে। আমাদের উচিৎ প্রথমত আল্লাহ যে সুস্থতা ও নিরাপত্তার অশেষ নিয়ামতের উপর আমাদেরকে রেখেছেন তার জন্য শুকরিয়া আদায় করা এবং দ্বিতীয়ত: এ সকল রোগাক্রান্তদের আরোগ্য লাভের জন্য দোয়া করা এবং সম্ভব হলে তাদের শুশ্রূষা করা।

আজ আমাদের সে সব ভাই-বোনদের কথাও বিস্মৃত হলে চলবে না, যুদ্ধ যাদেরকে সর্বস্বান্ত করেছে, গৃহহীন করেছে, দেহের রক্ত-বন্যা প্রবাহিত করেছে, বহু নারীকে করেছে বিধবা এবং হাজারো শিশুকে করেছে পিতৃহীন এতীম; এবং সে সকল বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকেও, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অমোঘ বিধানে যারা আজ সর্বহারা। আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এদের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে পারি এবং আল্লাহ যেন তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন সে দোয়াও করতে পারি।

প্রতি ঈদেই সবাই সাধ্যানুযায়ী নতুন নতুন ডিজাইনের সুন্দর সুন্দর পোশাক ক্রয় করে থাকে। আমরা কি কখনো ভাবি সে সব ভাই-বোনদের কথা দারিদ্র্যের কষাঘাতে যাদের জীবন জর্জরিত। নতুন পোশাক কেনা দূরে থাক, পুরানো কোন ভাল পোশাকই তাদের নেই। বরং প্রতিদিনের অন্নের প্রয়োজনীয় যোগানও তাদের নেই। আমরা যারা স্বচ্ছল তারা কি সামান্যতম হাসিও এদের মুখে ফোটাতে পারি না? অথচ মহান আল্লাহ বলেন, "নিজেদের কল্যাণের জন্য তোমরা যে উত্তম কাজ করে থাকো, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে তোমরা পাবে... ।" [আল-বাকারাহ : ১১০]

এ মোবারক রমযান মাসে আমাদের অনেককেই আল্লাহ সামর্থ দিয়েছেন সিয়াম-সাধনা, কিয়ামুল-লাইল পালন, দান-দাক্ষিণ্য ও কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে তাঁর ইবাদত পালনের। কিন্তু ইবাদতের এ ভরা মৌসুমেও আমাদের এমন অনেক ভাই-বোন রয়েছেন পাপের সাগরে যারা আকণ্ঠ নিমজ্জিত, স্রষ্টাদ্রোহী কাজে যারা লিপ্ত, পার্থিব জীবনের মরিচিকাসম খেল-তামাশায় মগ্ন হয়ে যারা জীবনের প্রকৃত কর্তব্য ভুলে গিয়েছে। আমরা কি এদেরকে স্রষ্টার সুন্দর সরল পথের দিকে আহ্বান করেছি? পাপ সাগর থেকে তাদেরকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছি? তাদের সামনে সত্যের অনুপম আদর্শের গভীর সৌন্দর্যের সঠিক ও বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছি? মহান রাব্বুল আলামীনের সমীপে এদের হিদায়াতের জন্য দোয়া করেছি?

ঈদুল ফিত্‌র এ সব প্রশ্নের সুন্দর জবাব খুঁজে পেতে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। এবারের ঈদুল ফিত্‌রকে তেমনই অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ করার পাশাপাশি আমাদের উচিত হবে ঈদের সাথে সংশ্লিষ্ট শরয়ী বিধান মেনে চলা ও শিষ্টাচারিতা রক্ষা করা। সংক্ষেপে সে বিষয়গুলো তুলে ধরছি।

এক. ঈদের আগের দিন সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে ঈদের সালাত আদায় পর্যন্ত তাকবীর তথা 'আল্লাহু আকবার' বলতে থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যাতে তোমরা সংখ্যাপূর্ণ কর এবং তিনি যে তোমাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন তার জন্য 'আল্লাহ মহান' বলে ঘোষণা দাও এবং যাতে তোমরা শোকর কর।" [সূরা আল বাকারাহ : ১৮৫]

তাকবীরের শব্দগুলো হল : "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ।"

পুরুষরা মসজিদে, বাজারে ও ঘরে এ তাকবীর ধ্বনি জোরে দিতে থাকবে। আর মহিলারা তাকবীর বলবে আস্তে আস্তে।

দুই. যাকাতুল ফিত্‌র প্রদান করা। রোযাদারের যে ভুল-বিভ্রান্তি ও পাপ হয়েছে তা মোচন করার জন্য এবং মিসকীনদের খাদ্য যোগানের উদ্দেশে যাকাতুল ফিত্‌র দেয়ার বিধান দেয়া হয়েছে। যাকাতুল ফিত্‌র ঈদের

একদিন বা দুইদিন আগেও দেয়া যায়। তবে সালাতুল ঈদের পর পর্যন্ত বিলম্ব করা যাবে না, আগেই আদায় করতে হবে।

তিন. ঈদের দিন সকালে গোসল করা এবং সুন্দর পোশাক পরিধান করা এবং ঈদের সালাতে যাওয়ার প্রাক্কালে পুরুষরা খুশবু ব্যবহার করা। মেয়েদের জন্যও সুন্নাত হলো খুশবু ব্যবহার করে পর্দার সাথে ঈদগাহে এসে ঈদের আনন্দ ও সালাতে শরীক হওয়া।

চার. ঈদগাহে যাওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নাত অনুসরণ করে তিনটি বা পাঁচটি করে বেজোড় সংখ্যক খেজুর খাওয়া।

পাঁচ. ঈদের জামাতে শামিল হওয়া এবং পুরো খুতবা শোনা। ইমাম ইবনু তাইমিয়া সহ আরো অনেক মুহাক্কিক আলেমের মতে ঈদের সালাত ওয়াজিব, কোন ওজর ছাড়া ত্যাগ করা যাবে না। এমনকি হায়েযরতা মহিলাগণ পর্যন্ত ঈদগাহে আসবেন এবং সালাতে অংশ না নিয়ে একপ্রান্তে অবস্থান করবেন।

ছয়. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুসরণ করে এক রাস্তা দিয়ে যাবেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরবেন।

সাত. ঈদের অভিবাদন জানাতে গিয়ে "তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়ামিনকা" অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ থেকে কবুল করুন" বলা ভাল। এছাড়া সুন্দর দোয়ার মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় ও কোলাকুলি করাতে কোন অসুবিধা নেই। বরং এতে পারস্পরিক সম্পর্ক অনেক মধুর হয়ে উঠে।

আট. ঈদ উৎসবকে উপলক্ষ করে সকল প্রকার পাপাচার ও অশ্লীলতায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে নিজেকে ও পরিবারকে রক্ষা করা।

সর্বশেষে বলবো– সিয়াম সাধনার পবিত্র মাস রমযানুল মোবারক ছিল মূলত: আমাদের জন্য তাকওয়া অর্জনের প্রশিক্ষণ লাভের মাস, সর্বপ্রকার ইবাদতে অভ্যস্ত হওয়ার মাস, ঈমান মজবুত করার মাস, প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে মহান চরিত্রে বিভূষিত হওয়ার মাস, কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআনমুখী হওয়ার মাস, মুসলিম জাতির জেগে ওঠার মাস এবং সকল প্রকার অনাহুত শক্তির বলয় থেকে মুক্ত হয়ে হক প্রতিষ্ঠাকে সুদৃঢ় করার মাস।

একটি মাস ধরে আমরা যারা নিজেদেরকে এভাবে প্রস্তুত করেছি, মাসটি অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে যদি তা ভুলে যাই এবং আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য থেকে দূরে সরে যাই, তাহলে তা কতটুকু সঙ্গত হবে? মূলত: যারা ভাবে যে, রমযান মাসে ইবাদত করাই যথেষ্ট তাদের সে ভাবনা অসঙ্গত ও ভুল। এদিক ইঙ্গিত করে এক মুসলিম মণীষী বলেছিলেন, "সে সকল ব্যক্তিবর্গ কতই না মন্দ, যারা রমযান ছাড়া আল্লাহকে চেনে না।" তাছাড়া আল্লাহ কুরআনে বলেন, "মৃত্যু আসা পর্যন্ত তোমরা রবের ইবাদত করতে থাক।"

(আল-হিজর : ৯৯)

উপরোক্ত, আলোচনার আলোকে আমরা যদি আমাদের কর্তব্য কাজে তৎপর হতে পারি, তাহলেই আমার বিশ্বাস আমাদের ঈদুল ফিত্‌রের এ মহোৎসব অর্থবহ ও সার্থক হবে।

wPšvaviv

cvðvZ¨evmx †Kb Bmjvg MnY Ki‡Q

Wv. RwKi Ave`j Kwig bv‡qK

Abev` : nwg`j Bmjvg †mv‡nj

PEACE TV খ্যাত ডাঃ জাকির নায়েক পেশায় একজন চিকিৎসক হলেও তিনি এখন একজন দা'য়ী বা ধর্ম প্রচারক হিসেবেই বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোও পৃথিবীতে সাড়া জাগিয়েছে। তাঁর লেখা Why the West Comming Back to Islam বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর বাংলা রূপান্তর 'জিজ্ঞাসা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে - প্রধান সম্পাদক

`k

†Kej we‡q Ki‡jB Øx‡bi A‡aK ciY nq bv

প্রশ্নঃ আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনি একটি হাদীস বলেছেন যে, "বিয়ে অর্ধেক দীন পূরণ করে।" বিয়ে করলেই কি অর্ধেক দীন পূরণ হবে? নাকি বিয়ের পুরো প্রক্রিয়া যেমন- কিভাবে বিয়ে করলেন, স্বামী বা স্ত্রীর সাথে ব্যবহার, দায়িত্ব পালন ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

ডা. জাকির নায়েক: বোন আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আমি আগেও বলেছি, "বিয়ে অর্ধেক দীন পূর্ণ করে" কথার দ্বারা মহানবী (সা) বুঝিয়েছেন যে, বিয়ে আপনাকে অবাধ যৌনাচার ও ব্যভিচার থেকে রক্ষা করে। বিয়ে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আমাদের প্রিয় নবী (সা) বলেছেন যখন বিয়ে করবে, তুমি সাধারণত চারটা বিষয় দেখবে। সম্পদ, সৌন্দর্য, আভিজাত্য আর সদগুণ। মানুষ বিয়ে করার সময় প্রথম সৌন্দর্য দেখে তারপর সম্পদ এরপর আভিজাত্য এবং সর্বশেষ দেখে সদগুণ। কিভাবে বিয়ে করবেন? রাসূল (সা) বলেছেন, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বিয়ে হল যেখানে সবচেয়ে কম খরচ হয়। তাই অপচয় করা যাবে না। জীবন সঙ্গী বেছে নেয়া, বিয়ে করা, সন্তানদের বড় করা এসবই সুন্নাহ মেনে করতে হবে। বিয়ের পর স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত হবেন। এমন হবে না যে, বিয়ের পর আপনি ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন। মহানবী (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো। সূরা নিসার ১৯ নং আয়াতে আছে- "তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে, তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর তবে এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তাতে কল্যাণ রেখেছেন অথচ তোমরা তাদেরকেই অপছন্দ করছ।"

প্রাচ্যের দেশগুলোতে যেমন ভারতের পুরুষরা স্ত্রীর কাছ থেকে যৌতুক নেয়। ইসলামে আপনি দেবেন দেনমোহর। বিয়ে করলে আপনাকে একজন ভালো স্বামী হতে হবে, সন্তান সন্তুতি হলে আপনাকে ভাল মা কিংবা বাবা হতে হবে। এ রকম বিয়ের সাথে সম্পর্কিত সবগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো যখন আপনি পালন করবেন, তখন আপনার দ্বীনের অর্ধেক পূরণ হবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

cwðgv †bZviv Bmjvg‡K fq cvq

প্রশ্নঃ আসস্‌লামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনি বলেছেন, পশ্চিমা নেতারা ইসলামকে ভয় পায়। আপনি দেখবেন, এমনকি জাহেলিয়াতের যুগেও তাদের বিভিন্ন নেতারা ইসলামকে ভয় পেত না। সেই জন্যই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তারা যেটা ভয় পেয়েছিল সেটা হল ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরকে বদলাতে হবে। আর পৃথিবীর অধিকাংশ নেতাই পরিবর্তন মেনে নিতে পারে না। আর আমার মতে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হল তাদেরকে একেবারে সাধারণ মুসলমান হয়ে চলাফেরা করতে হবে। হোক সেটা আমেরিকায় বা অন্য কোথাও।

ডা. জাকির নায়েক : ভাই আপনি বলেছেন যে, জাহিলিয়াতের নেতারা ইসলামকে ভয় পেত না। দুঃখিত ভাই আমি আপনার সাথে একমত হতে পারছি না। সে সময়ের বড় বড় নেতারা ইসলামকে প্রচণ্ড ভয় পেত। তারা একমাত্র যে জিনিসটাকে ভয় পেত তা হল ইসলাম। আর এজন্যই তারা নবীজীকে বলেছিল, আমরা তোমাকে রাজা বানাব, সবচেয়ে ধনী লোক বানিয়ে দেব, যদি তুমি ইসলাম প্রচার করা বন্ধ করে দাও। মহানবী (সা) উত্তরে বলেছিলেন, আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র এনে দিলেও আমি ইসলামের এই দাওয়াত প্রচার থেকে বিরত থাকব না।

পরবর্তীতে (আলহামদুলিল্লাহ) সত্যেরই জয় হল। তখন তারা মুসলমান হয়েছে। এজন্যই কোরআন বলছে প্রথমে গোত্রের নেতাদের বোঝাও। যদি তারা মুসলমান হয়, অনেকেই তাদের অনুসরণ করবে। সেজন্যই আমি বলব, পশ্চিমা বিশ্বেও বেশির ভাগ নেতাই ইসলামকে ভয় পায়। অবশ্য সবাই না, ভাল কিছু লোক আছে। যেমন ব্রুনো চার্লস বেশ কিছু ভাল কথা বলেছেন। তার নিয়ত আল্লাহই ভাল জানেন। ইংল্যান্ডের বেশ কিছু মন্ত্রী ইসলাম সম্পর্কে ভাল কথা বলেছেন। আপনি বলেছেন মুসলমান হওয়া তাদের জন্য খুব সহজ। ব্যাপারটা আসলে মোটেও সহজ না, ভাই। সেই সময়ে আবু সুফিয়ান আর অন্যান্য নেতারা অনেক ধনী ছিল। তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, কে তাদের কুর্নিশ করবে? ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী সব মানুষ সমান। ফলে তাদের সাথে কোলাকুলি করতে হবে। জীবনটাই পুরো বদলে যাবে। নেতারা ভয় পেয়েছিল যে তারা যে বিলাসিতা আর স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে ছিল সে সবই ছাড়তে হবে শুধুমাত্র ইসলামের কারণে। আল্লাহ তাদের হেদায়েত দান করেছিলেন। তারা পৃথিবীর বদলে আল্লাহর কাছে আখিরাতে প্রাসাদ চেয়েছিল। আর এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল উদাহরণটা হল বিবি আসিয়ার। তিনি ছিলেন ফেরাউনের স্ত্রী। সূরা তাহরীমের ১১নং আয়াতে আছে- "আল্লাহ মুমিনদের জন্য ফিরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, যে প্রার্থনা করেছিল, হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরআউন ও তার দুস্কৃতি এবং যালিম সম্প্রদায় হতে।"

তিনি ছিলেন সে সময়ের সবচে শক্তিশালী ফেরাউনের স্ত্রী। তারপরও তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন। তাই (আলহামদুলিল্লাহ) আল্লাহ যখন হিদায়াত দান করে, তখন সে যত বড় নেতাই হোক না কেন, সে ইসলাম গ্রহণ করে আখিরাতের জন্য।

AwKKvq †Q‡ji Rb¨ `'wU †g‡qi Rb¨ GKwU †Kb

প্রশ্ন (মহিলা): আমরা কোরআন পড়ে জেনেছি যে, পুরুষ আর মহিলা আল্লাহর কাছে সমান। আমাদের মহানবী (স) এর হাদীসেও আছে যে, বাবার চেয়ে মা'র অধিকার বেশি। কিন্তু আকীকার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মেয়ের জন্য দেয়া হয় একটি বকরি কুরবানি আর ছেলের জন্য দুটো। বোঝানো হচ্ছে যে, ছেলেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ডা. জাকির নায়েক : আপনার প্রশ্নটা হল, আকীকার সময় কেন ছেলের জন্য দুইটা বকরী আর মেয়ের জন্য একটা বকরী কুরবানী দেয়া হয়। বোন, অনেক সহীহ হাদীসে আছে, ছেলের জন্য একটা বকরীও কুরবানী দেয়া যায়। এটি এমন নয় যে, ছেলের জন্য দুটি কুরবানী দেয়া উচিত। ইসলামে পুরুষ মানুষই রোজগার করে। পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব পুরুষের উপর। মেয়েদের বিয়ে দেয়ার দায়িত্ব বাবার অথবা ভাইয়ের। বিয়ের পর তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানসহ সকল দায়িত্ব স্বামীর আর সন্তানের। মহিলা অর্থনৈতিক দায়মুক্ত। সবাই তাকে রক্ষা করছে, (আলহামদুলিল্লাহ)। এটা আমি বলছি আমার যুক্তি দিয়ে- এটাই যে আসল কারণ তা না ও হতে পারে। আল্লাহই ভাল জানেন কেন ছেলের জন্য দুইটি বকরী। তাই একজন মানুষ ছেলে হলে বেশি টাকা খরচ করতে চায়। এটা হতে পারে একটা কারণ। আল্লাহই ভাল জানেন। তবে বাধ্যতামূলকভাবে

দুইটি কোরবানী কোন সহীহ হাদীসে নেই। সহীহ হাদীস বলছে হয় একটি নয়তো দুইটি। আর মেয়ের ক্ষেত্রে একটা বকরী কোন সমস্যা নয়, আপনি ইচ্ছা করলে আরো বেশি কুরবানী দিতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা ও আমাদের প্রিয়নবী (সা) সে সুযোগ রেখেছেন। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।   (চলবে)

wcq KweZv

MÜgq evZv‡mi kixi †_‡K

RwKi Ave Rvdi

বৃক্ষের আনন্দ মেলায় একদিন আমি হাজির হয়েছিলাম
অজস্র পূর্ণিমার ভরা জোসনার সাথে
ঈদের মহারাত্রির উদ্যানে বৃক্ষরা তখন
আকাশের সমস্ত উদ্বেলিত নক্ষত্রের দ্যুতিতে সজ্জিত
পৃথিবীর তাবৎ ফুটন্ত ফুলের কল্লোলিত পাঁপড়ির কম্পনে
কী অদ্ভুত আনন্দের ঢেউ ছড়ালো বাতাসেরা
আমি জোসনার রুমাল উড়াতে উড়াতে রাতভর ঈদের আকাশ
পুরে নিয়েছিলাম বুকের ভেতর
ভোর হতেই আমার বুক থেকে বেরিয়ে
যেতে লাগলো এককেটি আকাশ।

প্রতিটি আকাশে ঈদ আনন্দের আশ্চর্য উৎসব
ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীর আদি থেকে অন্তে
বৃক্ষের পল্লব মর্মরে ফুলের পাঁপড়ির উল্লাসে
নোয়ানো নীলের নির্জন প্রান্তরে প্রান্তরে ওই একই আনন্দ সঙ্গীত
একই প্রার্থনার পবিত্রতায় উদ্ভাসিত এক প্রশান্তির অহিংস সময়
মহাকাল থেকে বয়ে চলা এক মহা উৎসবের সরণি
গন্ধময় বাতাসের শরীর থেকে আমার হৃদয় পর্যন্ত
অজস্র খুশবুর নহরগুলো
সমস্ত হৃদয়ে বহমান হতে থাকলো।

C`j wdZi

gj: Ievi‡q` Avn‡g`

Abev`: gwZb gvng`

রোজা পালনের সাথে সাথে করছি ভাল কাজ
তার পরে এলো ঈদ উল ফিতর পালন করছি আজ।
দুই ঈদ আমাদের জন্য আল্লাহর দেয়া উপহার
তারই ইবাদত করার নির্দেশ, নয় কারো আর।
মুসলমানের প্রশিক্ষণের মাস হলো রমজান
ইসলাম মেনে চলার মধ্যেই আল্লাহর পরিত্রাণ।
এই মাসেরই মতো করে চলবো বাকী মাস
ভালো কিছু করতে হবে এই হোক আশ্বাস।
দিতে হবে দুঃখীদেরকে সদকা-এ-ফিতর
আল্লাহতায়ালার অনেক নেকি আছে এর ভিতর।
সকল মানুষ শিশু নারী উদ্বেলিত হবে
এসো ভাই ঈদের খুশী ভাগ করে নেব সবে।
তকবিরেতে পড়বো নামাজ আজকে ঈদের দিন
পরনেতে নতুন জামা মনে খুশির চিন।
ঈদগাহতে খুতবা শুনে সিজদায় অবনত
রৌদ্রছায়া বাদল ধারা থাকুক অবিরত।
ঈদের খুশি বিলিয়ে যাবো ঈদ মোবারক বলে
খোদার রহমতের ধারা চলবে পলে পলে।

ighv‡bi †kôZg ivZmgn I Gi Bev`Z

gnv¤§` ZvRj Bmjvg

আরবী মাসসমূহের মাঝে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন মাস হলো রমযান মাস। আর রমযান মাসের সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন দিনসমূহ হলো শেষ দশকের দিনগুলো। রাসূলুল্লাহ স. এ দশককে বাকী দু'দশক থেকে পৃথক করতেন। এ দশকে তিনি কোমর বেঁধে ইবাদতে মগ্ন হতেন। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদি. বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ দশকে এত বেশি ইবাদত করতেন যা অন্য সময় করতেন না।” [সহীহ মুসলিম : ২০০৯] এ রাতগুলোর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে তিনি এ রাতগুরোতে ঘুমাতেন না। আয়েশা রাদি. আল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ স. রমযানের প্রথম বিশ দিন (এর রাত্রিতে) নিদ্রা ও সালাতের সংমিশ্রণ ঘটাতেন কিন্তু শেষ দশকে কাপড় গুটাতেন এবং (পরিধেয় বস্ত্র) শক্ত করে বাঁধতেন।” [মুসনাদ আহমাদ : ২৩৯৮৩] অর্থাৎ বেশি বেশি ইবাদত করতেন। শুধু তাই নয়, বরং নিজের ইবাদতের সাথে সাথে পরিবারের লোকদেরকে ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করতেন। হাদীসে এসেছে, ‘নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ দশকে ... রাত্রি জাগরণ করতেন এবং স্বীয় পরিবারকে জাগাতেন। [সহীহ বুখারী : ১৮৮৪]

এ দশক মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার অন্যতম আরো একটি কারণ হলো যে, এ দশকে রয়েছে লাইলাতুল কদর বা কদরের রাত যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। কাজেই এ দশকের এহেন মর্যাদার দিকে তাকিয়ে রাসূলুল্লাহ স. এ দশকে ইতিকাফ পালন করতেন। যাতে কোনক্রমেই কদরের রাতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত না হন। তাঁর স্ত্রী আয়েশা রাদি আল্লাহু আনহা বলেন, “নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু পর্যন্ত রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফ করেন।” [সহীহ বুখারী : ১৮৮৬]

অন্যান্য দিনের মত এ দিনগুলোতেও সব ধরনের ইবাদত করা যায়। যেমন কুরআন তিলাওয়াত, যিকর-আযকার, দান খয়রাত, যাকাত প্রদান, নফল সালাত ইত্যাদি। তবে এ দিনগুলোর বিশেষ কিছু আমল রয়েছে যা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি হলো এ দিনগুলোতে ইতিকাফ করা। আমরা আগেই বলেছি যে, এ দিনগুলোতে রাসূলুল্লাহ স. ও সাহাবীগণ ইতিকাফ করতেন। আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠভাবে নির্দিষ্ট পন্থায় মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলে। এর সর্বোত্তম সময় হল, রমযানের শেষ দশক এবং এর সর্বনিু মুদ্দত হল, একদিন অথবা একরাত্র। এটি সুন্নাত ইবাদত (মতান্তরে ফরযে কিফায়া)। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, “আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈল থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রেখো। হাদীসে এসেছে, “নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু পর্যন্ত রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফ করেন।” [সহীহ মুসলিম : ২০০৬] ই'তিকাফের মাধ্যমে বেশি বেশি ইবাদত করার মাধ্যমে বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়, লাইলাতুল কদর অর্জন করার সম্ভাবনা সুদৃঢ় হয়, দুনিয়াবী কথা, কাজ ও ব্যস্ততা থেকে দূরে অবস্থান করা সম্ভব হয় এবং পারিবারিক চিন্তামুক্ত হয়ে একাগ্রতার সাথে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি। ই'তিকাফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। তা হালো :

১. নিয়্যাত করা : ই'তিকাফকে ই'তিকাফের নিয়্যাতে মসজিদে অবস্থান করলে তা কেবল অবস্থানই হবে ই'তিকাফ হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সব কাজেরই (ফলাফল) নিয়্যাত (সংকল্প) অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়্যাত করে তাই পায়।” (সহীহ বুখারী : ০১)

২. পুরুষদের জন্য মসজিদে অবস্থান : পুরুষদের জন্য মাসজিদে অবস্থানের মাধ্যমে ই'তিকাফ করা আবশ্যক। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, "তোমরা স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না এমতাবস্থায় যে, তোমরা মসজিদে ই'তিকাফে আছ।" (সূরা বাকারা : ১৮৭)

৩. জামায়াত হয় এমন মসজিদে অবস্থান করা : যে সকল মসজিদে নিয়মিত জামায়াত হয় না এ ধরনের মসজিদে ই'তিকাফ করলে জামায়াতের জন্য বারবার বের হওয়া লাগবে তাই এমন মসজিদে ই'তিকাফে বসা সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত জামায়াত হয়।

এ শর্তগুলো ছাড়াও ই'তিকাফকারীর জন্য আরো কতিপয় বিষয় রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরী।

১. ই'তিকাফকারী রমযানের বিশ তারিখে সূর্যাস্তের পূর্বেই ই'তিকাফস্থলে প্রবেশ করা।

২. কোন ওযর ছাড়া ইচ্ছাকৃত মসজিদ থেকে বের হলে ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। তবে মসজিদে থেকে হাত, পা, মাথা ইত্যাদি কোন অঙ্গ বের করাতে কোন সমস্যা নেই।

৩. অযু, গোসল, প্রস্রাব-পায়খানা, পানাহার, ইত্যাদির জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে। তবে সেক্ষেত্রে গল্প-গুজবে লিপ্ত হয়ে অপ্রয়োজনে দীর্ঘ সময় বাহিরে থাকা যাবে না।

৪. জুমুআর মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম। তবে জমুআর মাসজিদে না হলে জুমুআয় অংশগ্রহণ করা জরুরী এবং এ জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া বৈধ।

৫. জানাযার সালাত আদায়, রোগীকে দেখতে যাওয়া, আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ খবর নেয়া ইত্যাদি ওয়াজিব নয় এমন কাজের জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়া নাজায়েয।

৬. মসজিদে যে ধরনের ইবাদত বৈধ তার সবগুলোই ই'তিকাফ অবস্থায় করা যাবে। যেমন, তিলাওয়াত, যিকর, ইলম শিক্ষা, ফতওয়া প্রদান ইত্যাদি।

৭. ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদের ভেতরে পানাহার, ঘুমানো, গোসল, সাজগোজ, সুগন্ধী ব্যবহার, পরিবার-পরিজনের সাথে কথপোকথন ইত্যাদি সবই বৈধ। তবে তাতে যেন সীমালঙ্ঘন না হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ই'তিকাফস্থলে তাঁর পত্নীগণের সাক্ষাত ও কথপোকথন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

৮. ঈদের রাতে সূর্যাস্তের পর ই'তিকাফ থেকে বেড়িয়ে আসা যায় তবে উত্তম হল মসজিদে অবস্থান করে ঈদের জামায়াতে শরীক হওয়া।

৯. ই'তিকাফে বসার আগে প্রয়োজনীয় কাপড়, লুঙ্গি গামছা, বিছানা-পত্র ইত্যাদি সাথে নেয়া।

১০. ই'তিকাফকারীর জন্য অপ্রয়োজনীয় কথা, অতিরিক্ত ঘুম, অহেতুক কাজে সময় নষ্ট না করা। মানুষের সাথে বেশি বেশি মেলা-মেশা করা গল্প গুজব করা, ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা।

১১. ই'তিকাফ অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় না করা। তবে নিজের পানাহারের জন্য কিছু ক্রয় করতে চাইলে তা করা যাবে।

১২. মসজিদের মধ্যে আদবের পরিপন্থী কোন কাজ না করা। যেমন, বায়ু নিঃসরণ, মসজিদে নাকের ময়লা ফেলা, পায়ের চামড়া খুটে খুটে ফেলা, নখ কেটে ফেলা ইত্যাদি।

পুরুষদের মত নারীরাও ই'তিকাফ করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ স. এর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফ করেছিলেন। নারীদের জন্য স্বীয় ঘরে ই'তিকাফ করা উত্তম। অধিকাংশ আলিমগণের মতে মসজিদে নারীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকলে তারা মসজিদে ই'তিকাফ করতে পারবেন। মসজিদে নারীদের ই'তিকাফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে তা হলো (ক) হাযিয-নিফাস থেকে মুক্ত হওয়া। (খ) স্বামী ও পরিবারের সদস্যদের অনুমতি থাকা। (গ) মসজিদে ই'তিকাফ করলে ফিতনা-ফাসাদ এর সম্ভাবনা না থাকা।

এ দশকের আরো একটি অন্যতম ইবাদত হলো এর রাতগুলোতে কদরের রাত্রি তালাশ করা। গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী কদরের রাত্রি শেষ দশকে হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। তাই এ দশকে আমরা বেশি বেশি ইবাদত করি যাতে কোনক্রমেই কদরের রাত্রি অর্জন করা থেকে বঞ্চিত না হই। নিচে কদরের রাত্রির ফযীলত, গুরুত্ব এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হল।

১. এটি এমন এক রাত যাতে মহাগ্রন্থ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আমি এটি (কুরআন) নাযিল করেছি "লায়লাতুল কদরে।" (সূরা কদর : ১)

২. এটি এমন রাত যা বরকতময় ও মর্যাদাপূর্ণ : আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আমি তা অবতীর্ণ করেছি বরকতময় রাত্রিতে।" (সূরা দুখান : ৩)

৩. এ রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। অর্থাৎ তিরাশি বছর চার মাসের চেয়েও এর মূল্য বেশি। আল্লাহ বলেন, "লায়লাতুল কদর' হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।" (সূরা কদর) : ৩)

৪. এ রাতে ফেরেশতাগণ রহমত, বরকত ও কল্যাণ নিয়ে যমীনে অবতরণ করেন। আল্লাহ বলেন, " সে রাতে ফেরেশতারা ও জিবরাইল তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করে।" (সূরা কদর : ৪)

৫. এটি শান্তির রাত। সকালের পূর্ব পর্যন্ত তাতে কোন অশান্তি নেই। আল্লাহ বলেন, 'শান্তি! সেই রাতে ফজরের সূচনা পর্যন্ত।' (সূরা কদর : ৫)

৬. পাপ থেকে ক্ষমা লাভের রাত। নবী করিম স. বলেছেন : কাদরের রাতে যে ঈমানের সহিত ও সাওয়াবের আশায় সালাত আদায় করবে তার অতীতের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (সহী বুখারী : ১৮৭৫)

এ রাতটি কোন রাত্রি এ ব্যাপারে আলিমগণ ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেননি। তার কারণ হলো, এ ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন দিনের কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে অধিকাংশ আলিম অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে মতটিকে তা হলো, রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলো। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "তোমরা রমযানের শেষ দশকে বেজোড় রাতগুলোতে কদরের রাত্রি অন্বেষণ কর।" (সহীহ বুখারী : ১৮৭৯) এ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীসগুলো বিশ্লেষণ করলে এ রাতের কিছু বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শণ পাওয়া যায়। যা মু'মিনগণ অনুধাবন করতে পারেন। বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার সালেহ ইবন উছাইমীন রাহ. কদরের রাত্রির কতিপয় নিদর্শন উল্লেখ করেছেন যার কিছু ঐ রাতেই প্রকাশিত হয় আবার কিছু রাত্রি শেষ হওয়ার পর প্রকাশিত হয়। [আশ-শারহুল মুমতি' আলা যাদিল মুস্তাকনি' ৬/৪৯৬] সেগুলো হলো:

১. এ রাতের আলো খুব উজ্জ্বল হবে। তবে বর্তমান সময়ে এটি অবলোকন করা তেমন সম্ভব হয় না। কারণ এটি শুধু সেই দেখতে পাবে যে খুব অন্ধকারচ্ছন্ন এলাকায় রয়েছে।

২. এ রাতে মু'মিন ব্যক্তি অন্যান্য রাতের তুলনায় তার অন্তরে বেশি শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "শান্তি! সেই রাতে ফজরের সূচনা পর্যন্ত।" (সূরা কদর : ৫)

৩. এ রাতে আবহাওয়া শান্ত থাকে। খুব বেশি গরম পরে না আবার ঠাণ্ডাও পরে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, লাইলাতুল কদর হল উন্মুক্ত রাত্রি যা গরমও নয় আবার ঠাণ্ডাও নয়। (সহীহ ইবন খুযাইমা : ২০০৬)

৪. কখনো কখনো আল্লাহ মানুষকে স্বপ্নে এ রাত্রি দেখিয়ে থাকেন। যেমনটি কোন কোন সাহাবীর ক্ষেত্রে এটি অর্জিত হয়েছিল।

৫. মানুষ এ রাতের সালাতে অন্যান্য রাতের সালাতের চেয়ে বেশি তৃপ্তি অর্জন করে।

এ বিষয়গুলো কদরের রাতেই প্রকাশিত হয়। আরেকটি আলামত রয়েছে যা দিনের প্রথমভাগে প্রকাশিত হয়।

৬. সূর্য সকালেই পরিস্কারভাবে উদিত হয় কিন্তু তাতে কোন রশ্মি বা কিরণ থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কদরের রাত্রির আলামত হল, সেদিন সূর্য সকালেই উদিত হবে যা উজ্জ্বল হবে এবং তাতে কোন কিরণ বা রশ্মি থাকবে না। (সহীহ মুসলিম : ১২৭২)

মর্যাদা সম্পন্ন এ রাতে আমরা কি কি আমল করতে পারি এ বিষয়ে বলতে গেলে শুরুতেই বলতে হয় যে, এ রাত্রিতে নির্দিষ্ট কোন ইবাদত নেই, অনেকে বিভিন্ন সূরা নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট কতিপয় সালাত আদায় করে থাকে। হাদীসে এর সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই। বরং যে কোন ইবাদত যেমন সালাত, কুরআন তেলাওয়াত, যিকির, তাহাজ্জুদ, দোয়া, উপদেশ প্রদান, দান-খয়রাত ইত্যাদি করা যেতে পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা অবশ্যই জরুরী। এ রাতে বেশী বেশী যাচনা করা মুস্তাহাব। কারণ তাতে দু'আ কবুল হওয়ার প্রতিশ্রুতি এসেছে। আল্লাহর নিকট বেশী বেশী ক্ষমা চাওয়া। এক বর্ণনায় এসেছে, "আয়েশা রাদি. বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, যদি আমি জানতে পারি যে, কোনটি কদরের রাত্রি তবে আমি তাতে কি দোয়া করবো? তিনি বললেন, তুমি বল, 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওউন কারীমুন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'অফু আন্নী'।" অর্থাৎ হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল, উদার, ক্ষমা পছন্দ করেন, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। (সুনান তিরমিযী : ৩৪২৫)

সুতরাং নবীজীর উম্মাত হিসেবে এ দশকে আমরাও যাতে লাইলাতুল কাদরের মর্যাদা লাভ করতে পারি সে উদ্দেশ্যে যারা অবসর আছি তারা ই'তিকাফে অংশগ্রহণ করি আর যারা ব্যস্ত আছি তারা বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত, সালাত, দান-খয়রাত, ফিকর-আযকার, সেবামূলক কাজ, কল্যাণমূলক কাজ ইত্যাদিতে মগ্ন হই। নিজেদের সাথে পরিবারের সদস্যদেরকে আমরা ইবাদতে উৎসাহিত করি এবং রাতে তাদেরকে ইবাদতের জন্য জাগিয়ে দেই। এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন যে নিজে রাত জাগে ও সালাত আদায় করে এবং স্বীয় পরিবারকে জাগায় ও তারাও সালাত আদায় করে। যদি পরিবার জাগতে অস্বীকার করে তবে সে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেয়। অনুরূপ আল্লাহ দয়া করেন ঐ নারীর প্রতি যে নিজে রাত জাগে ও সালাত আদায় করে এবং নিজের স্বামীকে জাগায় ও সেও সালাত আদায় করে। যদি সে জাগতে অস্বীকার করে তবে সে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেয়। (মুসনাদ আহমাদ : ৯২৫৪) আল্লাহ আমাদেরকে লাইলাতুল কদর পাওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

hvKvZ wnmve

hvKvZ wK?

যাকাত ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহের মধ্যে অন্যতম ইবাদত। প্রত্যেক মুসলমানকে যেমন যাকাত ফরয হওয়ার বিষয় সম্পর্কে বিশ্বাস করতে হবে, ঠিক তেমনিভাবে যার উপর যাকাত ফরয তাকে তা নিয়মিত পরিশোধও করতে হবে। পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় নামাযের পাশাপাশি যাকাত প্রদানের হুকুম দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।" (সূরা বাক্বারা, আয়াত ৪৩)। মহানবী (সা.) বলেন, "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল- এতে সাক্ষ্য দেয়া, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেয়া, শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকলে হজ্ব করা এবং রমযান মাসে রোযা রাখা।" (বুখারী ও মুসলিম)

hv‡`i Dci hvKvZ dih

নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক সকল মুসলিম নর-নারীর উপর যাকাত প্রদান করা ফরয। কোন ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার পর চাঁদের হিসাবে পরিপূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে তার উপর পূর্ববর্তী বছরের যাকাত প্রদান করা ফরয। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি যাকাতের নিসাবের মালিক হওয়ার পাশাপাশি ঋণগ্রস্থ হয়, তবে ঋণ বাদ দিয়ে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। যাকাত ফরয হওয়ার পর যদি কোন ব্যক্তি যাকাত প্রদান না করে অর্থ-সম্পদ খরচ করে ফেলে তাহলেও তার পূর্বের যাকাত দিতে হবে।

hvKvZ ewnf~Z m¤ú`

জমি, বাড়ি-ঘর, দালান, দোকানঘর, কারখানা, কারখানার যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, যন্ত্রাংশ, কাজের যন্ত্র, হাতিয়ার, অফিসের আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম, যানবাহনের গাড়ী, নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ, বিমান ইত্যাদি যানবাহন বা চলাচলের অথবা চাষাবাদের পশু, ব্যবহারিক গাড়ী, ব্যবহারিক কাপড়-চোপড়, ঘরের আসবাপত্র ও সরঞ্জামাদি, নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহার্য সামগ্রী, গৃহপালিত পাখি, হাঁস-মুরগী ইত্যাদির যাকাত হয় না। ঋণ পরিশোধের জন্য জমাকৃত অর্থের উপর যাকাত হয় না। শস্য ও গবাদি পশুর যাকাত পরিশোধ করার পর ঐ শস্য বা গবাদি পশু বিক্রি করে নগদ অর্থ প্রাপ্ত হলে ঐ প্রাপ্ত অর্থের উপর একই বছরে যাকাত দিতে হবে না। কারণ একই সম্পদের একই বছরে দুইবার যাকাত হয় না।

‡gŠwjK c‡qvRbxq m¤ú`

'মৌলিক চাহিদা' কথাটি দ্বারা প্রচলিত প্রথা ও রীতি অনুযায়ী সামাজিক সংহতি ও সম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীকে বুঝায়। একজন মুসলমান অপচয় বা কার্পণ্য ছাড়াই তার পরিবারের অন্যান্য প্রয়োজন মিটাবে। মৌলিক ও নিত্য প্রয়োজনীয় সম্পদের যাকাত হয় না। এ সব সম্পদ বলতে বুঝায়, বসবাসের ঘর, পেশাগত সামগ্রী, কারখানার যন্ত্রপাতি, যোগাযোগের বাহন, ঘরের আসবাবপত্র, তৈজস পত্র, খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহস্থালী সামগ্রী ইত্যাদি এবং নিজের, তার উপর সরাসরি নির্ভরশীলদের ও নির্ভরশীল আত্মীয়-স্বজনদের জন্য দৈনন্দিন খরচসমূহ। যাকাত ধার্য হওয়ার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল যার উপর যাকাত আরোপিত হবে তার নিকট একান্ত চাহিদা পূরণের পর অতিরিক্ত সম্পদ থাকতে হবে। যে অর্থ বা সম্পদ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে বিবেচিত হয় এবং পরবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষিত থাকে, তা যাকাতের নিসাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে।

hvKv‡Zi wbmve

রূপা ৫৯৫ গ্রাম (৫২.৫০ ভরি) কিংবা স্বর্ণ ৮৫ গ্রাম (৭.৫০ ভরি) অথবা স্বর্ণ বা রূপা যে কোন একটির নিসাবের মূল্য পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বা ব্যবসায়িক সামগ্রীকে যাকাতের নিসাব বলে। কোন ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ তার মালিকানায় থাকে এবং চান্দ্র মাসের হিসাবে এক বৎসর তার মালিকানায় স্থায়ী থাকে তাহলে তার উপর এ সম্পদ থেকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত রূপে প্রদান করা ফরয। মনে রাখতে হবে বছরের শুরু ও শেষে এ নিসাব বিদ্যমান থাকা জরুরী। বছরের মাঝখানে এ নিসাব পূর্ণ না থাকলেও যাকাত প্রদান করতে হবে। সম্পদের প্রত্যেকটি অংশের উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয় বরং শুধু নিসাব পরিমাণের উপর বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত। অতএব, বছরের শুরুতে শুধু নিসাব পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকলেও বছরের শেষে যদি সম্পদের পরিমাণ বেশী হয় তাহলে ঐ বেশি পরিমাণের উপর যাকাত প্রদান করতে হবে। বছরের যে কোন অংশে অধিক সম্পদ যোগ হলে তা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। যাকাত ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে মূল নিসাবের উপর বছর অতিক্রম করা শর্ত। যাকাত, যাকাতুল ফিতর, কুরবানী এবং হজ্ব এ সকল শরীয়তের বিধান সম্পদের মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত।

‡h mKj m¤ú‡`i hvKvZ dih

১. স্বর্ণ-রূপা ও নগদ অর্থ ২. বাণিজ্যিক পণ্য ৩. মাঠে বিচরণকারী গবাদি পশু ৪. শস্য ও ফলমূল।

¯Y I i~cvi hvKvZ

যদি কারো নিকট ৮৫ গ্রাম বা ৭.৫০ ভরি (১ ভরি= ১১.৬৬৪ গ্রাম) স্বর্ণ অথবা ৫৯৫ গ্রাম (৫২.৫০ ভরি) রূপা থাকে তাহলে তার উপর যাকাত ফরয। স্বর্ণ-রূপা চাকা হোক অথবা অলংকার, ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত, স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত যে কোন বস্তু, সর্বাবস্থায় স্বর্ণ-রূপার যাকাত ফরয। হীরা, ডায়মন্ড, হোয়াইট গোল্ড, প্লাটিনাম প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু যদি সম্পদ হিসেবে বা টাকা আটকানোর উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়, তাহলে বাজার মূল্য হিসাবে তার যাকাত দিতে হবে। অলংকারসহ সকল প্রকার স্বর্ণ-রূপার যাকাত দিতে হবে। হাদীসে বর্ণিত আছে, একদা দু'জন মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আসল। তাদের দু'জনের হাতে স্বর্ণের কংকন ছিল। তখন নবী করীম (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা তোমাদের অলংকারের যাকাত দাও কি?" তারা বললো, "না"। তখন নবী (সা.) বললেন, "তোমরা কি পছন্দ করবে যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে আগুনের দু'টি বালা পরিয়ে দিবেন"? তারা দু'জন বলল, "না"। তখন নবী (সা.) বললেন, "তাহলে তোমরা এ স্বর্ণের যাকাত প্রদান কর।" (তিরমিযি)

bM` A‡_i hvKvZ

নগদ অর্থ, টাকা-পয়সা, ব্যাংকে জমা, পোস্টাল সেভিংস, বৈদেশিক মুদ্রা (নগদ, এফসি একাউন্ট, টিসি, ওয়েজ আর্নার্স বন্ড), কোম্পানীর শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড, ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার, বন্ড, সঞ্চয়পত্র, জমাকৃত মালামাল (রাখী মাল), প্রাইজ বন্ড, বীমা পলিসি (জমাকৃত কিস্তি), কো-অপারেটিভ বা সমিতির শেয়ার বা জমা, পোস্টাল সেভিংস সার্টিফিকেট, ডিপোজিট পেনশন স্কীম কিংবা নিরাপত্তামূলক তহবিলে জমাকৃত অর্থের যাকাত প্রতি বছর যথা নিয়মে প্রযোজ্য হবে। প্রতিষ্ঠানের রীতি অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে চাকুরীজীবীর বেতনের একটি অংশ নির্দিষ্ট হারে কর্তন করে ভবিষ্য তহবিলে জমা করা হলে ঐ অর্থের উপর যাকাত ধার্য হবে না, কারণ ঐ অর্থের উপর চাকুরীজীবীর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভবিষ্য তহবিলের অর্থ ফেরৎ পাওয়ার পর যাকাতের আওতাভুক্ত হবে। ঐচ্ছিকভাবে (অপশনাল) ভবিষ্য তহবিলে বেতনের একটা অংশ জমা করা হলে তার উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে অথবা বাধ্যতামূলক হারের চাইতে বেশী হারে এই তহবিলে বেতনের একটা অংশ জমা করা হলে ঐ অতিরিক্ত জমা অর্থের উপর বছরান্তে যাকাত প্রযোজ্য হবে। চাকুরীজীবীর অন্যান্য সম্পদের সাথে এই অর্থ যোগ হয়ে নিসাব পূর্ণ হলে যাকাত প্রদান করতে হবে। পেনশনের টাকাও হাতে পেলে যাকাত হিসাবে আসবে। মান্নত, কাফফারা, স্ত্রীর মাহরের জমাকৃত টাকা, হজ্ব ও কুরবানীর জন্য জমাকৃত টাকার উপরেও বছরান্তে যথানিয়মে যাকাত দিতে হবে। ব্যাংক জমা বা সিকিউরিটির (ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার, বন্ড, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি) উপর অর্জিত সুদ কোন

জনহিতকর কাজে ব্যয় করতে হবে। তবে মূল জমাকৃত অর্থের বা সিকিউরিটির ক্রয় মূল্যের উপর যাকাত প্রদান করতে হবে। ব্যাংক জমার উপর বৈধ মুনাফা প্রদান করা হলে ঐ মুনাফা জমার সঙ্গে যুক্ত করে যাকাতযোগ্য অন্যান্য সম্পত্তির সাথে যোগ করতে হবে।

^e‡`wkK g`vi Dci hvKvZ

যাকাত প্রদানের সময় উপস্থিত হলে মালিকানাধীন সকল বৈদেশিক মুদ্রার নগদ, ব্যাংকে জমা, টিসি, বন্ড, সিকিউরিটি ইত্যাদি যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তির বসবাসের দেশের মুদ্রাবাজারে বিদ্যমান বিনিময় হারে মূল্য নির্ধারণ করে অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে যোগ করে যাকাত প্রদান করতে হবে।

†gvnivbvi A‡_i Dci hvKvZ

'মাহর' বিধানের মাধ্যমে ইসলাম নারীদের জন্য এক অনন্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। কনে, বরের সাথে তার বিবাহবন্ধনের স্বীকৃতির সম্মানীস্বরূপ, বরের কাছ থেকে মাহর (মোহরানা) পেয়ে থাকে। মাহর বাবদ প্রাপ্ত জমাকৃত অর্থের উপর যাকাত ধার্য হবে। মাহরের অর্থ নিসাব মাত্রার হলে অথবা অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে যোগ হয়ে নিসাব পূর্ণ হলে যাকাত প্রদান করতে হবে। মোহরানার যে অর্থ আদায় করা হয়নি তার উপর যাকাত ধার্য হবে না, কারণ এই অর্থ তার আওতাধীন নাই।
প্রচলিত মুদ্রায় (টাকায়) ধার্যকৃত 'মাহর' বিয়ের সময় সাথে সাথে পরিশোধ না করে, বিলম্বে প্রদান করা হলে তা আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়। বর্তমানকালে বিদ্যমান মুদ্রার ক্রমবর্ধমান মূল্যহ্রাসের ফলে এই পাওনা পরবর্তীতে যখন পরিশোধ করা হয়, তখন মাহরের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ একান্ত নগণ্য তুচ্ছ পরিমাণ হয়ে যায়। শরীয়াহ্ বিশারদগণ এই সমস্যার সমাধানে দৃঢ় মত পোষণ করেন যে, প্রচলিত মুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণ বা রৌপ্যের পরিমাণের ভিত্তিতে 'মাহর' নির্ধারণ করা উচিত, যাতে করে বিবাহিত নারীদের এই অধিকার যথার্থভাবে সংরক্ষিত থাকে এবং পরবর্তীকালে প্রচলিত মুদ্রার মূল্যহ্রাসজনিত কারণে তাদের ক্ষতি হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

†kqvi

যৌথ মূলধনী কোম্পানির মোট মূলধনকে সমমূল্য বিশিষ্ট বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রাংশে বিভক্ত করা হয়। এরূপ ক্ষুদ্রাংশগুলোকে শেয়ার বলে। শেয়ার মালিককে কোম্পানির নিট সম্পত্তির একজন অংশীদার হিসাবে গণ্য করা হয়। শেয়ার ক্রয়ের উদ্দেশ্য বৃহৎ কোম্পানির ব্যবসায় বিনিয়োগ, কোম্পানীর আংশিক মালিকানা অর্জন এবং লভ্যাংশ বা মুনাফা উপার্জন করা। ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ যেমন- অসামাজিক বা অনৈতিক ব্যবসায়ে লিপ্ত, নিষিদ্ধ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় বা সুদী কারবার ও দৈবনির্ভর লেনদেনে নিয়োজিত কোম্পানির শেয়ার ক্রয় বৈধ নয়। কোম্পানি নিজেই যদি শেয়ারের উপর যাকাত প্রদান করে তা হলে শেয়ারমালিককে তার মালিকানাধীন শেয়ারের উপর যাকাত দিতে হবে না। কোম্পানি যাকাত প্রদান করতে পারবে যদি কোম্পানির উপ-বিধিতে এর উল্লেখ থাকে অথবা কোম্পানির সাধারণ সভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় অথবা শেয়ারমালিকগণ কোম্পানিকে যাকাত প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করেন। কোম্পানি নিজে তার শেয়ারের উপর যাকাত প্রদান না করলে শেয়ার মালিককে নিম্নোক্ত উপায়ে যাকাত প্রদান করতে হবে।
১. শেয়ার মালিক যদি শেয়ারগুলো বার্ষিক লভ্যাংশ অর্জনের কাজে বিনিয়োগ করে, তাহলে যাকাতের পরিমাণ নিম্নোক্ত উপায়ে নির্ণয় করতে হবে; (ক) শেয়ার মালিক যদি কোম্পানির হিসাবপত্র যাচাই করে তার মালিকানাধীন শেয়ারের বিপরীতে যাকাতযোগ্য সম্পদের পরিমাণ জানতে পারেন, তাহলে তিনি ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করবেন। (খ) কোম্পানির হিসাবপত্র সম্পর্কে যদি তার কোন ধারণা না থাকে তাহলে তিনি তার মালিকানাধীন শেয়ারের উপর বার্ষিক অর্জিত মুনাফা যাকাতের জন্য বিবেচ্য অন্যান্য সম্পত্তির মূল্যের সঙ্গে যোগ করবেন এবং মোট মূল্য নিসাব পরিমাণ হল ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করবেন।

২. শেয়ারমালিক যদি শেয়ার বেচাকেনার ব্যবসা (মূলধনীয় মুনাফা) করার জন্য শেয়ারগুলো ব্যবহার করেন, তাহলে যেদিন যাকাত প্রদেয় হবে, শেয়ারের সেদিনের বাজার মূল্য ও ক্রয়-মূল্যের মধ্যে যেটি কম তারই ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করবেন।

একজন শেয়ার মালিক ইচ্ছে করলে যে কোন সময় শেয়ার বিক্রি করে দিতে পারেন। কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয়ের এই স্বাধীনতা শেয়ার বাজারকে এমন পরিণতির দিকে নিয়ে যায় যে, কিছু ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে শেয়ারের মূল্য বাড়িয়ে বা কমিয়ে একটি সাধারণ ব্যবসা কার্যক্রমকে প্রায় জুয়াখেলায় পরিণত করে। ইহা ইসলামী শরীয়াহ্‌র দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ।

ewYwR¨K m¤ú‡`i hvKvZ

ব্যবসার নিয়তে (পুনঃ বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ মুনাফা অর্জনের জন্য) ক্রয়কৃত, আমদানী-রপ্তানী পণ্য, ট্রানজিট বা পরিবহন পণ্য, বিক্রয় প্রতিনিধির (এজেন্ট) কাছে রাখা পণ্যদ্রব্য ও মজুদ মালামালকে ব্যবসার পণ্য বলে। ব্যবসার পণ্যের উপর সর্বসম্মতভাবে যাকাত ফরয। এমনকি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত জমি, দালান বা যে কোন বস্তু অথবা মালামালের মূল্যের উপরও যাকাত প্রদান করতে হবে। বাকি বিক্রির পাওনা এলসি মার্জিন ও আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যবসার নগদ অর্থসহ অন্যান্য চলতি সম্পদ যাকাতের হিসাবে আনতে হবে। অন্যদিকে ব্যবসার দেনা যেমন, বাকীতে মালামাল বা কাঁচামাল ক্রয় করলে কিংবা বেতন, মজুরী, ভাড়া, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ও গ্যাস বিল, কর ইত্যাদি পরিশোধিত না থাকলে উক্ত পরিমাণ অর্থ যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে। যাকাত নির্ধারণের জন্য বিক্রেতা তার পণ্যের ক্রয়-খরচ মূল্যকে (ক্রয়মূল্যের সাথে ভাড়াসহ ক্রয়-সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ যোগ করে) হিসাবে ধরবেন।

Drcvw`Z cY¨

তৈরি বা উৎপাদিত পণ্য, উপজাত দ্রব্য, প্রক্রিয়াধীন পণ্য, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কাঁচামাল ও প্যাকিং সামগ্রী ইত্যাদি যাকাতের আওতাভুক্ত হবে। যাকাত নির্ধারণের জন্য তৈরি বা উৎপাদিত পণ্যে মূল্যায়ন উৎপাদন খরচ মূল্যের অথবা পাইকারী বাজার দরের ভিত্তিতে হবে। প্রক্রিয়াধীন বা অসম্পূর্ণ পণ্যের মূল্যায়ন ব্যবহৃত কাঁচামাল ও অন্যান্য উপাদানের খরচের ভিত্তিতে করতে হবে। মজুদ কাঁচামাল এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কাঁচামালের সাথে ব্যবহৃত প্যাকিং সামগ্রী ক্রয় খরচ মূল্যের ভিত্তিতে হিসাব হবে এবং যাকাতের আওতাধীন পণ্যদ্রব্যসহ ব্যবসার নগদ অর্থ ও অন্যান্য চলতি সম্পত্তির সাথে যোগ করে যাকাত নির্ধারণ করতে হবে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত স্থায়ী সম্পদ যেমন- জমি, দালান, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, যানবাহন ইত্যাদির উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে না।

¯'vqx m¤úwËi hvKvZ

স্থায়ী সম্পত্তি বলতে বুঝায় জমি, দালানকোঠা, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদি।

ক. বসবাস, ব্যবহার, উৎপাদন কাজে বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত স্থায়ী সম্পত্তির উপর যাকাত ধার্য হয় না।

খ. আয় উপার্জনের জন্য ভাড়ায় নিয়োজিত স্থায়ী সম্পত্তি যেমন গৃহ, দোকান, দালানকোঠা, জমি, যন্ত্রপাতি, গাড়ি, যানবাহন ইত্যাদির উপর যাকাত ধার্য হয় না। তবে এসব সম্পত্তি থেকে ভাড়া বাবদ অর্জিত নিট আয় অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পত্তির সঙ্গে যোগ করে ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করতে হবে।

গ. বেচা-কেনার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত স্থায়ী সম্পত্তি যেমন জমি, গৃহ, দোকান, এপার্টমেন্ট, দালানকোঠা, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, গাড়ি, যানবাহন ইত্যাদি ব্যবসায়িক পণ্য বলে গণ্য করা হবে এবং এগুলোর মূল্যের উপর যাকাত ধার্য হবে।

FY I hvKvZ

FY`vZvi Dci hvKvZ

(ক) আদায়যোগ্য ঋণ আদায় হওয়ার পর অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে যোগ করে যাকাত প্রদান করতে হবে।

১. যে ঋণ নগদে বা কোন দ্রব্যের বিনিময়ে কারো কাছে পাওনা হয়, এরূপ ঋণ আদায় হওয়ার পর যাকাত দিতে হবে, এবং বিগত বৎসর সমূহেরও যাকাত প্রদান করতে হবে।

২. যে পাওনা কোন দ্রব্য বা নগদ ঋণের বিপরীতে নয়, যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অস্থাবর সম্পদ, দান, অছিয়ত, মোহরানার অর্থ ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে আদায়ের পর যাকাত ধার্য হবে। এগুলোর উপর বিগত বৎসর সমূহের যাকাত প্রদান করতে হবে না।

(খ) আদায় অযোগ্য বা আদায় হবার ব্যাপারে সন্দেহ থাকলে সে ঋণ যাকাতের হিসাবে আসবে না। যদি কখনও উক্ত ঋণের টাকা আদায় হয়, তবে কেবলমাত্র ১ (এক) বছরের জন্য উহার যাকাত দিতে হবে।

FYMwnZvi Dci hvKvZ

(ক) ঋণগ্রহিতার ঋণের টাকা মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে। কিন্তু যদি ঋণগ্রহিতার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থায়ী সম্পত্তি (যেমন- অতিরিক্ত বাড়ি, দালান, এপার্টমেন্ট, জমি, মেশিনারী, যানবাহন, গাড়ি ও আসবাবপত্র ইত্যাদি) থাকে যাহা দ্বারা এরূপ ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম, তবে উক্ত ঋণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে না।

(খ) স্থাবর সম্পদের উপর কিস্তিভিত্তিক ঋণ (যেমন- হাউজিং লোন ইত্যাদি) যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে না। তবে বার্ষিক কিস্তির টাকা অপরিশোধিত থাকলে তা যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে।

(গ) ব্যবসায়ে বিনিয়োগের জন্য ঋণ নেয়া হলে উক্ত ঋণের টাকা যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে। কিন্তু যদি ঋণগ্রহিতার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থায়ী সম্পত্তি থাকে তবে উক্ত ঋণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে না।

(ঘ) শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঋণের টাকা যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে। তবে যদি ঋণগ্রহিতার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থায়ী সম্পত্তি থেকে ঋণ পরিশোধ করা যায় তবে তা যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে না।

ঙ. যদি অতিরিক্ত স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য ঋণের পরিমাণের চেয়ে কম হয়, তবে ঋণের পরিমাণ থেকে তা বাদ দিয়ে বাকী ঋণের টাকা যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে। বিলম্বে প্রদেয় বা পুনঃ তপসিলিকৃত ঋণের বেলায় শুধুমাত্র ঋণের বার্ষিক অপরিশোধিত কিস্তি যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে।

cïi hvKvZ

উটের সর্বনিু নিসাব পাঁচটি, গরু-মহিষের ত্রিশটি এবং ছাগল-ভেড়ার চল্লিশটি। তবে এ ধরনের পশু বৎসরের অর্ধেকের বেশি সময় মুক্তভাবে চারণভূমিতে খাদ্য গ্রহণ করলেই এসব পশুর উপর সংখ্যা ভিত্তিক যাকাত ধার্য হবে। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে যে কোন পশুসম্পদ প্রতিপালন করা হলে সেগুলোকে ব্যবসায়িক পণ্য বলে গণ্য করা হবে এবং এদের উপর যাকাত সংখ্যার ভিত্তিতে নয়, মূল্যের ভিত্তিতে ধার্য হবে। ব্যবসার উদ্দেশ্যে খামারে পালিত মৎস্য, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল ইত্যাদি এবং খামারে উৎপাদিত দুধ, ডিম, ফুটানো বাচ্চা, মাছের রেণু, পোনা, ইত্যাদি ব্যবসার সম্পদ হিসাবে যাকাত প্রদান করতে হবে। প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সাঃ) পানিতে বাস করা অবস্থায় মাছ ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। মাছ যখন বিক্রির জন্য ধরা হবে তখনই এর যাকাত পরিশোধ করতে হবে।

km¨ I d‡ji hvKvZ (Dki)

শস্য ও ফলমূলের যাকাতকে “উশর” বলে। জমি থেকে উৎপন্ন সকল প্রকার শস্য, শাকসব্জি, তরি-তরকারি ও ফলের উপর যাকাত প্রযোজ্য। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা হলে বনজ বৃক্ষ, ঘাস, নলখাগড়া, ঔষধি বৃক্ষ, চা বাগান, রাবার চাষ, তূলা, আগর, ফুল, অর্কিড, বীজ, চারা কলম ইত্যাদি যাকাতের আওতাভুক্ত হবে। ফসল আসার সাথে সাথে উশর পরিশোধ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই। বৎসরে একাধিকবার ফসল আসলে একাধিকবার উশর পরিশোধ করতে হবে। অনেক ধরনের ফল,

ফসল ও শাকসব্জি একই সাথে কাটা বা উত্তোলন করা যায় না। যেমন- মরিচ, বেগুন, পেঁপে, লেবু, কাঁঠাল ইত্যাদির পরিপক্কতা বুঝে কিছু কিছু করে কয়েকদিন পর পর পুরো কৃষি মৌসুমে বার বার উত্তোলন করা হয়। ফসলের মালিক যদি ফসলের আনুমানিক পরিমাণ নিরূপণ করতে সমর্থ হন এবং তা যদি নিসাব পরিমাণ হয় তবে প্রথম থেকেই প্রতি উত্তোলনের সাথে সাথে উশর (যাকাত) পরিশোধ করবেন। যদি মালিকের পক্ষে ফল-ফসলের পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব না হয়, তবে তিনি প্রথম উত্তোলন থেকে ফসলের হিসাব রাখবেন এবং যখনি মোট উত্তোলিত ফসলের পরিমাণ নিসাব পরিমাণে পৌঁছবে তখনি ঐ দিন পর্যন্ত মোট উত্তোলিত ফসলের যাকাত পরিশোধ করবেন এবং তৎপরবর্তী প্রতি উত্তোলনের সাথে সাথে যাকাত পরিশোধ করবেন। জ্বালানি কাঠ, আসবাবপত্র ও গৃহনির্মাণে ব্যবহার উপযোগী বৃক্ষের ক্ষেত্রে, এরূপ বৃক্ষ যখন কাটা হবে তখন এগুলোর উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে, তা যত দীর্ঘ সময় পর কাটা হউক না কেন।

যে জমিতে সেচ প্রয়োজন হয় না, প্রাকৃতিকভাবে সিক্ত হয়, তার ফসলের যাকাত হবে দশ ভাগের একভাগ (১০%), আর যে জমিতে সেচের প্রয়োজন হয়, তার ফসলের যাকাত হবে বিশ ভাগের একভাগ (২০%)।

ফসল উৎপাদনের ব্যয় যেমন- চাষ, সার, কীটনাশক, বপন ও কর্তন ইত্যাদি খরচ উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ থেকে বাদ যাবে, তবে এ সব খরচ মোট উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশের বেশী বাদ যাবে না। ফসলের নিসাব পরিমাণ ৫ ওয়াস্ক বা ৬৫৩ কিলোগ্রাম। অনেক কৃষি ফসল আছে যা মাপ বা ওজন করা হয় না। যেমন বিভিন্ন ধরনের ফল, ফসল, শাকসব্জি, ফুল, অর্কিড, চারা, বৃক্ষ ইত্যাদি। এগুলোর নিসাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেশের সাধারণ ফসল চাল বা গমের ৬৫৩ কেজির মূল্য (স্থায়ী বাজারে গড় মূল্য) নিসাব হিসাবে গণ্য করা যাবে।

hvKvZj wdZi (wdZiv)

ঈদুল ফিতরের দিন সূর্যোদয়ের পূর্বে যার নিকট যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে তার উপর ফিতরা ওয়াজিব। পূর্ণ বৎসর নিসাব পরিমাণ অর্থ-সম্পদের মালিক থাকার দরকার নাই। যাকাতের ক্ষেত্রে ঘরের আসবাবপত্র হিসাব হয় না। কিন্তু ফিতরার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় আসবাবপত্র ব্যতিত অন্যান্য সৌখিন দ্রব্যাদি, অতিরিক্ত ঘর (খালি বা ভাড়ায় ব্যবহৃত) ইত্যাদি সম্পদ গণ্য হবে। ফিতরা নিজের পক্ষ থেকে এবং পিতা হলে নিজের নাবালেগ সন্তানদের পক্ষ থেকে দেয়া ওয়াজিব। আর পরিবারে ভরণ-পোষণে নির্ভরশীল বালেগ সন্তান, স্ত্রী ও মাতা-পিতা, চাকর-চাকরানীর ফিতরা দেওয়া গৃহকর্তার দায়িত্ব। রোযাদার ব্যক্তির চিত্তের পরিশোধনের অন্যতম উপায় হিসাবে তার উপর যাকাতুল ফিতর ধার্য করা হয়। এজন্য শেষ রমযানের দিন সূর্যাস্তের পরই যাকাতুল ফিতর প্রদেয় হয়। সুন্নাহ অনুযায়ী ঈদের নামাযের পূর্বেই যাকাতুল ফিতর প্রদান করা উচিত। ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহর রাসূল (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, স্বাধীন কিংবা দাস, যুবা কিংবা বৃদ্ধ, স্ত্রী কিংবা পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে এক 'সা' পরিমাণ খেজুর বা যব (বার্লি) যাকাতুল ফিতর বাবদ অবশ্যই প্রদান করতে হবে।" যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ হলো এক 'সা' চাল অথবা সমপরিমাণ খাদ্যদ্রব্য যেমন গম, খেজুর, দানাদার শস্য, ভূট্টা, ময়দা, গুড়া দুধ, পনির বা মাংস (অথবা উহার সমমূল্যের বর্তমান বাজার দর হিসাবে নগদ অর্থ)। উল্লেখ্য, 'সা' হচ্ছে পরিমাপের একক (পাত্র বা ভাণ্ড) যা মোটামুটি ২.৫০ কেজি চালের সমান। মনে রাখতে হবে যে, ঘনত্ব ও ওজনের তারতম্য হেতু অন্যান্য শস্যদানার ওজনে এর কিছুটা কম-বেশি হতে পারে। আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য চালের ভিত্তিতেই ফিতরা নির্ধারণ করা উচিত। যাদেরকে যাকাত দেয়া বৈধ, তাদেরকে ফিতরা প্রদান করা যাবে।

hvKvZ c`v‡bi LvZ

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যাকাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্থ ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরের জন্য।" (সূরা তওবা, আয়াত ৬০)

অসহায় এতিম, গরীব, মিসকীন, আশ্রয়হীন, গরীব বাস্তুহারা, দরিদ্র শিক্ষার্থী প্রভৃতি দুঃখী জনগোষ্ঠী যাকাতের প্রকৃত হকদার। ইহাদের মধ্যে গরীব আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশি অধিক হকদার। কর্মঠ গরীবদেরকে আত্ম-কর্মসংস্থানে সহায়তা করে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায়। দ্বীনের প্রসারে ও দ্বীনী শিক্ষার বিস্তারে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায়। যথার্থ কারণে ঋণগ্রস্থ এবং ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়লে তাদের ঋণ মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা যায়। সফরকারী যদি আর্থিক অসুবিধায় পতিত হয়, তবে তাকে যাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা যায়, যদিও তার বাড়ির অবস্থা ভালো হয়। নও মুসলিমকে পুনর্বাসনের জন্য যাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা যায়। যাকাত এমন লোককেই দিতে হবে যারা যাকাত নিতে পারে।

hv‡`i hvKvZ †`qv hv‡ebv

ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত খাওয়া বা ধনী ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া জায়েজ নয়। আপন দরিদ্র পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী তথা উর্ধ্বস্থ সকল নারী-পুরুষ, অনুরূপ পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনী ও অধস্তন সকল নারী-পুরুষ এবং স্বামী স্ত্রীকে যাকাত প্রদান করা জায়েয নাই। যাকাত বহির্ভূত সম্পদের দ্বারা তাদের ভরণ-পোষণ করা ওয়াজিব। অনরূপ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রকৃত বংশধরদের সম্মান ও মর্যাদার কারণে যাকাতের অর্থ দ্বারা সাহায্য করা জায়েয নয়। একমাত্র দানের অর্থ দ্বারাই তাদের খেদমত করা জরুরী। মসজিদ, মাদ্‌রাসা, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি নির্মাণের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা নিষেধ। সাধারণ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করাও জায়েজ নয়। তবে আশ্রয়কেন্দ্রে দুরবস্থা সম্পন্ন আশ্রয়প্রার্থীকে ব্যক্তিমালিকানাধীন ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে দেয়া জায়েয। মনে রাখতে হবে যাকাত পরিশোধ হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেয়া শর্ত। সুতরাং যাকাতের অর্থে মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করাও জায়েয নয়। যাকাত দেয়া যেমন শরীয়তের বিধান, অনুরূপ যাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকেই যাকাত দেয়া শরীয়তের বিধান। সঠিক পাত্রে যাকাত প্রদান না করলে যাকাত পরিশোধ হবে না।

hvKvZ wnmve Kivi c×wZ

নিসাব পরিমাণ অর্থ সম্পদের মালিক প্রত্যেক মুসলমানকে বছরান্তে যাকাত প্রদান করতে হবে। সম্পদের প্রকৃতি ও ধরণ অনুযায়ী যাকাতের হার ভিন্ন ভিন্ন হবে-

ক. স্বর্ণ, রৌপ্য, নগদ অর্থ, ব্যবসায়িক মালামাল, আয়, লভ্যাংশ, কাজের মাধ্যমে উপার্জন, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির উপর যাকাত ২.৫% হারে হিসাব করতে হবে।

খ. ফল ও ফসল উৎপাদনে যান্ত্রিক সেচ সুবিধা গ্রহণ করলে ৫% হারে যাকাত হিসাব করতে হবে।

গ. ফল ও ফসল উৎপাদনে জমি প্রাকৃতিকভাবে সিক্ত হলে ১০% হারে যাকাত হিসাব করতে হবে।

স্বর্ণ বা রূপার নিসাবের ভিত্তিতে প্রতি চান্দ্র বছরে (৩৫৪ দিন) নিজের পূর্ণ মালের যাকাত হিসাব করে প্রথমে সম্পদ থেকে যাকাতের অংশ পূর্ণ মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা আড়াই ভাগ বা ২.৫% পৃথক করে নিতে হবে। আর যদি হিসাবপত্র সৌর বছর অর্থাৎ ৩৬৫ দিনের (যেমন ৩০ চৈত্র, ৩০ জুন বা ৩১ ডিসেম্বর) ভিত্তিতে হয় তাহলে যাকাত ধার্য্য হবে ২.৫৭৭% হারে। স্বর্ণের বাজারদর প্রতি গ্রামে ২,০০০ টাকা হলে ৮৫ গ্রামের মূল্য ১,৭০,০০০ টাকা যার উপর যাকাত হবে ২.৫% হারে = ৪,২৫০ টাকা। আর রূপার বাজার দর প্রতি গ্রাম ৫০ টাকা হলে ৫৯৫ গ্রামের মূল্য ২৯,৭৫০ টাকা যার উপর যাকাত হবে ২.৫% হারে = ৭৪৩.৭৫ টাকা। যাকাত হিসাব করার সময় এসব স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিক্রয় মূল্যের (অর্থাৎ যাকাত হিসাব করার সময় বিক্রয় করতে চাইলে যে মূল্য পাওয়া যাবে) ভিত্তিতে যাকাত হিসাব করতে হবে।

যাকাতের অংশ পৃথক করার সময় বা প্রদান করার সময় অবশ্যই নিয়ত করতে হবে। নচেৎ যাকাত পরিশোধ হবে না। যৌথ মালিকানার মালের যাকাত ব্যক্তিগতভাবে নিজের অন্যান্য মালের সাথে দেয়া যায় আবার সম্মিলিতভাবেও শুধু যৌথ মালিকানার মাল থেকে যাকাত পরিশোধ করা যায়। যাকাত নগদ অর্থে প্রদান করা উচিত। গরীবের কাছে নগদ অর্থই অধিকতর কল্যাণকর। কারণ নগদ অর্থের দ্বারা যে কোন প্রয়োজন মিটানো

যায়। যাকাত কোন প্রকার দয়া বা অনুগ্রহ নয়। সর্বপ্রকার লৌকিকতা, যশ-খ্যাতি ও পার্থিব স্বার্থের উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান করতে হবে।

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎ কাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত প্রদান করেছে, তাদের জন্য পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (সূর বাক্বারা, আয়াত- ২৭৭)

hvKvZ wnmv‡ei dig

নাম--- যাকাত বছর------------ হিজরি

ক) ব্যক্তিগত সম্পদ	
স্বর্ণ, রূপা ও স্বর্ণ-রূপার অলংকারাদি	=
শেয়ারে বিনিয়োগ	=
সিকিউরিটিতে বিনিয়োগঃ ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার, বন্ড, সঞ্চয়পত্র, টেজারি বন্ড ইত্যাদি	=
বীমা, ডিপিএস, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি	=
স্থায়ী সম্পত্তির উপর নিট আয়	=
(গৃহ, দোকান, দালানকোঠা, জমি, যন্ত্রপাতি, গাড়ি, যানবাহন ইত্যাদি ভাড়া বাবদ নিট আয়)	
বৈদেশিক মুদ্রাঃ নগদ ও ব্যাংকে জমা, বন্ড, টিসি ইত্যাদি (বিনিময় হারে= টাকা)	=
ব্যাংকে জমাঃ ফিক্সড, সঞ্চয়ী, চলতি, বিশেষ জমা, পোস্টাল সেভিংস, ইত্যাদি	=
ঋণ/পাওনা আদায়	=
অন্যান্য	=
হাতে নগদ	=
মোট	=
বাদঃ	
বাদযোগ্য ঋণ, বকেয়া কিস্তি, অন্যান্য বাদযোগ্য দেনা	=
যাকাতযোগ্য সম্পদ	
খ) ব্যবসায়িক সম্পদ	
বিক্রির জন্য দোকানে, গুদামে ও বিক্রয় প্রতিনিধির (এজেন্ট) কাছে রাখা পণ্যদ্রব্য	=
পরিবহন ও ট্রানজিট পণ্য	=
উৎপাদিত (তৈরি) পণ্য	=
উৎপাদন প্রক্রিয়াধীন বা অসম্পূর্ণ পণ্য	=
মজুত কাঁচামাল ও প্যাকিং সামগ্রী	=
বাকী বিক্রির পাওনা	=
পাওনা আয়, বিল ও অন্যান্য পাওনা হিসাব	=
ব্যাংকে জমা	=
অন্যান্য	=
হাতে নগদ	=
মোট	=
বাদঃ	
বাদযোগ্য ঋণ, বকেয়া কিস্তি, পাওনাদার, প্রদেয় বিল ও অন্যান্য বাদযোগ্য দেনা	=
hvKvZ‡hvM¨ m¤ú`	=
me‡gvU hvKvZ‡hvM¨ m¤ú` (K+L)	=
hvK‡Zi cwigvY 2.50%	=

এই ফরমে সকল যাকাতযোগ্য সম্পদের উল্লেখ নাই। ঋণের ব্যাপারে যাকাত ও ঋণের নিয়মাবলি জেনে নিন।

বিস্তারিত জানতে স্থানীয় ইমাম অথবা বিজ্ঞ আলেমের সাথে যোগাযোগ করুন অথবা যাকাত নির্দেশিকা বইটি পড়ুন (আল-হেলাল পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ফোনঃ ০১৭১১১১৫৪৪৮

hvKvZ cwi‡kva bv Kivi cwiYvg

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পূঞ্জীভূত করে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে উহা উত্তপ্ত করা হবে এবং উহা দ্বারা তাদের ললাটে, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। সেদিন বলা হবে, ইহাই উহা যাহা তোমরা নিজেদের জন্য পূঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যাহা পূঞ্জীভূত করেছিলে তাহা আস্বাদন কর" (সূরা তওবা, আয়াত ৩৪-৩৫)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন, "কোন ব্যক্তি যদি তার ধনসম্পদের যাকাত না দেয় তবে ঐ সম্পদ কিয়ামতের দিন অজগর সাপের আকার ধারণ করে তার গলদেশ বেষ্টন করবে।" রাসূল (সাঃ) তারপর তেলাওয়াত করলেন, "আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যাহা তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহাতে যাহারা কৃপণতা করে তাহাদের জন্য উহা মঙ্গল, ইহা যেন তাহারা কিছুতেই মনে না করে। না, ইহা তাহাদের জন্য অমঙ্গল। যাহাতে তাহারা কৃপণতা করিবে কিয়ামতের দিন উহাই তাহাদের গলায় বেড়ি হইবে।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮০) নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, "সুদখোর, সুদদাতা উহার সাক্ষী ও লেখক, উল্কি অংকনকারিণী এবং যে নারী উল্কি অংকন করায়, অভিশপ্ত ঐ ব্যক্তি যে যাকাত দিতে অস্বীকার করে, হিল্লাকারীও যার জন্য হিল্লা করানো হয়, এদের সকলের উপর আল্লাহর অভিশাপ বা লা'নত"। (আহমাদ ও নাসায়ী)

mvgwRK Kj¨v‡Y hvKvZ

ইসলামের ৫টি স্তম্ভের মধ্যে যাকাত অর্থনৈতিক স্তম্ভ। ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা সমাজের দারিদ্র ও দুঃখ-কষ্ট দূর করা ও মানবতার কল্যাণ সাধন করা। ধনীদের সম্পদে গরীব ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে। সঠিক হিসাব করে নিয়মিত যাকাত প্রদান করার ফলে ধনীর সম্পদের উপর গরীবের হক পরিশোধ হয়। ফলে সম্পদ পরিশুদ্ধ ও হিফাযত হয়, যাকাতদাতার মনকে লোভ থেকে পবিত্র করে এবং দান ও ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত হতে সাহায্য করে। যাকাত প্রদানকারীর জন্য রয়েছে মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে অগণিত পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ। যাকাতের উপকারভোগী সমাজের দুঃখী-দরিদ্র জনগোষ্ঠী। যাকাতের অর্থে সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভাব পূরণে সহায়তা করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস পায় এবং সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতির গুণাবলী বৃদ্ধি পায়।

`vb-LqivZ

সম্পদ উপার্জনের লক্ষ্য দুনিয়ার ও আখিরাতের শান্তি লাভ করা। উপার্জনকারী নিজের প্রয়োজন পূরণের পর তার নিকট যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকে, তা সমাজের অসহায় মানুষের কল্যাণে ব্যয় করার বিধান রয়েছে। তাই যাকাত ছাড়াও সম্পদ হতে স্বীয় আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, এতিম, মিসকিন ও সাহায্য প্রার্থীদের এবং আল্লাহর রাস্তায় দান করতে হয়। আল্লাহ তায়ালা দানকে বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধ করেন। "যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের খরচের দৃষ্টান্ত এই, যেমন একটি বীজ বপন করা হল এবং তা হতে সাতটি ছড়া বের হল আর প্রত্যেকটি ছড়ায় একশটি দানা হয়েছে। আল্লাহ যাকে চান তার কাজে এভাবেই প্রাচুর্য দান করেন। তিনি উদারহস্ত বটে, সবকিছু জানেন।" (সূরা বাক্বারা, আয়াত- ২৬১)।

"আল্লাহ তোমাকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তার মাধ্যমে তুমি পরকালের ঘর তৈরিতে সচেষ্ট থাক। পৃথিবীতে তোমার অংশ গ্রহণ করতে ভুল কর না। তুমি অন্য মানুষের কল্যাণ কর, যেমনি আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ দান করেছেন"। (সূরা কাসাস, আয়াত- ৭৭)

gmwR` KvDwÝ‡ji Kvh©µg mgn

১. এলমে দ্বীন শিক্ষা ও দাওয়া প্রকল্প, ২. ইমাম প্রশিক্ষণ প্রকল্প, ৩. মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা প্রকল্প, ৪. আইডিয়েল ভিলেজ প্রজেক্ট, ৫. চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম, ৬. ভিলেজ পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট, ৭. ফ্রি ফ্রাইডে ক্লিনিক, ৮. সহিহ্ কুরআন শিক্ষা প্রকল্প, ৯. ইসলামী গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প, ১০. স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন প্রকল্প, ১১, সুদমুক্ত আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচী, ১২. নারী ও শিশু অধিকার বাস্তবায়ন প্রকল্প, ১৩. মাদক বিরোধী প্রচারণা ও এইচআইভি এবং এইডস্ সংক্রান্ত সচেতনতা প্রকল্প, ১৪. আন্ত-ধর্মীয় সহযোগিতা উন্নয়ন প্রকল্প, ১৫. সন্ত্রাস বিরোধী প্রচারণা ইত্যাদি ।

gmwR` KvDwÝ‡ji Av‡e`b

মসজিদ কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী এ সমস্যার দ্রুত সমাধান করবে ইনশাআল্লাহ । প্রতিটি মসজিদের ইমাম এবং মুসল্লিরা সম্মিলিতভাবে সংশ্লিষ্ট মহল্লার সংস্কার এবং সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন । যাকাত, উশর, ছাদাকাহ, এমনকি মুষ্টি চাউল এ সব কাজে আয়ের উৎস হতে পারে । প্রতিটি মসজিদ কেবলমাত্র তার এলাকার দায়িত্ব নিলেই সারা বাংলাদেশ সমৃদ্ধি লাভ করবে ইনশাআল্লাহ । এজন্য প্রয়োজন আপনাদের পরামর্শ এবং কার্যকর সহযোগিতা ।
যাকাত সংক্রান্ত যে কোন জিজ্ঞাসা বা ব্যাখ্যা অথবা মসজিদ কাউন্সিলের প্রকল্প সমূহে সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন ।

মসজিদ কাউন্সিল ফর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট (মক্কা)
বাড়ী-৬, (৩-৪ তলা), রোড-৩৩, সেক্টর- ৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০,বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৯৫৪৩০৫, ০১৭১১-৫৯৩১৩৯, ফ্যাক্সঃ ৮৯২২০০৮
ই-মেইলঃ info@masjidcouncilbd.org Website:www. zakatguide.org
A/C No. MSA-10262, Islami Bank (BD) Ltd. Uttara Br. Dhaka

†mŠR‡b¨: gmwR` dvD‡Ûkb

Pqb

ivm‡ji (mv:) h‡M bvix ¯vaxbZv

gj: Ave`j nvjxg Ave ïKKvn

Abev`: gIjvbv Ave`j gb‡qg

Aa¨vcK Avej Kvjvg cvUIqvix

gIjvbv gbvIqvi †nvmvBb

\ mvZ\

†jL‡Ki fwgKv

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই এবং নিজেদের ভুল-ত্রুটির জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমাদের নিজেদের ভেতরের অনিষ্ট প্রবণতা এবং অসৎ কর্মকাণ্ড থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ দেখান তাকে বিপথগামী করার ক্ষমতা কারোর নেই এবং আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন কারোর ক্ষমতা নেই তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করার। এই সঙ্গে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমরা এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো এভং তোমরা প্রকৃত মুসলিম তথা আত্নসমর্পণকারী না হয়ে মরোনা।"

"হে মানব সন্তান! তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং যিনি তা থেকে তার সংগিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী চড়িয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় করো যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাচাই করো, এবং সতর্ক থাকো আত্নীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের কাজকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই সাফল্য অর্জন করবে।"

তারপর এটি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ে ক্ষুদ্র ও দুর্বল ব্যক্তির একটি প্রচেষ্টা। এ জন্য পূর্বাপর আল্লাহর সাহায্য কামনা করি। তাঁর উপর নির্ভর ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করার আশা করি।

এ গ্রন্থ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য

দীর্ঘ কয়েক বছর থেকে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম হাদীস গ্রন্থের ভিত্তিতে রসূল (স.)-এর সীরাতের উপর গভীর অধ্যয়ন শুরু করব। এর ফলে রসূল (স.)-এর সীরাতের উপর অধিক নির্ভরশীলতা অর্জন করা যাবে। কেননা সীরাতের বর্ণনাগুলি হাদীসের বর্ণনাসমূহের মতো কার্যকর হয়নি। সীরাতের সনদগুলি হাদীসের আলোকে সঠিকভাবে মূল্যায়িত হয়নি। ফলে দুর্বল থেকে নির্ভুল হাদীস পৃথক করা সম্ভব হয়নি। তাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, রসূল (স.)-এর কথা ও কাজ এবং সুন্নাতের অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তাঁর অনুমোদনগুলি, যেগুলি মুসলমানরা তাদের জীবনে বাস্তবায়ন করছিল, এসবের আলোকে মুসলমানদের জন্য এমন ধরনের পুর্ণাঙ্গ নির্ভরযোগ্য সীরাতের কিতাব রচনা করা যার মাধ্যমে তারা রসূল (স.)-এর পদাংক ও তাঁর সীরাত নিসন্দেহে

অনুসরণ করতে পারবে। সেগুলির যথার্থতা ও নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে সক্ষম হবে। আমি অবশ্যই এখানে আমার বন্ধু সম্মানিত আলেম ও মুহাদ্দিস শায়খ নাসের উদ্দিন আলবানীর কথা উল্লেখ করব। তিনি হাদীসের কিতাবের মাধ্যমে সীরাত অধ্যয়নের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। দীর্ঘদিন যাবত আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম। আমি ইমাম নববীর শারহে সহীহ মুসলিম অধ্যয়ন শুরু করেছিলাম। কিন্তু হাদীস উপস্থাপন ও শ্রেণী বিন্যাসের সময় বাস্তব জীবনের কাজের সাথে নারীদের সম্পর্ক এবং পুরুষ ও নারীর জীবনের বিভিন্ন কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণ সম্পর্কে কতগুলো হাদীস দেখে বিস্মিত হলাম। বিস্মিত হওয়ার কারণ, এসব হাদীস আমার জ্ঞান ও অনুশীলনের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। অর্থাৎ হাদীসগুলির মূল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে ধারণা ভুল ছিল। ইসলামী দলগুলি এগুলিকে যেভাবে বুঝেছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ করলাম। তারা বিভিন্ন চিন্তাধারায় বিভক্ত ছিল। যেমন আল জাম্‌ঈয়্যাতুশ শার'ঈয়া, ইখওয়ানুল মুসলিমীন, সূফী সংগঠন, সালাফী সংগঠন, হিযবে তাহরীরে ইসলামী। কেবল আশ্চর্য হয়েই আমি ক্ষান্ত হইনি বরং এ সমস্ত হাদীস রসূল (স.)-এর যুগে জীবনের বিভিন্ন বিভাগে বাস্তব কার্যক্রমে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণের সঠিক চিত্র জানার গুরুত্ব সম্পর্কে আমাকে অধিক আগ্রহশীল করে তুলেছিল। ঐ হাদীসগুলি যে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছে সে সম্পর্কে আমি পাঠকবর্গের সামনে কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করব। আশা করি তাঁরাও আমার মতো বিস্ময়াবিষ্ট হবেন। এ হাদীসগুলি আমার মতো তাঁদের মনেও বর্তমান অবস্থায় বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করবে। যেমন,

- মুসলিম মেয়েরা মদীনার মসজিদে এশার ও ফজরের সালাতে উপস্থিত হতেন।
- মুসলিম মেয়েরা জুমার সালাতে উপস্থিত হতেন এবং রসূল (স.) এর নিকট থেকে সূরা কাফ মুখস্থ করতেন।
- মুসলিম মেয়েরা দীর্ঘ সময় রসূল (স.)-এর সাথে সালাতুল কাসুফে উপস্থিত থাকতেন।
- মুসলিম মেয়েরা রমযানের শেষ দশ দিন মদীনার মসজিদে ই'তিকাফ করতেন।
- রসূল (স.)-এর মসজিদে ইতিকাফের সময় তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর যিয়ারতে আসতেন।
- রসূল (স.)-এর মুয়াযাযিন মসজিদে সাধারণ সভার আহ্বান করলে মুসলিম মেয়েরা সে আহ্বানে সাড়া দিতেন।
- মুসলিম মেয়েরা রসূল (স.)-এর কাছে মেয়েদের জন্য বিশেষ পাঠদানের আহ্বান করেন। কারণ পুরুষরা অধিকাংশ সময় মসজিদে অবস্থান করতো।
- মুসলিম মেয়েরা সাধারণ ও বিশেষ ফতোয়া জিজ্ঞেস করার জন্য নিজেরাই রসূল (স.)-এর কাছে যেতেন।
- মুসলিম মেয়েরা পুরুষদেরকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করেছেন।
- মুসলিম মেয়েরা মেহমানদের অভ্যর্থনা জানাতেন। সে অভ্যর্থনা লাভকারীদের মধ্যে রসূল (স.) নিজেও ছিলেন এবং তারা তাদের জন্য খাদ্য পরিবেশন করেছেন।
- মুসলিম মেয়েরা প্রথম হিজরতকারী মেহমানদের জন্য তাদের দ্বার উন্মুক্ত রাখেন।
- মুসলিম নারী তার স্বামীর সাথে বসতেন এবং উভয়েই রাতের খাওয়ায় মেহমানের সাথে অংশগ্রহণ করতেন।
- মুসলিম নারী বিয়ের ওলীমাতে পুরুষ মেহমানদের খেদমত করতেন এবং রসূল (স.)-কে উত্তম পানীয় পরিবেশন করতেন।
- মুসলিম নারী যুদ্ধে রসূল (স.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করতেন। তারপর তৃষ্ণার্তকে পানি পান করাতেন, আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন এবং আহত ও নিহতদের মদীনায় নিয়ে আসতেন।
- মুসলিম নারী রসূল (স.)-এর নিকট প্রথম নৌযুদ্ধে শহীদ হওয়ার জন্য দোয়া করার প্রার্থনা করেছিলেন। রসূল (স.) তার দোয়া কবুলের জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন করেন।

- মুসলিম নারী রসূল (স.)-এর সাথে ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ করেন। রসূল (স.) খুতবার পর নারীদের জন্য বিশেষ ওয়াযের সময় নির্ধারণ করেন।

- মুসলিম কিশোরী উঠতি যুবতীদেরকে রসূল (স.) ঈদের নামাযে বের হওয়ার এবং কল্যাণ ও মুমিনদের সমাবেশে অংশগ্রহণ করার আদেশ দিতেন।

- হায়েয অবস্থায় মুসলিম নারীকে ঈদের দিন ঈদগাহে বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। সে লোকদের পিছনে দাঁড়াবে। তাদের তাকবীরের সাথে তাকবীর দেবে। দোয়ার সাথে দোয়া করবে। তবে নামায পড়বে না।

এভাবে এ বিষয়টি আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমি সীরাত লেখার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে নতুন পরিকল্পনা তৈরি করলাম। আর তা ছিল রসূল (স.)-এর যুগে মুসলিম নারীদের সম্পর্কে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া। রসূল (স.)-এর যুগে নারীরা সুস্পষ্টভাবে স্বাধীনতা ভোগ করেছিল। এখানে যে বিষয়টি আমাকে নতুন পথে চলার প্রেরণা যুগিয়েছিল তা হলো, আমার পূর্ণ সতর্কতাবোধ। এটা আমার আগেও ছিল। তবে এখন আমি দেখছিলাম আল্লাহ প্রদত্ত সত্য-সহজ-সরল ইসলামী জীবন পদ্ধতি মুসলিম নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে তা বর্তমান প্রচলিত ধারণার পরিপন্থী। বিশেষ করে মুসলমানদের যে ইসলামী দল ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে ইসলামী শরীয়তের নিযাম প্রতিষ্ঠায় জীবন উৎসর্গ করেছে তারাও এর বিরোধী। এক্ষেত্রে আমাকে আরো বেশী সতর্কতা অবলম্বনে উদ্যোগী হতে হয়েছে। (চলবে)

mv¶vrKvi

Bmjvg Avgvi Rxeb m¤úY© e`‡j w`‡q‡Q

mv¶vrKv‡i `w¶Y AvwdKvi bI gmwjg jiv wc‡÷wiqvm

দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের নও মুসলিম লরা পিস্টোরিয়াস বলেছেন, ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে আমি সন্তুষ্ট,পরিতৃপ্ত আর ইসলাম আমার জীবন সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। তিনি আরো বলেন, এক সময়ে আমি মাদকাসক্ত ছিলাম এবং এমনকি ঈশ্বররেও বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু আমার এক বন্ধুর সংস্পর্শে এসে আমি ইসলাম সম্পর্কে জানার সুযোগ পাই। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের নিকটবর্তী সমুদ্র সৈকত শহর ক্যাম্পস বে-র একটি ককটেল পাবের একসময়ের ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ছিলেন লরা পিস্টোরিয়াস। হঠাৎ করেই তার জীবনে এলো একটা বিরাট পরিবর্তন। ইসলামের সুমহান সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ককটেল পাবের চাকুরী ছেড়ে দেন এবং কিছুদিন বেকার ছিলেন। পরে ভয়েস অব কেপ নামে একটি কমিউনিটি রেডিও-র প্রশাসনিক সহকারী কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন। এরপর তিনি মরনিং এক্সপ্রেসো নামক অনুষ্ঠানের উপব্যবস্থাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। প্রতি সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে ১২ পর্যন্ত এ অনুষ্ঠান চলে। তিনি এর জনপ্রিয় উপস্থাপকও। ইসলাম গ্রহণের পর লরা ফিলিস্তিনী বংশোদ্ভুত মোহাম্মদ আরাফাতকে বিয়ে করেন। এ বছর জানুয়ারিতে তাদের এক পুত্র সন্তান হয়েছে- তারা শিশুটির নাম রেখেছেন সালাউদ্দিন আরাফাত। মুসলিম বীর সালাহউদ্দিনের নামে নাম রাখার কারণ হচ্ছে তাদের আশা বড় হয়ে সে ফিলিস্তিনের পক্ষে লড়াইয়ে যোগ দেবে।

ইসলাম অনলাইনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে লরা পিস্টোরিয়াস অকপটে ইসলাম গ্রহণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন: আপনার আগের জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর: আমি ছিলাম দক্ষিণ আফ্রিকার একটি সম্ভ্রান্ত ক্যাথলিক খ্রিস্টান পরিবারের সন্তান। সেই সাথে ছিলাম হাই সোসাইটিতে চলাফেরায় অভ্যস্ত। আমার খুব খারাপ ধরনের ড্রাগ হ্যাবিট ছিল আর এটা ছিল হাই সোসাইটিতে চলাফেরার ফল। এমনকি আমি ঈশ্বরকেও বিশ্বাস করতাম না। মাদক আমাকে এতটাই বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। সব সময় পার্টি, অনুষ্ঠান, নাচ-গান নিয়ে থাকতাম। সে উপযোগী পোশাক পরতাম।

প্রশ্ন: আপনার জীবনে পরিবর্তনের সূচনা হলো কিভাবে?

উত্তর: সেটাই তো বলছি। এগুলো করতাম আর নিজেকে খুব সুখী ভাবতাম। তবে আমি ভেতরে ভেতরে একটা কিসের যেন অভাব বোধ করতাম। আমার মনে হতো আমি যা করছি সব কি ঠিক করছি? কোথাও ভুল হচ্ছে না তো? এ প্রশ্ন আমার মনকে আচ্ছন্ন করতো। কখনো কখনো মনে হতো ঈশ্বর বলতে সত্যি কিছু আছে কি? আমি বলতে গেলে নাস্তিকই হয়ে পড়েছিলাম।

প্রশ্ন: তারপর কি হলো?

উত্তর: এক পর্যায়ে আমি আমার এক বন্ধুর সংস্পর্শে এলাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। বলতে গেলে আকস্মিকভাবেই তার সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়। আর তার সংগে সম্পর্কই আমার জীবনকে সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেয়। তার কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরে আমার মনেও পরিবর্তন দেখা দেয়। সে সময় এক রাতে আমি অনেক কান্নাকাটি করি আর স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করি। প্রার্থনার পর আমার জীবনে

একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে যায়। আমি সাড়ে চার বছরের মাদকাসক্ত জীবন পরিত্যাগ করার সংকল্প করি এবং ইসলাম সম্পর্কে আরো জানার চেষ্টা করি।

প্রশ্ন: এর পর কি সেই কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন এলো?

উত্তর: এই সময় পর্যন্ত আমি ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। কিন্তু ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পবিত্র রমজান মাস শুরুর প্রাক্কালে আমার জীবনের সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত এলো এবং কলেমা শাহাদাত পাঠ করে আমি ইসলাম গ্রহণ করি। আলহামদুলিল্লাহ একজন মুসলিম বন্ধুর মাধ্যমেই আমি ইসলাম গ্রহণ করি এবং এরপর আমার জীবন সম্পূর্ণ বদলে যায়।

প্রশ্ন: ইসলাম গ্রহণের পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর: ইসলাম গ্রহণের পরপরই আমি ককটেল পাবের সেই নাচ-গানের অনুষ্ঠান আয়োজনের চাকরি ছেড়ে দেই। ইসলাম সম্পর্কে আরো ব্যাপকভাবে পড়া-শুনা করি। আরেকটি চাকুরীর সংস্থান না হওয়া সত্ত্বেও আমি চাকুরী ছাড়ার নোটিশ দিয়েছিলাম আমার কর্মস্থলে। এটা ছিল একটা কঠিন সিদ্ধান্ত। কিন্তু আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখেই এটা করেছিলাম। এরপর আমি হিজাব পরিধান করি।

প্রশ্ন: আপনার পরিবার বিষয়টিকে কিভাবে নিয়েছেন?

উত্তর: আমার ক্যাথলিক মা-বাবা, বিশেষ করে বাবা আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টিকে সহজভাবেই মেনে নিয়েছিলেন এবং মাঝে মাঝে তিনি আমার কাছে ইসলাম সম্পর্কে জানতেও চাইতেন। ইসলাম গ্রহণের পর আমি যখন ককটেল পাবের কাজটি ছেড়ে দিলাম এবং আগে আগে বাসায় ফেরা শুরু করলাম। এতে আমার বাবা-মা বলতে গেলে খুশিই হলেন। আমার ধারণা একসময় তারাও হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবেন।

প্রশ্ন: পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলুন?

উত্তর: একমাস পর আমি আরেকটি ভালো চাকুরী পেলাম। তবে শর্ত হিসেবে খ্রিষ্টান বসকে বললাম যে, আমাকে নামাজ পড়ার জন্য বিরতি দিলে আমি এ কাজটি করতে পারি। সেই খ্রিষ্টান বস এতে সম্মত হলেন। আমি মনে করি ভালো নিয়তে কোন ভালো কাজ করতে চাইলে আল্লাহ তার ব্যবস্থা অবশ্যই করে দিবেন।

প্রশ্ন: আপনার বর্তমান জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর: আমি কেপটাউনে রেডিও টকশো'র উপস্থাপনার কাজ করছি। পরিবারের ও বন্ধু-বান্ধবদের সংগে আমার একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আর আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম গ্রহণের কারণে আমি একটি নির্বিঘ্ন জীবন যাপন করছি।

প্রশ্ন: আপনার স্বামী ও সন্তান সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর: আমার স্বামী ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত মোহাম্মদ আরাফাত আর পুত্র সালাহউদ্দিন আরাফাতকে নিয়ে আমি গর্বিত। পুত্রের নাম সালাহউদ্দিন এই কারণে রেখেছি সে যেন মুসলিম বীর সালাহউদ্দিনের মতো হয় এবং ফিলিস্তিনে ইসলামের পতাকাবাহী একজন সৈনিক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

□ Abev`: dviRvbv mjZvbv Rev

mg‡qi fvebv

h‡×i ûgwK evo‡Q

gvm` gRg`vi

বিশ্ব পরিস্থিতিতে কয়েকটি ঘটনা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যদিও কোনো ঘটনাই নতুন কোনো আশাবাদের জন্ম দেয় না। তারপরও বলা চলে, অনেক গুণগত পরিবর্তনের পথ ধরে বিশ্ব নতুন কোনো মেরুকরণ, নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা ও সভ্যতার দিকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোচ্ছে। আফগান যুদ্ধে মার্কিন রণকৌশল ফাঁস হওয়ার পর বিব্রত যুক্তরাষ্ট্র। মিথ্যাচার এবং অবৈধ আগ্রাসনের ওপর ভর করে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালিয়েছে। সেই তথ্য এখন ফাঁস হয়ে গেছে। 'উইকিলিকস' ওয়েবসাইটের বরাতে অনেক নতুন তথ্য বিশ্ববাসীর সামনে মার্কিন নেতৃত্বের নৈতিক স্খলনকে নতুন করে অত্যন্ত উৎকট ও উলঙ্গভাবে তুলে ধরেছে। মার্কিন নেতৃত্বের ভেতর শুধু অনৈতিক যুদ্ধবাদী নীতিই বাসা বাঁধেনি, ন্যূনতম মানবিক মূল্যবোধের ঘাটতিও দৃশ্যমান। প্রযুক্তিগত অনুপ্রবেশ হয়তো রণকৌশল কিন্তু মিথ্যাচার ও বিশ্বাসীকে ধোঁকা দিয়ে তারা ইরাক-আফগানিস্তানে যা করেছে তা রীতিমতো বিস্ময়কর। এখন বোঝা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ববাসীর সাথে শুধু প্রতারণাই করে না, দ্বৈতসত্তা বা ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের এক অচেনা দৈত্যরূপেই আবির্ভূত হয়। যারা মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে, মানবাধিকারের গল্প শোনায়, মিথ্যানির্ভর এক নতুন মূল্যবোধের মায়াবি পর্দা ঝুলিয়ে বিশ্ব বিবেকের সাথে প্রতারণা করে। এ প্রতারণার সহযোদ্ধা ও দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক শিখণ্ডি এখন ভারত। তাই কাশ্মীর ইস্যুতে পাক-ভারত আলোচনাও মধ্যপ্রাচ্য শান্তি উদ্যোগের মতোই ভেঙে দেয়া হলো।

ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর এখন দ্রোহের আগুনে টগবগ করে ফুটছে। উপত্যকাজুড়ে স্বাধীনতার আওয়াজ আবার গিরিকন্দরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। অগ্নিগর্ভ কাশ্মীরবাসীর দাবি একটাই- 'ভারতের নিয়ন্ত্রণে নয়, স্বাধীনতা চাই।' এ স্বাধীনতার লড়াই চলছে বাষট্টি বছর ধরে। এ যেনো মুক্তিকামী মানুষের চিরায়ত লড়াই। অবিরাম সংগ্রাম। হাজার শহীদ এবং মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠনের স্মৃতি এখন কোনো কাশ্মীরবাসীকে শোকে কাতর করে না। বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা স্বাধীনতা পাগল তারুণ্যকে সাহসের সাথে উচ্চারণের সাহস যোগায়- হয় স্বাধীনতা, নয়তো শাহাদাত। এভাবে শাহাদাতের তালিকায় যোগ হচ্ছে অসংখ্য যুবক-যুবতী, নারী-কিশোর-বৃদ্ধ। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে লাশের মিছিল। মৌলভী ফারুক, আসানউল্লাহ, মকবুল বাট, আছিয়া আদ্রাবির রক্তাত পথ মাড়িয়ে কাশ্মীরের স্বাধীনতা আর কত দিন অধরা থাকবে- এ জিজ্ঞাসা বিশ্ব বিবেকের, স্বাধীনতাকামী সব মানুষের।

ভারতের গণতন্ত্র চর্চার স্বরূপ বীভৎসরূপে ধরা পড়ে কাশ্মীরে। মাওবাদী দমনের হিংস্র হায়েনার মতো আচরণের মধ্যদিয়ে। সেভেন সিস্টারে সেই রূপ যেনো আর্তনাদ করে ঘুরে ফেরে বেড়ায়। যে কাশ্মীর উপত্যকার শতভাগ শিশু জন্ম নেয় স্বাধীনতা স্বপ্ন এবং আকুতি নিয়ে, সেই জনপদের ওপর একটি প্রলম্বিত যুদ্ধ চাপিয়ে একটি ছদ্মবেশী গণতান্ত্রিক দেশ শুধু বিকারগ্রস্ততারই পরিচয় দিতে পারে। স্বাধীনতাকামী সেই জাতিকে দাবিয়ে রাখতে পারে না। যে জাতির সন্তানরা জন্ম নিয়েই প্রতিরোধ যুদ্ধের ছবক নেয়, সেই জাতিকে ধ্বংস করার পরও তাদের হাড়গোড় স্বাধীনতার কথাই বলতে শুরু করে। ছোপ ছোপ রক্তভেজা মাটি থেকেই জন্ম নেয় নতুন মুক্তিযোদ্ধা।

তাই পুরো কাশ্মীর উপত্যকায় ভারতের সমস্ত সেনা ছাউনি দিয়ে ঘিরে ফেললেও কাশ্মীর সমস্যার সমাধান স্বাধীনতার সফল পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়েই হতে হবে। ভারত ইউনিয়নের নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে কাশ্মীর স্বাধীন হবেই। পৃথিবীর কোনো মুক্তিকামী জাতিই স্বাধীনতার পথে বিফল হয়নি। কারো লড়াইয়ের পথ হয় সংক্ষিপ্ত, কারো হয় দীর্ঘ। কিন্তু রক্তের মূল্যে কেনা স্বাধীনতা ধরা না দিয়ে যায় না।

ইরাক পরিস্থিতিও যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নতুন এক বিব্রতকর পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকদলের নেতা আবার বলেছেন, ইরাক যুদ্ধ ভুল তথ্যের ওপর একটি অনৈতিক যুদ্ধ। আফগানিস্তান ও ইরাকের ওপর আগ্রাসন ও যুদ্ধ চাপানোর নৈতিক অবস্থান আবারো প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র চাচ্ছে বিশ্ব বিবেককে আরো একটি প্রতারণার জালে জড়িয়ে দিয়ে দৃষ্টি ফেরাতে। ইরান আক্রমণের চিন্তা, লেবাননে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়া, ফিলিস্তিনকে অশান্ত করে দিয়ে গাজা অবরোধের কূটনৈতিক চাতুর্য প্রদর্শন তারই অংশ। সম্প্রতি ইসরাইলের সাথে লোক দেখানো মতদ্বৈততার নাটকে একই ঢিলে অনেক শিকার ধরার ফন্দি আঁটছে যুক্তরাষ্ট্র। অবশ্য ওবামা প্রশাসন নতুন করে ইরাক থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের কথা বলছে। এটি ভঙ্গ করা হাজারো প্রতিশ্রুতির একটি মাত্র। এ ধরনের বক্তব্য কতটা প্রতারণা, কতটা বাস্তব সে প্রশ্ন উঠবেই। তারা আফগানিস্তানে গণতন্ত্র খুঁজতে যায়নি, গেছে আল-কায়েদা খুঁজতে– এ ধরনের বক্তব্যও যুক্তরাষ্ট্রের মিথ্যাচারের নতুন নতুন উপমা হয়ে বিশ্ববাসীকে চকিত চমকে ভাবতে বাধ্য করছে।

পাকিস্তান এখন সিআইএ'র অভয়ারণ্য। যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টির যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রজনন কেন্দ্র। ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সাথে একজন সংসদ সদস্যের হত্যাকাণ্ড উত্তপ্ত করাচি পাকিস্তানকে আবার বেকায়দায় ফেলেছে। ভারত সফরে আসা যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য পাকিস্তান অস্বস্তিবোধ করলেও কোনো প্রতিকার পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ বর্তমান পাকিস্তান সরকার নিজেই নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন করার মতো বিশ্ব রাজনীতির শিকার হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পাকিস্তানের জনগণ নয়, সরকার যেন বিড়ালের সামনে ইঁদুর। উপমহাদেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে যেমন ব্যবহার করে, তেমনি পাকিস্তানকেও ব্যবহার করে। পাকিস্তানকে তটস্থ রাখার জন্য মাঝে মধ্যে ভারতকে উসকে দেয়। আবার আফগাননীতি নিয়ে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। কথা আছে- 'যুক্তরাষ্ট্র কারো বন্ধু হলে তার আর শত্রুর প্রয়োজন নেই।' সেই মূল্যায়নে পাকিস্তান অকৃতজ্ঞ বন্ধুর সন্ত্রাসময় রাজনীতির দুর্বল পার্টনার। অপরদিকে ভারত সবল ও ত্রিশূল মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ কূটনৈতিক পার্টনার। এই কূট রাজনীতির প্রভাব পড়ে পাকিস্তানের চীন পলিসির ওপর। সাথে জড়িয়ে যায় নেপাল ও শ্রীলঙ্কা। তাই পুরো সার্ক জোনে যুক্তরাষ্ট্র আলাদা একটি দাবার ছক সাজিয়ে খেলতে চায়। এ খেলায় জড়িয়ে যায় মিয়ানমারও। ফলে বাংলাদেশের পূর্ব দুয়ারি কূটনীতিও ভূকৌশলগত রাজনীতির আঁটালো কর্দমায় জড়িয়ে পড়ে।

অপরদিকে ভারতের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সখ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিকে যুক্তরাষ্ট্রের মেরুবদ্ধ প্রভাব বলয়ের বাইরে যেতে দেয় না। সন্ত্রাস বিরোধী অবিরাম যুদ্ধ, মৌলবাদ খেদাও আন্দোলন, জঙ্গীবাদের ধুম্রজাল সৃষ্টি তারই অংশ। এ রাজনীতিই বিশ্বরাজনীতির সাথে জড়িয়ে যায়। এ কারণেই বাংলাদেশের রাজনীতি স্থিতি পায় না। পাকিস্তানে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় না। কাশ্মীরের কান্না থামে না। থামে না মধ্যপ্রাচ্যের অসম রাজনীতির খেলা। ইসরাইলের প্রতাপ ও প্রভাব ধৃষ্টতার সীমা অতিক্রম করে যায় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য পলিসির কারণে। আরবদের সামনে ইসরাইলি জুজু যত দিন দেখানো সম্ভব হবে, তত দিন মধ্যপ্রাচ্য শান্তি মিশন মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে। গাজা অবরোধের জন্য যুক্তরাষ্ট্র মায়াকান্না কাঁদবে, বাস্তবে অবরুদ্ধ থাকবো পুরো আরবজাহান। তাছাড়া ইরাকের ওপর প্রতিশোধ নিতে যুক্তরাষ্ট্র মরণঘাতী অস্ত্রের কৈফিয়ত খাড়া করেছিল। কুয়েত দখলের হঠকারিতাকে তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে দেখিয়েছিল। সেই সব মিথ্যাচারের কারণেই ইরাক সার্বভৌমত্ব হারিয়ে আজ পোড়ামাটিতে রূপান্তরিত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিকে অনুকূলে রাখতে যুক্তরাষ্ট্রকে লেবাননে কিংবা ইরানে হস্তক্ষেপ করতে হবে। ইরানে হস্তক্ষেপ করার জন্য অজুহাত হিসেবে পরমাণু অস্ত্রের বাহানা আগে থেকে তৈরি করা আছে। লেবাননে হামলার জন্য ইসরাইলকে ব্যবহার করা হবে। ইরানের প্রেসিডেন্টকে টার্গেট করে বোমা ও লেবানন আক্রমণের মধ্যদিয়ে ইতিমধ্যে সেই আলামত স্পষ্ট হয়ে

উঠেছে। ওবামা নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণের উদ্যোগ হিসেবে চলতি মাসের মধ্যেই ইরাক থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়ার কথা বলেছেন। এর মাঝেই ইসরাইল লেবাননে উসকানিমূলক হামলা চালাল। এর অর্থ অত্যন্ত সহজ। ইরাক থেকে দৃশ্যত সরে দাঁড়ানোর পর ইরাকে থাকবে যুক্তরাষ্ট্রের ছায়া বাহিনী। তাই প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ কৌশলের অংশ হিসেবে নতুন ফ্রন্ট খোলা জরুরি। তারই ফলোআপ ইরান, নয়তো লেবানন হতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নয়া যুদ্ধফ্রন্ট।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো সক্রিয় হয়ে যুদ্ধবিরোধী অবস্থান না নিলে মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে যুদ্ধের দামামা ঠেকানো সম্ভব হবে না। যুক্তরাষ্ট্র নিজের অস্তিত্বের স্বার্থেই একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ চাপাতে আগ্রহী। এটা শুধু অস্ত্র বাণিজ্য আর তেল লুণ্ঠনের অংশই নয়, এটি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট মোকাবেলার জন্য রাজনৈতিকভাবে গ্রহণ করা দুরভিসন্ধিমূলক কৌশলও বটে। নতুন যুদ্ধক্ষেত্র হবে এশিয়া। কারণ ইউরোপ যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে নারাজ। দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপকে যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য যুদ্ধ পরিকল্পনায় একটি ক্ষেত্র হতে পারে পাক-আফগান-ইরান সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। অপরটি হতে পারে লেবানন-সিরিয়া-ফিলিস্তিন পর্যন্ত প্রলম্বিত।

সম্প্রতি ক্লাস্টার বোমা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। ব্রিটেনসহ ন্যাটোভুক্ত ২৮ রাষ্ট্রের মধ্যে ২২টি এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। ১০৮টি রাষ্ট্র এ চুক্তি মেনে নিয়েছে। ৩৮টি রাষ্ট্র এটি অনুমোদন করেছে।

২০০৬ সালে ইসরাইল ও লেবাননের হিজবুল্লাহ মধ্যকার যুদ্ধে ইসরাইল কর্তৃক এই বোমা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। তখন জোর দাবি উঠেছিল এ বোমা নিষিদ্ধের। ক্লাস্টার বোমা মূলত গুচ্ছবোমা। একটি বোমার ভেতর অনেক ছোট বোমার সমষ্টি। এ বোমা ভয়ঙ্কর। তাৎক্ষণিক বিস্ফোরিত না হলেও এটি নষ্ট হয় না। যেকোনো সময় বিস্ফোরিত হতে পারে। অথচ শক্তিধর দেশগুলো এ ব্যাপারে একেবারেই বেপরোয়া হয়ে থাকল। এর মাধ্যমে শক্তিধর দেশগুলোর অস্ত্র বাণিজ্য চিন্তা থেকে জন্ম নেয়া যুদ্ধবাদী নীতিরই ঘটলো প্রতিফলন।

এ অবস্থায় বিশ্ব পরিস্থিতি নতুন কোনো আশাবাদের স্বপ্ন দেখায় না। বরং বিশ্ব নতুন করে কোনো যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে কি না সেই শঙ্কা হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তারপরও বিশ্ব ব্যবস্থায় ভারসাম্য একটি অনিবার্য বিষয়। নতুন শক্তি বা নতুন জোটের উত্থান অপরিহার্য। সে ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরাশক্তিগুলো বিভিন্ন নামে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়িয়েছে। এ বোঝাপড়া হয়তো অনিবার্য সঙ্ঘাতের বাঁক ঘুরিয়ে দেবে। তা ছাড়া অনেক যুদ্ধ কৌশলই বুমেরাং হয়ে যায়। ইরান আক্রমণ ইরাক-আফগানিস্তান কিংবা অন্য কোনো যুদ্ধের তুলনায় ভিন্নমাত্রাও পেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে জয়-পরাজয়ে যোগ-বিয়োগের অঙ্ক পাল্টে যাওয়া কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। অনেক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির ভেতরও স্বাভাবিকতার ভ্রূণ জন্ম নেয়। অনেক পরিকল্পনার ভেতরও অতিপ্রাকৃতিক নিয়মের সংযোগ ঘটে। বিশ্বজুড়ে পালাবদলের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তাতে শক্তির ভারসাম্য রক্ষায় নতুন মেরুকরণ অনিবার্য হয়ে যেতে পারে। সেই মেরুকরণ সাম্রাজ্যবাদের নীলনকশাকে ভণ্ডুল করে দেবে না, সেই নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না।

†jLK : wewkó mvsevw`K I Kjvwg÷

রাজা বললেন, “হে সাতীহ, এটাতো ভীষণ বেদনাদায়ক ও ক্রোধোদ্দীপক ব্যাপার। এটা কবে ঘটবে? আমার আমলেই, না আমার পরে?”

সে বললো, “আপনার আমলের কিছু পরে, ষাট বা সত্তর বছরের বেশী অতিক্রান্ত হয়ে যাবে।” রাজা জিজ্ঞেস করলেন, “এই ভূখণ্ড কি চিরকালই তাদের অধিকারে থাকবে, না তাদের জবরদখলের অবসান ঘটবে?” সে বললো, “৭০ বছরের কিছু বেশীকাল উত্তীর্ণ হবার পর তাদের দখলের অবসান ঘটবে? তারপর তারা হয় নিহত হবে নয়তো পালিয়ে যাবে। রাজা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, “তাদেরকে কে হত্যা বা বহিষ্কার করবে?”

সাতীহ বললো, “তারা নিহত বা বহিষ্কৃত হবে ইরাম ইবনে যীইয়াযানের হাতে। তিনি এডেন থেকে আবির্ভূত হবেন এবং ইয়ামানে তাদের একজনকেও অবশিষ্ট রাখবেন না।”

রাজা বললেন, “ইরামের আধিপত্য কি চিরস্থায়ী হবে না অস্থায়ী?”

সাতীহ বললো, “তাদের আধিপত্য অস্থায়ী হবে।”

রাজা বললেন, “কার হাতে ক্ষমতার অবসান ঘটবে?”

সাতীহ বললো, “এক পূতঃপবিত্র নবীর হাতে। তিনি ঊর্ধজগত থেকে ওহী লাভ করবেন।”

রাজা বললেন, “এ নবী কোন বংশোদ্ভূত?”

সাতীহ বললো, “তিনি নাদারের পুত্র মালেকের পুত্র ফিহির, ফিহিরের পুত্র গালেবের বংশ থেকে উদ্ভুত হবেন। তাঁর জাতির হাতে ক্ষমতা থাকবে বিশ্বজগতের বিলুপ্ত ঘটার মুহূর্ত পর্যন্ত।”

রাজা বললেন, “বিশ্বজগতের আবার শেষ আছে নাকি?”

সে বললো, “হ্যাঁ, যেদিন পৃথিবীর প্রথম মানবগণ ও শেষ মানবগণ একত্রিত হবে। যারা সৎকর্মশীল তারা সুখী হবে, আর যারা অসৎকর্মশীল তারা দুঃখ ভোগ করবে।”

রাজা বললেন, তোমার ভবিষ্যদ্বাণী কি সত্য?”

সে বললো, “হ্যাঁ, রাতের অন্ধকার ও ঊষার আলোর শপথ, সুবিন্যস্ত প্রভাতের শপথ, আমি যা বলেছি তা পুরোপুরি সত্য।”

এরপর শেক এসে পৌঁছলো রাজার দরবারে। সাতীহকে রাজা যা যা বলেছিলেন শেককেও তাই বললেন। কিন্তু সাতীহ যা বলেছে তা তাকে জানতে দিলেন না- তারা উভয়ে একই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করে, না ভিন্ন রকমের, তা দেখবার জন্য তিনি ব্যাপারটা গোপন করলেন।

শেক বললো, “আপনি স্বপ্নে দেখেছেন, অন্ধকার থেকে একটি অগ্নিশিখা বেরিয়ে এলো। সেটা একটা পর্বত ও একটা বাগানের মাঝখানে পতিত হলো। অতঃপর সেখানকার সকল প্রাণীকে গ্রাস করলো।”

রাজা বুঝতে পারলেন যে, উভয়ের বক্তব্য অভিন্ন। শুধু এতটুকু পার্থক্য যে সাতীহ বলেছিল টুকরোটা নিম্নভূমিতে নামলো। আর শেক বলেছে, একটি পর্বত ও একটি বাগানের মাঝখানে নামলো। অতঃপর তিনি শেককে বললেন, “তুমি ঠিকই বলেছ। এবার বল এর তা'বীর কি?”

সে বললো, "দুই পর্বতাকীর্ণ দেশের সমস্ত মানুষের শপথ করে বলছি, আপনার দেশে সুদানীরা আক্রমণ চালাবে এবং সব দুর্বল লোক তাদের অঙ্গুলী হেলনে চলতে বাধ্য হবে। তারা আবইয়ান থেকে নাজরান পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে।

রাজা বললেন, "এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও ক্রোধোদ্দীপক ব্যাপার। এ ঘটনা কবে ঘটবে? আমার জীবদ্দশাতেই, না আরো পরে?"

সে বললো, "আপনার পরে বেশ কিছুকাল অতিক্রান্ত হবার পর। এরপর একজন পরাক্রমশালী ব্যক্তি আপনাদেরকে উদ্ধার করবে এবং হানাদারদেরকে ভীষণভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে বিতাড়িত করবে।"

রাজা বললেন, "এই পরাক্রমশালী ব্যক্তি কে?"

সে বললো, "একজন যুবক, যিনি নগণ্য বা নীচাশয় নন। যী-ইয়াযানের বাড়ি থেকে তার অভ্যুদয় ঘটবে। তিনি হানাদারদের একজনকেও ইয়ামানে টিকতে দেবেন না।"

রাজা বললেন, "এই ব্যক্তির শাসন কি চিরস্থায়ী হবে না ক্ষণস্থায়ী?"

শেক বললো, "একজন প্রেরিত রাসূলের আগমনে তার শাসনের অবসান ঘটবে- যিনি সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন, ধার্মিক ও সজ্জনদের সমভিব্যাহারে আসবেন, তাঁর জাতির শাসন চলবে কিয়ামত পর্যন্ত।"

রাজা বললেন, "কিয়ামত কি?"

সে বললো, "যেদিন শাসকদের বিচার হবে, আকাশ থেকে আহ্বান আসবে, সে আহ্বান জীবিত ও মৃত সকলেই শুনতে পাবে। আর নির্দিষ্ট সময়ে সকল মানুষকে সমবেত করা হবে। সেদিন মিতাচারী লোকদের জন্য হবে সাফল্য ও কল্যাণ।"

রাজা বললেন, "তুমি যা বলেছো তা কি সত্য?"

সে বললো, "হ্যাঁ, আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যকার সকল সমতল ও অসমতল সব কিছুর রবের শপথ করে বলছি, আমি আপনার কাছে যে ভবিষ্যদ্বাণী করলাম তা সঠিক ও সন্দেহাতীত।"

রাবিয়া এই দুই ভবিষ্যদ্বক্তার কথা বিশ্বাস স্থাপন করলেন এবং স্বীয় পরিবার পরিজনকে প্রয়োজনীয় পাথেয় দিয়ে ইরাক পাঠিয়ে দিলেন। তারপর পারস্যের তৎকালীন সম্রাট শাপুর ইবনে খুরযাদকে চিঠি লিখে পাঠালেন। শাপুর তাদেরকে হিরাতে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আবু কারব হাস্‌সান ইবনে তুব্বান আস'আদ কর্তৃক ইয়ামান রাজ্য অধিকার এবং ইয়াসরিব আক্রমণ

রাবিয়ার মৃত্যুর পর সমস্ত ইয়ামানের রাজত্ব চলে যায় আবু কারব হাস্‌সান ইবনে তুব্বান আস'আদের হাতে। তাঁর পিতা তুব্বান আস'আদ আগে থেকেই পূর্বদিক দিয়ে মদীনায় (ইয়াসরিব) আসতেন এবং এভাবে মদীনাবাসীদেরকে বিব্রত না করেই সুকৌশলে আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন। সেখানে তিনি নিজের এক পুত্রকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। কিন্তু উক্ত পুত্র সহসা গুপ্তঘাতক কর্তৃক নিহত হয়। এরপর তুব্বান মদীনা ধ্বংস ও তার অধিবাসীদেরকে নির্মূল করার পরিকল্পনা নিয়ে আবার সেখানে আসেন। অতঃপর আমর বিন তাল্লার নেতৃত্বে অনুগত লোকদের একটি দল সংঘবদ্ধ হয়। তারা শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই দলটি এমন ভাব দেখায় যে, তারা যেন দিনের বেলায় তাঁর সাথে যুদ্ধ করে ও রাত্রে অতিথেয়তা করে। তুব্বান তাদের এ আচরণে বিস্মিত হয়ে বলেন, আশ্চর্য! এ জাতি বাস্তবিক পক্ষেই ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত। এভাবে যুদ্ধ অব্যাহত থাকলো। এমতাবস্থায় একদিন দু'জন ইহুদী পণ্ডিত তাঁর কাছে আসেন। তারা তাঁকে বললেন, "হে রাজা, এ কাজটি করবেন না। আপনি যদি জিদ ধরেন, তাহলেও আপনার সামনে অপ্রতিরোধ্য বাধা আসবে। ফলে আপনি যা চান তা করতে পারবেন না। অথচ আপনি অচিরেই শাস্তি ভোগ করবেন।"

রাজা বললেন, “কি কারণে আমি শাস্তি ভোগ করবো?” তারা বললেন, “মদীনা শেষ যামানার নবীর আশ্রয় স্থল। কুরাইশদের দ্বারা তিনি পবিত্র স্থান থেকে বহিষ্কৃত হবেন এবং এখানে এসে বসবাস করবেন।”

এ কথা শুনে রাজা নিবৃত্ত হলেন। তাঁর মনে হলো লোক দুটো যথার্থই জ্ঞানী লোক। তাদের কথায় রাজা মুগ্ধ হলেন। তিনি মদীনা ত্যাগ করে ঐ পণ্ডিতদ্বয়ের ধর্ম গ্রহণ করলেন। (চলবে)

gmwjg we‡ki Lei

G gv‡mB BivK †_‡K ˆmb¨ mwi‡q †b‡e h³ivó
I evgvi wbevPbx A½xKvi ci‡Yi D‡`¨vM

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ৩১ আগস্টের মধ্যে ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদের সব কার্যক্রম শেষ করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে বেশ কিছু সৈন্য ইরাকের নিরাপত্তাবাহিনীকে নির্দেশনা দেয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো রক্ষার জন্য দেশটিতে মোতায়েন থাকছে। তারা ২০১১ সালের শেষ পর্যন্ত ইরাকে থাকবে বলে জানা গেছে। ওবামা তার দাবির পুনরাবৃত্তি করে বলেন, প্রতিশ্রুতি ও সময়সূচি অনুযায়ী ইরাক থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে। ইরাকে অব্যাহত মারাত্মক সহিংস কার্যক্রম সত্ত্বেও ওবামার এ ঘোষণা পুনর্ব্যক্ত হলো। ২০০৮ সালে ওবামা তার নির্বাচনী প্রচারণায় ইরাক যুদ্ধ শেষ করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তারই ফলে ইরাক থেকে এ সৈন্য প্রত্যাহার করা হচ্ছে। তবে তিনি বলেন, ইরাক থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়া হলেও ইরাকে মার্কিন ভূমিকা শেষ হয়ে যাবে না। ইরাক থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা হলেও ইরাকের নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রশিক্ষণ, সন্ত্রাসী হামলা প্রতিরোধ ও বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য ৫০ হাজার সৈন্য ইরাকে থেকে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর দেয়া তথ্য মতে, দেশটিতে গত মাসে বিভিন্ন সহিংস ঘটনায় ২২২ ব্যক্তি নিহত হয়। বাগদাদ বলছে, গত মাসে নিহতের সংখ্যা ৫৩৫ জন। এর ফলে দুই বছরের বেশি সময়ের মধ্যে জুলাই মাসটিকে সবচেয়ে বেশি হতাহতের মাস হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

কেবল সিনিয়র আলেমরাই ফতোয়া দিতে পারবেন: সৌদি বাদশাহ

সৌদি বাদশাহ আবদুল্লাহ এক অধ্যাদেশে বলেছেন, এখন থেকে কেবল সিনিয়র আলেমরাই ফতোয়া দিতে পারবেন। এর বাইরে যদি কেউ ফতোয়া দেয় তাহলে তাকে শাস্তির আওতায় আনা হবে। সম্প্রতি দেয়া দু'টি ফতোয়ার কারণে সৌদি আরবে বিতর্কের সূত্রপাত হলে বাদশাহ এ অধ্যাদেশ জারি করেন। অধ্যাদেশে উল্লেখ করা হয়, কেবল কাউন্সিল অব সিনিয়র উলামা বা সিনিয়র আলেম পরিষদের সদস্যরাই ফতোয়া জারি করতে পারবেন। এ জন্য সৌদি প্রশাসনের পক্ষ থেকে দেশের প্রধান মুফতির কাছে ফতোয়া প্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তিদের নাম চাওয়া হয়েছে। মুসলমানদের কাছে মহিমান্বিত মাস হিসেবে পরিচিত রমজান মাসের প্রথম সপ্তাহে বাদশাহ এ নির্দেশনা দিলেন।

অধ্যাদেশে বলা হয়, ইসলাম ধর্মের পবিত্রতা ও ঐক্য রক্ষা এবং মন্দ পরিস্থিতি প্রতিরোধ করার জন্যই আমরা এ ব্যবস্থা নিয়েছি। কারণ আলাদা আলাদাভাবে ফতোয়া দেয়া হলে সমাজে তা বিতর্ক ও মতানৈক্যের সৃষ্টি করতে পারে। ফলে এ ক্ষেত্রে একটি সীমাবদ্ধতা আনা প্রয়োজন। যারা এ আদেশ অমান্য করে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেয়া হবে। কারণ ধর্ম ও জাতির স্বার্থ আর সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

ইন্দোনেশিয়ায় ধর্মীয় নেতা বশির গ্রেফতার

ইন্দোনেশিয়ার পুলিশ সে দেশের ধর্মীয় নেতা আবু বকর বশিরকে গ্রেফতার করেছে। সন্ত্রাসের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে এমন অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সপ্তাহান্তে পাঁচ সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতারের পর আবু বকর বশিরকে আটক করল। পুলিশের একটি সূত্র বার্তা সংস্থা এএফপিকে বিস্তারিত না বলে জানায়, সন্ত্রাসের সাথে সম্পর্ক রয়েছে এমন অভিযোগে তাকে পশ্চিম জাভার চিয়ামিস জেলা থেকে গত ৯ আগস্ট সকালে গ্রেফতার করা হয়। তাকে জাকার্তায় পুলিশের সদর দফতরে নেয়া হবে। পশ্চিম জাভা প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চালিয়ে পুলিশ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরকসহ পাঁচ

সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতরা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ষড়যন্ত্র করেছিল কি না তা পরিষ্কার নয়। তবে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুসিলো বামবাং ইয়োধোয়োনো বলেছেন, তার বিরুদ্ধে একটি সন্ত্রাসী হামলার ষড়যন্ত্র পুলিশ ব্যর্থ করে দিয়েছে।

cwK¯v‡b †cwm‡W›U c×wZi miKvi e¨_ n‡q‡Q: BdwZLvi

পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি ইফতিখার মোহাম্মদ চৌধুরী বলেছেন, দেশে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। গত ১০ আগস্ট আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে সংবিধানের ১৮তম সংশোধনীর কিছু ধারা চ্যালেঞ্জ করে দায়েরকৃত রিট পিটিশনের শুনানিকালে এ মন্তব্য করেছেন বিচারপতি ইফতিখার চৌধুরী। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা ব্যর্থ হওয়ার কারণেই বর্তমানে দেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি চালু হয়েছে এবং প্রেসিডেন্টের সব ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত হয়েছে।

K‡q‡Z c¨wUqU †¶cYv¯ weµ Ki‡e h³ivó

কুয়েতের কাছে রেথিওন কোম্পানির অত্যাধুনিক প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রির পরিকল্পনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ইরান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার হুমকির মুখে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এ পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে কংগ্রেসকে জানিয়েছে ওবামা প্রশাসন। কংগ্রেস সদস্যদের কাছে দেয়া এক নোটিশে পেন্টাগনের প্রতিরক্ষা নিরাপত্তা সহযোগিতা সংস্থা জানায়, কুয়েত ৯০ কোটি ডলারের '২০৯ এমআইএম-১০৪ গাইডেন্স এনহ্যান্সড মিসাইল-টি' কিনতে চাচ্ছে। নোটিশে বলা হয়েছে, শত্রুপক্ষের কাছ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ হুমকি মোকাবেলার জন্য কুয়েতের এ ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োজন। এতে আরো বলা হয়েছে, আঞ্চলিক শত্রু মোকাবেলা এবং নিজেদের প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধির জন্যই কুয়েত এসব ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করবে। আর এতে করে অঞ্চলটির মৌলিক সামরিক ভারসাম্যেরও কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না। এ ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রির পরিকল্পনা ছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইসরাইলে ক্ষেপণাস্ত্র বিরোধী স্থাপনা গড়ে তুলছে যুক্তরাষ্ট্র।

I evgv‡K wUwf weZ‡Ki AvnŸvb Avngw`‡bRv‡`i

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ মুখোমুখি টেলিভিশন বিতর্কে অংশগ্রহণের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রতি গত ২ আগস্ট আহ্বান জানিয়েছেন। বিশ্বে বিভিন্ন সমস্যার সবচেয়ে ভালো সমাধানকে দিতে পারে তা নিয়ে এই বিতর্কের আহ্বান জানান তিনি। ইরানের পরমাণু কর্মসূচি বন্ধ করার লক্ষ্যে চাপ সৃষ্টির জন্য ওয়াশিংটনের জোর তৎপরতায় তেহরানের ওপর নতুন আন্তর্জাতিক অবরোধ আরোপ হয়েছে। এর বিরুদ্ধে ইরানের লড়াইয়ের মাঝেই এই আক্রমণাত্মক প্রস্তাব দিলেন আহমাদিনেজাদ। তেহরানে ইরানি প্রবাসীদের একটি সংবাদ সম্মেলনে আহমাদিনেজাদ বলেন, আশা করছি গ্রীষ্মের শেষে আমরা জতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশ নেবো। সেখানেই আমি ওবামার সাথে মুখোমুখি আলোচনার জন্য প্রস্তুত। আর অবশ্যই তা হবে গণমাধ্যমের সামনে। আমরা বিশ্বে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সমস্যার নিজ নিজ সমাধান তুলে ধরে দেখাব কার সমাধান বেশি গ্রহণযোগ্য।

Bivb md‡i KviRvB

একটি আঞ্চলিক সম্মেলনে যোগ দিতে আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই গত ৬ আগস্ট তেহরান সফর করেছেন। কারজাইয়ের দফতর থেকে এ কথা জানানো হয়েছে। আফগান, ইরান ও তাজিকিস্তান এই ত্রিদেশীয় সম্মেলনে যোগ দিতেই কারজাইয়ের এই ইরান সফর। এ নিয়ে চতুর্থবারের মতো তিনটি দেশের মধ্যে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কারজাইয়ের দফতরের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ ও শীর্ষ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামিনির সাথে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক জোরদারের লক্ষ্যে বৈঠক করেন আফগান প্রেসিডেন্ট।

Bi‡bi mv‡_ Av‡jvPbvi c_ GL‡bv †Lvjv †i‡L‡Q h³ivóª wnjwi

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন বলেছেন, ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে উত্তেজনার পরও তেহরানের সাথে যুক্তরাষ্ট্র আলোচনা চালিয়ে যেতে প্রস্তুত রয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে গত ৮ আগস্ট তিনি ওই কথা বলেন। হিলারি ক্লিনটন ওই সাক্ষাৎকারে আরো বলেন, আমরা ইরানের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখার পথ উন্মুক্ত রেখেছি। তবে তারা জানে তাদের কী করতে হবে। তাদে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে নিশ্চিতভাবে পরমাণু কর্মসূচির ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে এবং পদক্ষেপ নিতে হবে। একই সাথে তাদের পরমাণু কর্মসূচির উদ্দেশ্য কী সে সম্পর্কেও বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে।

†ebwRi Kb¨v evLZvIqvi ivRbxwZ‡Z Avm‡Qb

বোমা হামলায় নিহত পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভূট্টোর কন্যা বাখতাওয়ার ভূট্টো পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আসছেন। ভূট্টো-জারদারি পরিবারের এক ঘনিষ্ঠজন এ কথা জানিয়েছেন। তবে ভূট্টোর ছেলে বিলাওয়াল ভূট্টো আপাতত রাজনীতিতে আসছেন না বলে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। সিন্ধের মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও ভূট্টো পরিবারের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত শর্মিলা ফারুকি এক বিবৃতিতে বাখতাওয়ারের রাজনীতিতে আসার সিদ্ধান্তটি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের রাজনীতিতে তার আগমনটি একটি শুভ দিক, বিশেষ করে দেশটির নারীদের জন্য একটি শুভ লক্ষণ। তার এই সিদ্ধান্তটি দেশপ্রেমিক, গণতন্ত্র পছন্দকারী এবং জনসাধারণের জন্য অনুকূলে ভালো একটি সিদ্ধান্ত। সঙ্গীত জগতে বিশেষভাবে পরিচিত বখতাওয়ার ভূট্টো তার মায়ের আদর্শ অনুসরণ করে তার ক্যারিয়ারকে সামনে বাড়াতে চান। তবে তার ২১ বছর বয়সী ভাই বিলাওয়াল ভূট্টো পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, এখনই তিনি রাজনীতিতে নামতে আগ্রহী নন। তিনি এখন পড়াশোনা নিয়েই মগ্ন থাকতে চান। তিনি বলেন, আমি আমার নানা জুলফিকার আলি ভূট্টোর মতো আইনে পড়াশোনার বিষয়টি নিয়েও পর্যালোচনা করছি। পাকিস্তানের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হলে আইনের শাসন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

msM‡n: Avng` iwd` dvinvb

Rgvi LZev

wiqv`¯ Bgvg ZKx Beb Awãjvn gmwR‡` Rgvi LZev

welq : Rxe‡bi †kl gn‡Zi

Avgj m›`i Kivi ¸i“Z

LZxe : kvqL Avãj Avhxh Beb Awãjvn

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক মানবতার মহান নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবীদের উপর।

m¤§wbZ Dcw¯wZ!

সর্বশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ কিতাবের প্রেরক আমাদের মহান রব ইরশাদ করেন, "আর আপনি বলুন, তোমরা আমল কর অচিরেই আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ তোমাদের আমল দেখবেন। আর অচিরেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানীর নিকট অত:পর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে অবহিত করবেন।"

wcÖq gmwjg fvB!

আমাদের মহান আল্লাহর উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ যথার্থভাবে অনুধাবন করতে হবে। এতে তিনি আমাদেরকে আমল করার নির্দেশ প্রদান করেন, আমাদের অযথা ও উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি করা হয়নি; বরং আমাদের সৃষ্টিতে তাঁর একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে, আর তা হল একনিষ্ঠভাবে বান্দা তাঁর ইবাদত সম্পাদন করবে। সর্বদা ও সর্বত্র তাঁর আদেশ-নিষেধাবলী যথাযথ পালন করবে, আমরা তাঁর শরীয়াতের গণ্ডির বাইরে যাব না, যথার্থ মুমিনের পরিচয়ের স্বার্থে আমরা প্রকাশ্য-গোপন, কথা ও কার্যে তাঁর বিধানের একবিন্দুও খেলাপ করবো না। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছেঃ "হে নবী! এ লোকদিগকে বলে দাও, তোমরা আমল কর; আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং মুমিনগণ সকল লক্ষ্য করিবে যে, এখন তোমাদের কর্মনীতি কিরূপ হয়।" (সুরা আত-তাওবাহ, ১০৫)

এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচেছ মহান আল্লাহ বান্দার প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কিন্তু বান্দা থেকে সরাসরি কোন বিরোধীতা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ বান্দাকে শাস্তি প্রদান করেন না। ইরশাদ হচ্ছেঃ "আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং মুমিনগণ সকল লক্ষ্য করিবে যে, এখন তোমাদের কর্মনীতি কিরূপ হয়। অতঃপর তোমাদিগকে তাঁহার দিকে ফিরাইয়া নেওয়া হইবে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই জানেন এবং তিঁনি তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন তোমরা কি সব কাজ করিতেছিলে।" (সুরা আত-তাওবাহ, ১০৫)

আল্লাহ তায়ালা এমন এক সত্তা যে, তাঁর কাছে প্রকাশ্য-গোপন বলতে কিছু নেই, তিঁনি বান্দার সার্বিক খবর রাখেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ "হে নবী! বলে দিন, তোমরা যদি মনের কথা গোপন করে রাখ অথবা প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ সে সবই জানতে পারেন। আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সেসবও তিঁনি জানেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।" (সূরা আল-ইমরান, ২৯)

m¤§wbZ gmwjg RbZv!

আমাদের অত্যন্ত সতর্কতার সাথে একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে যে, মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সকল নির্দেশনা যেহেতু ইবাদাতের অন্তর্ভূক্ত, তাই আমরা ইবাদাত পালন করার ক্ষেত্রে দেহ, মন ও আত্মাকে হাযির-নাযির মনে করে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাঁর বিধানাবলী সম্পাদন করব। এ কথাটিও দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করব যে, কোন আমলই আন্তরিকতা ব্যতীত গ্রহণযোগ্য নয়, আবার এমন কোন বিশ্বাসের কোন

মূল্য নেই যে বিশ্বাসের সাথে কর্মের সম্মিলন নেই। এতে স্পষ্টতই বুঝা যায় ইবাদাত হতে হলে তাতে বান্দার দেহ মন ও আন্তরিকতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইবাদাতের যথার্থ ধারণা থেকে আমরা বুঝতে পারি মানুষের আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধ নিয়ত ও মানসিকভাবে তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়াই মূলত ইবাদাতের অভ্যন্তরীণ রূপ, আর এর বাহ্যিক রূপ হল মানুষ আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কার্যাবলী পরিত্যগ করে তাঁর নির্দেশনা ও বিধানের প্রতি যথার্থভাবে অনুগত থাকা। এটিও মূলতঃ মানুষের সৎকাজ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে, আর এমন আমলই মানুষের কল্যাণ করে থাকে। প্রত্যেক মু'মিনকেই জীবনের প্রতি মূহুর্তেই এভাবে তার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য প্রতিটি কাজে এ ধরণের আক্বীদা বিশ্বাস পোষণ করতে হয়।

m¤§vwbZ gmwjg åvZe›`!

আল্লাহর বান্দার একটি বিষয়ে সবচেয়ে বড় ভয় করা হওয়া উচিত যে, সে যেন কোন ক্রমেই তার বিশ্বাসের বিপরীত কোন কার্য না করে। প্রদর্শনেচ্ছার উদ্দেশ্যে কৃত কোন কর্মই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যাদের নিকট এ ব্যাধিটি বিদ্যমান তারা বাহ্যিকভাবে সালাত আদায় করলেও তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয় না, কুরবাণীর পশুটিও যথার্থভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত জাগতিক কোন উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। জীবনের অধিকাংশ কাজই তা আল্লাহর বিধানের বিরোধীতা শামিল হয়ে থাকে। এ দূর্বলতার বহি:প্রকাশ কোন মুমিনের থাকলে সে কখনো প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না। এ বিষয়টি বর্তমান প্রজন্মের জেনে রাখা অত্যাবশ্যক। ইসলামের যথার্থ জ্ঞান না থাকায় এ উম্মতের তথাকথিত অনেক ইবাদাতকারীর ইবাদাত বিফলে পর্যবসিত হবে। তাই সবাইকে বুঝে শুনে ইবাদাত করতে হবে। এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করত মহান আল্লাহ ইরাশাদ করেনঃ "নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত, যারা তাদের পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে না এবং যারা যা দান করবার তা ভীত, কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।" (আল-মু'মিনুন, ৫৭-৬০)

আমাদের পূর্ববর্তী জামানার মু'মিনগণ তাঁদের কাজকর্মে প্রদর্শনেচ্ছা ও আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ পোষন করার ব্যাপারে ভীষণ ভয় করে জীবনযাপন করতেন। কেননা এতে সারা জীবনের কৃত সব আমল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমূহ বিপদ রয়েছে। তাই তাঁরা নিজেদের বাহ্যিক আমলের উপর ভরসা না করে সর্বদা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতেন। এতে আল্লাহর উপর তাদের আস্থা দৈনন্দিন বৃদ্ধি পেত। তাঁরা মুনাজাতে এ বিষয়টি প্রায়ই উল্লেখ করে থাকেন বিধায় মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর কিতাবে মুমিনদের দোয়া করার বিষয়টি উল্লেখ করেন।ঃ

"হে আমাদের পালনকর্তা। সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা।" (সূরা আলে ইমরান, ৮) এ ব্যাপারে তাঁরা তাঁদের নবীর প্রতি মহান আল্লাহর বাণীটি ও স্মরণ করে থাকেন, মহান আল্লাহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন,

"আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না করলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন্ তখন আমি অবশ্যই আপনাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তির আস্বাদন করাতাম। এ সময় আপনি আমার মোকাবিলায় কোন সাহায্যকারী পেতেন না।" (সুরা আল-ইসরা' ৭৪-৭৫)

মুমিন সর্বদা ঈমানের ওপর অটল থাকা সত্ত্বেও সে জীবনের শেষ পরিণতির দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য রাখে যে তার মধ্যে কোনভাবে কুফরীর কোন নিদর্শন রয়ে গেছে কিনা, ইসলামের সরল সহজ পথ প্রাপ্তির পরও কোন ক্রমে কোথাও তার বক্রতার কোন ইঙ্গিত রয়েছে গেছে কিনা। কেননা সে তার পরিবেশে অনেককে দেখে

যারা তাদের ঈমানের পথ থেকে অনেকটা বিচ্যুত হয়ে গেছে, তাদের চিন্তাচেতনায় পরিবর্তন ঘটেছে, পরিণতিতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনৈসলামী ভাবধারা দৃষ্টিগোচর হয়। যারা এক সময় সৎ, কল্যাণ ও ন্যায়ের দিকে জনসমাজকে আহবান জানাত, কিন্তু কোন কারণে তারা এখন পূর্বের কর্মের সম্পূর্ণ উল্টো পথে পা বাড়াতে থাকে। এজন্য প্রকৃত মুমিন সর্বদা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে যাতে সে তাকে সৎ পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে ও তাকে মহান আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম না হয়। পরিণতিতে সে হিদায়াত থেকে বিচ্যুত হয়ে পরপারে বিদায় নেবে। এহেন লজ্জাস্কর ও লাঞ্চিত পরিস্থিতি থেকে আমাদের মহান আল্লাহ হিফাযত করুন। এ দিকটির প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি ইরশাদ করেন,

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা আলে ইমরান, ১০২)

Avjvni ev›`vMY!

আপনারা দৃঢভাবে ইসলামের সুমহান হিদায়াতকে আঁকড়ে ধরুন, আমৃত্যু এর ওপর অটল থাকুন, এতেই আপনাদের ইসলামের যথার্থ ধারক বাহক ও খাঁটি মুমিন হয়ে পরকালের প্রতি রওয়ানা হওয়া সহজতর হবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ঘটনা উল্লেখ করে ইরশাদ করেন,

"এরই ওছিয়ত করেছে ইব্রাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্যে এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাছেই তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা আল-বাকারাহ, ১৩২)

m¤§wbZ Dcw¯'Z RbZv!

সর্বাবস্থায় জ্ঞান কর্ম ও আচরণে ইসলামের বিধানকে আঁকড়ে ধরুন এবং এ পথে অটল থাকার জন্য মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য ও তাওফিক কামনা করুন। তিঁনি মানুষের মনকে পাল্টিয়ে থাকেন। এ জন্য আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা এ বলে দোয়া করতেন যে, "হে অন্তরের পরিবর্তনকারী, আপনি আমাকে আপনার দ্বীনের উপর অটল রাখুন।" এ দোয়া শুনে হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি এ বিষয়ে ভয় পাচ্ছেন? উত্তরে ইরশাদ করেন, মানুষের আত্মাগুলো মহান আল্লাহর অতি নিকটে থাকে, তিনি এগুলো যেকোন দিকে ফিরিয়ে থাকেন।"

†n gmwjg åvZe›`!

আপনার আমার উপর মহান আল্লাহ ভাল কিছু করার তাওফিক প্রদান ও বিশেষত শেষ জীবনের আমল ভাল হওয়ার নিদর্শন হল, তিঁনি আমাদের ভাল কাজ করার তাওফিক দান করেছেন। তাই এর উপর আমাদের অটল থাকতে হবে। এ ব্যাপারে হযরত আনাসের একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য, তিনি বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "মহান আল্লাহ কোন বান্দার কল্যাণ কামনা করলে তিঁনি তাকে মৃত্যুর পূর্বেই ভাল কাজ করার তাওফিক দিয়ে থাকেন।"

প্রকারান্তরে সে বান্দা তাওবাহ ইস্তিগফার করে থাকে। তার কর্মের প্রতিফল স্বরূপ তার গুণাহরাজিকেও সৎ কর্মে রূপান্তরিত করে থাকেন। তাই সে বান্দা ইহকালে কারও উপর কোন প্রকারের জুলুম করেন না, বরং হিদায়াতের উপর দৃঢ় থাকতে সদা প্রস্তুত থাকেন। তাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে,

“নিশ্চয় যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফিরিশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। ইহকাল ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমরা দাবী কর। এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন।” (সূরা ফুচ্ছিলাত, ৩০-৩২)

এভাবে আল্লাহর বিশুদ্ধ ও খাঁটি বান্দাগণ তাদের কাজকর্ম সম্পাদন করেন, তারা কখনো রিয়া তথা লোকদেখানোপনা ও নিজেদের শোহরত কামনা করেন না। এ সকল লোক সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

“এই পরকাল আমি তাদের জন্য তাদের জন্য নির্ধারণ করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না, আল্লাহভীরুদের জন্য শুভপরিণাম।” (সূরা আল-কাছাস, ৮৩)

mm¤§vwbZ Dcw¯'wZ!

প্রতিটি মুসলিমের উচিত সর্বদা তারা তাদের রবের নিকট ভাল অবস্থা তথা আল্লাহর বিধানের উপর থাকা অবস্থায় মৃত্যুর জন্য দোয়া করা, তেমনিভাবে অবশিষ্ট জীবনের দিনগুলোও যেন তাঁর পথেই থেকে অতিবাহিত করা যায়। এ বিষয়ে সবচেয়ে উপকারী হচ্ছে বান্দাহ প্রকাশ্য গোপনে সর্বদা তাকওয়ার উপর অবস্থা করবে। মহান রাব্বুল আলামীন এ বিষয়ে ইরশাদ করেন,

“মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে খবর রাখেন।” (সুরা আল-হাশর, ১৮) তাকওয়ার বাস্তবতার স্বরূপ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

“মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না ভয়–ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে্ যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহকে ভয় করতে রয়েছে তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে।” (সূরা ইউনুস, ৬২-৬৩০)

mm¤§vwbZ fvB!

সবাই মৃত্যু এবং তৎপরবর্তী জীবন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করুন, তাহলে এ সমস্ত আলোচনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করত দু'জাহানের জন্য উপকৃত হবে। ইরশাদ হচ্ছে, “বস্তুত যে কেন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কোরআনের যে কোন অংশ পাঠ কর কিংবা যে কোন কাজই তোমরা কর অথচ আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর।” (সূরা ইউনুস, আমাদের সবারই জিকির ও আল্লাহর প্রতি ধরণা দেয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। তিঁনি বিশুদ্ধ মুমিনের কামনা-বাসনার প্রতি অত্যন্ত সজাগ। ইরশাদ হচ্ছে, “অতঃপর যে দান করে ও আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য বলে মনে করে আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব।” (সূরা আল-লাইল, ৫-৭)

পরিশেষে আমি মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি তিঁনি যেন আমাকে ও আপনাদের সবাইকে তাঁর সঠিক পথে অটল রাখেন, হিদায়াতের নিয়ামতে ধন্য করার পর তিঁনি যেন আমাদের আত্মাকে বক্রতার দিকে ধাবিত না করেন, ইহকালীন জীবনে সর্বদা আমাদের ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও বিধানের উপর অটল রাখেন ও

পরকালে সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। জীবনের কোন ক্ষেত্রে আমাদের সামর্থের বাইরে কোন প্রকার বোঝা চাপিয়ে না দেন। তিনিই সবচেয়ে রহমতশীল ও মর্যাদাবান।

আজ এ কথাগুলো বলে আমি আমার নিজের, আপনাদের ও সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের জন্য মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনারাও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রদর্শন ও তাওবা করুন। তিনিই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

☐ fvlvši t W. gnv¤§` lqwj Djvn
সহযোগী অধ্যাপক, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বিজ্ঞানের খবর

শুক্রগ্রহ এক সময় পানিতে পূর্ণ ছিল

আমাদের প্রতিবেশী গ্রহ শুক্র এবং পৃথিবীর মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। এই মিল এমন পর্যায়ে যে, ধারণা করা হয় এক সময় সেখানে হয়তো মানুষ বসবাস করার মত পরিবেশও বজায় ছিল। সায়েন্স ডেইলীর সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে গবেষকরা একথা জানিয়েছেন, ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সীর পাঠানো ভেনাস এক্সপ্রেস মহাকাশ যান গ্রহটিকে ঘিরে আবর্তন করে থাকে। ভেনাসের পাঠানো তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করেই গবেকরা দেখেছেন, পৃথিবী এবং শুক্র গ্রহের মধ্যে গঠনশৈলীর দিক থেকে যথেষ্ট মিল আছে। যদিও তারা দেখতে মোটেও এক রকম নয়। গবেষকরা জানিয়েছেন, তাদের অনুমান সৌরজগতে সবচেয়ে শুষ্ক গ্রহ শুক্র হয়তো এক সময় ছিল পানিতে পূর্ণ। সেখানে সম্ভবত সমুদ্রও ছিল এবং গ্রহটির যখন উপযুক্ত পরিবেশ ছিল তখন সেখানে হয়তো মানুষের বসবাস করার মত পরিবেশ ও ছিল । গবেষকরা জানিয়েছেন, পৃথিবীর তাপমাত্রা যেখানে প্রাণ ধারনের অনুকূল সেখানে বর্তমানে শুক্র ঠিক তার বিপরীত অবস্থায়। কিন্তু শুক্রের সঙ্গে পৃথিবীর অনেক মিলই দেখা গেছে। পৃথিবী এবং শুক্রের আকার ও গড়ন প্রায় একই রকম বলেও তারা জানিয়েছেন। যদিও এর সঙ্গে এক মত নন অনেক বিজ্ঞানী। তারা বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন। তারা মনে করছেন সূর্যের এত কাছে অবস্থান করে সেখানে প্রাণ ধারনের উপযোগী পরিবেশ থাকা কোনভাবেই সম্ভব নয়। তারার ও যদি কেউ এমন দাবি করে তাহলে বিষয়টি আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান গবেষণায় জড়িতরা জানিয়েছেন এমন শুক্র গ্রহে পানির পরিমাণ হয়তো খুবই সামান্য আর এই পানির বেশিরভাগই ভূপৃষ্ঠে বা্পাকারে ছড়িয়ে আছে। এই পানিকে যদি গ্রহটির পৃষ্ঠে ছড়িয়ে দেয়া হয়, তাহলে তা হয়তো পুরো গ্রহটিকে ১.২ ইঞ্চি গভীর পানি দিয়ে আবৃত করে ফেলবে।

মাছের সঙ্গীত চর্চা

মাছ কি গান গাইতে পারে? সুর তুলতে পারে হারমোনিয়ামে? পারে। জরজর নামের একটি পোষা গোল্ডফিশ হারমোনিয়ামে সুর তুলতে পারে বলে দাবি করেছেন ডায়ানা রেইনক নামের এক মার্কিন মহিলা। তিনি তার একুরিয়ামের একটি গোল্ডফিশকে সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। একুরিয়ামের উপরিভাগে কি বোর্ড যুক্ত করা হয়। তারপর গোল্ডফিশের মুখের মধ্যে জুড়ে রাখা হয় তার। সেই তার দিয়ে কি বোর্ডে আঘাত করে সুর তোলে পোষা সেই গোল্ডফিশ। মাছটি হারমোনিয়ামও বাজাতে সমর্থ বলে জানিয়েছেন রেইনন। তিনি আরো জানান, গোল্ডফিশটি একটি মিউজিক অনেক সময় ধরে শোনে। যদি এটা তার ভালো লাগে তবে সে একুরিয়ামে রাখা কি বোর্ডের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়। জরজরের সঙ্গীত দিয়ে একটি সিডি বের করবেন, বলে জানিয়েছেন রেইনন।

মাছির মস্তিষ্ক কম্পিউটারের চেয়ে দ্রুত কাজ করে

অতি ক্ষুদ্র প্রাণী মাছির মস্তিষ্কও অতিক্ষুদ্র! এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক যে কত বিস্ময়কর তা কল্পনাও করা যায় না। এর মস্তিষ্ক হাইস্পিড কম্পিউটারের মত। মাছির মস্তিষ্কের এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তার সামনের দৃশ্যমান সব কান্ড শ্লো মোশনে দেখতে পায়। ন্যাচার নিউরো সায়েন্স সাময়িকীতে নিউরোবায়োলজির বিজ্ঞানীদের এক গবেষণার বিষয় থেকে জানা যায় ১৯৫৬ সালে একটি গাণিতিক মডেলের সাহায্যে প্রমাণ পাওয়া যায় মাছির মস্তিষ্ক কোন কিছুর গতি এত দ্রুত ও নিখুঁতভাবে নির্ণয়ে সক্ষম যা অন্য কোন প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। পরে বিভিন্ন গবেষণায় এই মডেলের ধারনাটি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সামনের যে কোন দৃশ্য নির্ণয়ের জন্য মাছির মস্কিষ্কের যে অঞ্চলটি কাজ করে তার এক ঘন মিলিমিটারের ৬ ভাগের ১ ভাগ মস্তিষ্কের মধ্যে রয়েছে এক লাখের বেশি্নায়ুকোষ। ্নায়ুকোষের বৈদ্যুতিক ক্রিয়া সাধারণত অতিসূক্ষ্ম ইলেকট্রোড দিয়ে নির্ণয় করা হয়। মাছির ক্ষেত্রে অবশ্য বেশির ভাগ্নায়ুকোষ ক্ষুদ্র হওয়ায় এ

পদ্ধতিতে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এই প্রতিকূলতা দূর করতে বিজ্ঞানীরা কলের মাছির ড্রোনোফিলিয়া মেলানো গাস্টার এবং সর্বাধুনিক কিছু জেনেটিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। এ পরীক্ষায় দেখা যায় মাছির স্নায়ুকোষের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম থাকলেও তা অতিমাত্রায় সক্রিয় এবং মাছি উড়ন্ত অবস্থায় থাকাকালে ইমেজের প্রবাহ নিখুঁতভাবে প্রক্রিয়াজাত করতে সক্ষম। মাছিরা তাদের আশপাশের জন্তু সম্পর্কে বিপুল পরিমাণ তথ্য যেভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রক্রিয়াজাত করতে পারে তা কোন কম্পিউটারও জত স্বল্প সময়ে করতে পারে না।

এ রহস্য উন্মোচন অর্ধশাতাব্দীর বেশি সশয় ধরে সম্ভব না হলেও আজ মাছির মস্তিষ্কের মোশন ডিটেক্টরের কোষগত গঠন বিন্যাস পরীক্ষা করা কারিগরিভাবে সম্ভব হওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানী আলেকাজান্ডার বোস্ট। তিনি তার সহকর্মীদের নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে এই তথ্য অনুসন্ধান করে চলেছেন।

Ng cvov‡bvi ¶gZv Av‡Q RB I ‡ejx d‡ji

পশ্চিমা বিশ্বের শতকরা ২০ ভাগ মানুষই প্রতিদিন না হলেও মাঝে মধ্যেই ঘুমের ওষুধ খেতে বাধ্য হন। এ রকম ওষুধ ছাড়া যাদের ঘুম আসে না তাদের জন্য সুখবর নিয়ে এসেছেন জার্মানির একদল বিজ্ঞানী। তারা এক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন মানুষ ঘুমের ওষুধের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে পারে জুঁই কিংবা বেলী ফুল। সম্প্রতি দ্য জার্নাল অব বায়োলজিক্যাল কেমিস্ট্রির অন লাইনের মাধ্যমে জানা গেছে ঘুমের যে কোন ওষুধ যেভাবে কাজ করে জুঁই বা বেলী ফুলের সুগন্ধ একইভাবে কাজ করে স্নায়ুতে এনে দেয় প্রশান্তি যা মানুষের চোখে ঘুম আনতে সাহায্য করে। ঘুমের ওষুধের চেয়ে প্রাকৃতিক এই উপাদান বেশি কার্যকরী বলে দাবি করছেন জার্মান গবেষকরা। জার্মানীর ডুশেল ডর্ফ শহরের হাইনরিস হাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলমুট হাস ও ড. ডলগা জেরগেদা এবং বোসুম রূর-এর গবেষকরা একযোগে এই গবেষণা চালান গবেষকদের নেতৃত্ব দেন অধ্যাপক হানজ হাটে। তারা আবিষ্কার করেছেন ঘুমের ওষুধে যে উপাদানটি মানুষের প্রশান্তি এনে দেয় জুই বা বেলী ফুলের সুগন্ধের মধ্যেও একই ধরনের উপাদান রয়েছে। গবেষকরা এ নিয়ে বিশদ আকারে গবেষণা করেছে। প্রায় ১০০ ধরনের সৌরভ নিয়ে মানুষ ও ইঁদুরের উপর চালানো হয় এ গবেষণা। এর মধ্যে এমন দুটি সৌরভ খুঁজে পান তারা, যেগুলোতে রয়েছে বাজারে প্রচলিত ঘুমের ওষুধের মতই শক্তিশালী উপাদান। বিজ্ঞানীরা বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন। শ্বাস নেয়ার সাথে সাথে এই সুগন্ধ ফুসফুস থেকে রক্তে যায় এবং সেখান থেকে মস্তিষ্কে যায়। এই সুগন্ধ মস্তিষ্কে প্রবেশ করলে চোখে ঘুম চলে আসে। প্রকৃতিগতভাবেই জুঁই বা বেলী ফুলের ঘুম পাড়ানোর ক্ষমতা রয়েছে এবং এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও নেই।

gvb‡li gZ MvQI fve‡Z cv‡i

বাংলাদেশের বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু অনেক আগেই আবিষ্কার করেছিলেন গাছের প্রাণ আছে। আছে অনুভূতি ও স্পর্শে সাড়া দেয়ার ক্ষমতা। পোল্যান্ডের গবেষকরা সাম্প্রতিক এ গবেষণার মাধ্যমে জানান, গাছ চিন্তা করতে ও মনে রাখতে সক্ষম। গাছের নাভাস সিস্টেম নিয়ে গবেষণা করছেন পোল্যান্ডের ওয়ারশ ইউনিভার্সিটি অব লাইফ সায়েন্সের গবেষক স্টেনিসল কারপোনস্কি। গবেষণায় দেখা গেছে আলোর মধ্যে থাকা তথ্য মনে রাখে এবং চিন্তা করে গাছ। আলোর তীব্রতা ও ধরন বিষয়ের তথ্য গাছের এক পাতা থেকে আরেক পাতায় একই পথে স্থানান্তরিত হয়। মূলত এ পদ্ধতি মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের মত কাজ করে। আলোর ইলেকট্রো কেমিক্যাল সিগন্যালস কোষের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। আর এই কোষগুলোর গাছের স্নায়ু হিসেবে কাজ করে। গবেষকরা ফ্লুরোসেল ইমেজিং ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণ করেছেন, গাছ সাড়াও দেয়। আর এই সাড়া দেয়ার প্রক্রিয়াটির ফলে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। আর এতে আলো সরিয়ে অন্ধকার করা হলেও এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। আলোর সৃষ্ট ও প্রক্রিয়াটিই গাছের স্মরণ থাকে। আলোর যে তথ্য এনকোডেড করে সেটিই অন্ধকারে মনে রেখে গাছ তার কার্যক্রম পরিচালনা করে।

Mxbj¨vÛ †_‡K wekvj eid LÊ †f‡½ mvM‡i fvm‡Q

গ্রীনল্যান্ডের সবচেয়ে বড় হিমবাহ পিটারম্যান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া টুকরোটি বরফ দ্বীপের মত আর্কটিক মহাসাগরে ভেসে চলেছে।

গত ২৮ জুলাই ও ৫ আগস্ট নাসার একটি স্যাটেলাইট থেকে তোলা দুই রকম ছবি তুলনা করে পিটারম্যান থেকে বড় একটি টুকরো ভেঙ্গে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। প্রায় ২৬০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের টুকরোটির চলার পথের ওপর রয়েছে কানাডার বেশ কিছু তেল উত্তোলন প্ল্যাট ফর্ম এবং জাহাজ পথ। এতে মারাত্মক বিপর্যয়ের আশংকা করছেন বিজ্ঞানীরা। এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের পরোক্ষ প্রভাবে বিভিন্ন দুর্বিপাক সৃষ্টি হচ্ছে। বলে দাবানল, বিভিন্ন প্রান্তে দাবদাহ, রাশিয়া ধোঁয়া দূষণসহ এশিয়ার ভয়াবহ বন্যার পর হিমবাহের এত বড় টুকরো ভেঙ্গে পড়ার ঘটনার সঙ্গে বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার সপক্ষে আর কোন উদাহরণের দরকার পড়ে না যেন। শীতের শুরুর আগে এই বরফ দ্বীপটি যদি সমুদ্রের স্রোতে আরো দক্ষিণে ভেসে চলে যায় তবে ফাউন্ড ল্যাণ্ডের তেল উত্তোলন ও জাহাজ চলাচলের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে পারে। এই জাহাজ চলাচলের পথে গ্রীনল্যান্ডের হিমবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি হিমশৈলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ১৯২২ সালে টাইটানিক জাহাজ ডুবে গিয়েছিল।

কানাডীয় আইস সার্ভিস সংস্থা ধারণা করছে, বরফ দ্বীপটির যাত্রার সময়কাল এক থেকে দুই বছর ধরে চলবে। এ সময়ে অন্য সব হিমশৈল ও সামুদ্রিক দ্বীপের সঙ্গে সংঘর্স লেগে এটি টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। এসব টুকরো তখন বাতাস ও ঢেউয়ের আগাতে গলতে শুরু করতে পারে।

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, গ্রীনল্যান্ডের হিমবাহ ভেঙ্গে প্রতিবচরই অসংখ্য ছোট ছোট বরফে টুকরো আর্কটিক মহা সাগরের পানিতে মেশে। তবে ১৯৬২ সালের পর এবারের টুকরোটি আকারে সবচেয়ে বড় এতে যে পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি রয়েছে তাতে এটি দুই বছর ধরে নিউইয়র্কের হাডসন নদীর সমান জল প্রবাহ ঠিক রাখতে পারবে।

ন্যাশনাল ওশেন এন্ড এইমোস্ফেয়ারিক এডমিনিস্ট্রেশন জানিয়েছে ১৯৭০ সাল থেকে আর্কটিক অঞ্চলের তাপমাত্রা পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের তুলনীয় দ্রুত বেড়ে চলেছে। এ পর্যন্ত সেখানকার তাপমাত্রা আগাই ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৯ সালের পর এ বছরের জুনে এখানে সবচেয়ে কম বরফ মজুদ ছিল।

cv‡_q
gvmAvjv-gvmv‡qj
gnv¤§` ZvRj Bmjvg

mvjv‡Zi Iqv³ cm‡½ :

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সালাতের সময় বা ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, “নিশ্চয় সালাত মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয।” (সূরা নিসা : ১০৩) কোন প্রকার শরয়ী ওযর ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের আগে সালাত আদায় করাও অমার্জনীয় অপরাধ। যারা অবহেলা করে নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করে না পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে তাদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। “তাদের পরে আসলো এমন এক অসৎ বংশধর যারা বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।” (সূরা মারইয়াম : ৫৯) ইবন আব্বাস রাদি, এ আয়াতে উল্লেখিত ‘সালাত বিনষ্ট করা' এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, তারা নির্দিষ্ট সময়ের পরে সালাত আদায় করতো। পবিত্র কুরআনের অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ আরো বলেন, “সে সব সালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ; যারা নিজেদের সালাতে অমনোযোগী, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।” (সূরা মাউন : ৪-৬) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস বলেন, এখানে সালাতে অমনোযোগী বলতে বুঝানো হয়েছে যে, খেল-তামাশায় মগ্ন থাকে এমনকি তাদের সালাতের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। হাদীস শরীফেও সালাতের সময়ের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জিবরীল আলাইহিস ষালাম নিজে এসে রাসূলুল্লাহ স. কে একদিন প্রতি ওয়াক্ত সালাতের প্রথম ওয়াক্ত এবং আরেকদিন প্রতি ওয়াক্ত সালাতের শেষ ওয়াক্ত শিক্ষা দিয়েছেন। মহানবী স. ফজরের ওয়াক্ত ঘোষণা করে বলেন, “ফজরের সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত।” (সহীহ মুসলিম : ১৪১৭) অপর এক হাদীসে এসেছে, আব্দুল ইবন মুসউদ বলেন, আমি নবীজী স. কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট কোন আমলটি অধিক প্রিয়? রসূল স. বলেন, “সময় মত সালাত আদায় করা।” (সহীহ মুসলিম : ১৪০৪) পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের শুরু ও শেষ ওয়াক্ত আলোচনা করবো।

dR‡ii Iqv³ :

সুবহি সাদিক উদয় হওয়ার পর থেকে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত তা অবশিষ্ট থাকে। রাতের শেষ লগ্নে পূর্বাকাশে চওড়া (আড়াআড়ি) যে শুভ্র আভা পরিলক্ষিত হয় তাই হলো সুবহি সাদিক। হাদীসের ভাষায় একে ফাজরে সানীও বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, ফজর দু'টি। প্রথমটি হলো, যার মধ্যে (সাহারী) খাওয়া হালাল তবে ফজরের সালাত হারাম (এটি ফজরে আওয়াল)। আর দ্বিতীয়টি হলো, যার মদ্যে (সাহরী) খাওয়া হারাম তবে ফজরের সালাত বৈধ (এটি ফজরে সানী)। (সহীহ ইবন খুযাইমা : ৩৫৬] এখানে বলা বাহুল্য যে, রাতের শেষলগ্ন প্রথমে একবার পূর্বাকাশ কিছুটা আলোকিত হয়ে কিছুক্ষণ পরে তা দূরীভূত হয়ে যায়। এটাকে ফজরে আওয়াল বা সুবহি কাযিব বলে। এর প্রায় ২০/২৫ মিনিট পর পূর্বাকাশ প্রস্থভাবে পুনরায় আলোকিজত হয়ে ক্রামন্বয়ে দিনের সূচনা হয়। এটাকে ফজরে সানী বা সুবহি সাদিক বলে। জিবরীল আলাহিস সালাম প্রথম দিন সুবহে সাদিকের সময় এবং দ্বিতীয় দিন সূর্যোদয়ের সামান্য পূর্বে ফজরের নামায পড়িয়ে নবী কারীম স. কে বলেছিলে, এর মাঝেই আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য ফজরের সালাতের ওয়াক্ত নির্ধারিত। (সুনান তিরমিযী : ১৪৯) কেউ যদি সূর্য উঠার পূর্বে ফজরের এক রাকাত পায় তবে সে ফজরের সালাত পেয়ে গেলো। সে বাকী রাকাতটিও পড়ে নিবে। তার এ সালাতটি সহীহ হিসেবে গণ্য হবে। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, “তোমাদের কেউ ফজরের এক রাকাত পড়ার পর যদি সূর্য উঠে যায় তবে সে যেন বাকী রাকাতটিও আদায় করে নেয়।” (মুসনাদ আহমাদ : ৮৫৭০) অপর এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন “যে ব্যক্তি সূর্য উঠার পূর্বে ফজরের এক রাকাত পেল সে ফজরের সালাত পেল (অর্থাৎ তার সালাত বিশুদ্ধ)।” (সহীহ মুসলিম : ১৪০৪)

hn‡ii lqv³ :

সর্বসম্মতিক্রমে যুহরের ওয়াক্ত শুরু হয় যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যায়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, “সূর্য হেলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম কর এবং ফজরের সালাত আদায় কর।” [সূরা ইসরা (বনী ইসরাইল) : ৭৯] হাদীস শরীফে এসেছে, জাবির রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. সূর্য হেলে পড়ার পর যুহর পড়তেন।” [সহীহ মুসলিম : ১৪৩৫] আবূ বারযাহ রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. যুহর পড়তেন যখন সূর্য হেলে পড়তো।” [সহীহ বুখারী : ৫৪৭] যুহরের শেষ সময় নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

এক. ইমাম আবূ হানীফা রা. এর মতে মূল ছায়া ছাড়া প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত।

দুই. ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম যুফার, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ রাহ. এর মতে মূল ছায়া ছাড়া একগুণ হওয়া পর্যন্ত। ইমাম হাসান কর্তৃক বর্ণিথ আবূ হানীফার একটি মত এ মতের স্বপক্ষে ঃ। ইমাম তাহাবীও এ মতটি গ্রহণ করেছেন। (চলবে)

cv‡_q

Bmjv‡g nvjvj-nvivg

gvIjvbv Ave`i inxg

গত সংখ্যায় আমরা রোজায় পালনীয়, বর্জনীয় ও সাওম ভঙ্গ হয় না এমন কতিপয় বিষয়ে আলোচনা করেছি। এবার সাওম ভঙ্গের শর্তাবলী সম্পর্কে লিখতে চাই। সাধারণত হায়েয ও নেফাস ব্যতীত সাওম ভঙ্গের অন্যান্য কারণসমূহ যেমন, দিনের বেলায় পানাহার, সহবাস করা, সিঙ্গা লাগানো ও বমি করা এসব কিছু যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ করে তাহলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে, আর যদি অনিচ্ছাবশত হয় তাহলে সাওম ভঙ্গ হবেনা, এসবের জন্য শর্তগুলো হচ্ছে :

প্রথমত : সাওম পালনকারীর জানা থাকতে হবে যে এসকল কারণে সাওম ভঙ্গ হয়ে যায়, যদি না জেনে উপরোক্ত কোন একটি বিষয়ের সাথে যুক্ত হয় তাহলে সাওম ভঙ্গ হবে না, এ ধরনের বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার বাণী হল :

"তোমরা ভুলে যা কর, তাতে কোন অসুবিধা নেই। অবশ্য তোমরা ইচ্ছাকৃঙত যা করছ তার ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে, আর আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল খুবই দয়াবান (আহযাব :৫)

সাওম পালনকারী জানা না থাকার কারণে ধারণা করে হয়ত এ জিনিস দ্বারা সাওম ভঙ্গ হবে অতঃপর সে তা করে অতবা কাজ করা কালে তার অজানা ছিল যেমন– ফজর এর ওয়াক্ত শুরু হয়নি মনে করে সাহরী খায় অথচ ফজর উদিত হয়নি, আবার সূর্য অস্তমিত হয়েছে মনে করে খেয়ে ফেলে অথচ সূর্য অস্ত যায়নি এসব কারণে সাওম ভঙ্গ হবেনা।

"হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) থেকে বুখারীর হাদীস তিনি বলেন আমরা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে ইফতার করেছিলাম এক মেঘলা দিনে। তারপর সূর্যোদয় হয়েছিল (বুখারী) তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পুনরায় সাওম কাযা করার নির্দেশ দেননি, কারণ তাদের সময় অজানা ছিল, যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতি ওয়াসাল্লাম রোজাকে কাজার নির্দেশ দিনে তাহলে তার বর্ণনা থাকত।

দ্বিতীয় : সাওমের কথা স্মরণে থাকা : যদি সাওম পালনকারী সাওমের কথা ভুলে যায়, তাহলে তার সাওম শুদ্ধ হবে, কাযা করতে হবেনা, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

হযরত আবু হুরাইরা (রা.– থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে সিয়াম পালনকারী ভুলে পানাহার করল। সে যেন তার সিয়ামকে পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন (বুখারী মুসলিম)

সুতরাং সিয়াম পূর্ণ করার নির্দেশ সিয়াম সহীহ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। সাওম ভুলে যাওয়া ব্যক্তিকে খাওয়ানো ও পান করানোতে জবাবদিহি করার প্রমাণ বহন করেনা। কিন্তু যখন স্মরণ হয় অথবা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তখনই বিরত থাকবে, এবং যাহা কিছু মুখের মধ্যে থাকে তা মুখ থেকে ফেলে দিবে।

তৃতীয়তঃ সাওম পালনকারী বাধ্য হয়ে যদি সাওম ভঙ্গ করে তার উপর কাযা আবশ্যক। কাফফারা দিতে হবেনা, তবে কোন কোন মাযহাব এর মতে সাওম ভঙ্গ করতে বাধ্য করা হলে এমতাবস্থায় বাধ্য হয়ে সাওম ভাঙ্গলে সাওম ভঙ্গ হবেনা, মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন–

“যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের পর কুফুরী করেছে অবশ্য যাকে কুফুরী করতে বাধ্য করা হয়েছে অথচ তার অন্তর ঈমানে অটল, তার কথা ভিন্ন কিন্তু যে কুফুরী করার জন্য তার মনকে উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উার আল্লাহর পক্ষ থেকে গযব এবং তাদের জন্য মহা শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। (নাহল : ১০৬) (চলবে)

এখন যেটা ফরেন অফিস, সে সময় এটা ছিল ঢাকার কমিশনার অফিস। দোতলায় ডিসির কন্ট্রোল রুম। কন্ট্রোল রুমে ঢুকবার আগে ভোরে শহরে একটা চক্কর দিতে বেরুলাম। সূর্য তখনো ওঠেনি। নবাবপুরে এসে গাড়ির ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেল। আর এগুনো গেল না। রাস্তায় লোকজন নেই তেমন। হেঁটে হেঁটে এলাম অফিসে। একটা জিপ নিয়ে আবার বেরুলাম। এবার গেলাম তেজগাঁও-এর দিকে- পুলিশ কিভাবে অবস্থান নিয়েছে দেখার জন্য। ফিরলাম কার্জন হল হয়ে। হলের কাছে যেতেই ফুল গাছের আড়াল থেকে আমাদের জিপ লক্ষ্য করে তিনটা ইট মারা হল। এরমধ্যে মাত্র একটা আমাদের জিপের কাঁচের উপরকার লোহার রডে লাগল। বডিগার্ডকে নামতে নিষেধ করে আমি জিপ থেকে নেমে দ্রুত ফুল গাছের দিয়ে এগিয়ে গেলাম। আমাকে এগিয়ে যেতে দেখে একজন বা দু'জন যারা ফুল গাছের আড়াল থেকে ইট মেরেছিল, দ্রুত পদে সরে গেল। আমি রসিকতা করে উচ্চস্বরে বললাম, 'তোমরা লেখাপড়া বাদ দিয়ে যা করছ তার নমুনা দেখলাম। তিনটি ইট মেরেছ, তার একটা মাত্র আলতোভাবে আমার জিপের গায়ে লেগেছে। আর এখন আমাকে দেখে পালাচ্ছ, এই বুঝি তোমাদের বীরত্ব? এভাবে কতদূর যেতে পারবে?' বিল্ডিং-এর আড়াল থেকে একটা ছেলে চিৎকার করে বলল, 'নাজির ভাই, আপনি চলে যান, আপনার সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই। আমাদের বিরোধ ঐ পাঞ্জাবী পুলিশের সাথে।' আমি অবাক হলাম। পাঞ্জাবী পুলিশ কোথায়? বুঝলাম আমার উঁচু লম্বা বডিগার্ড দেখে ওরা মনে করেছে ও ব্যাটা পাঞ্জাবী। ভীষণ হাসি পেল। একটু ছেলেমানুষী করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। তাই আবার উচ্চ কণ্ঠে বললাম, 'তোমরা যাকে পাঞ্জাবী মনে করছ আসলে ও বাঙালী, বাড়ি পাবনা।'

ওখান থেকে সোজা কন্ট্রোল রুমে ফিরলাম। একটু পর কমিশনার এস বি চৌধুরী ও আইজি এলেন দেখতে। তাঁদের পরিস্থিতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দিলাম। বললাম, এখন আপনারা দয়া করে কেউ বাইরে যাবেন না। গেলে নিজ দায়িত্বে যেতে হবে। সবাই ব্যস্ত, সুতরাং এসডিও বা অন্য কাউকে এ মুহূর্তে সাথে দেয়া যাবে না।

কিন্তু তাঁরা কেউ আমার কথা শুনলেন না। ড্রাইভার নিয়ে তাঁরা তেজগাঁর দিকে রওয়ানা দিলেন। প্রায় একঘণ্টা পর ওয়ারলেসে দুঃসংবাদ পেলামঃ তাঁরা দু'জন জনতার হাতে আক্রান্ত। জনতা ট্রেন আটকানোর জন্য যখন ফিশ প্লেট তুলছিল, তখন দু'জন এটা বন্ধ করার জন্য জনতার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যান। জনতা তাঁদের দিকে লাইনের পাথর ছুঁড়ে থাকে। এ সময় একটা ট্রেন এসে থামলে তাঁরা দু'জন কোন মতে চালকের রুমে গিয়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু জনতা সেখানেও তাঁদের ওপর চড়াও হয়। অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে তাঁদের। তাঁরা দু'জনই কিছুটা আহত হয়েছেন, তবে মারাত্মক নয়। ত্বরিত একজন সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠালাম কিছু পুলিশসহ তাঁদের উদ্ধারের জন্য।

কমিশনার ও আইজি সাহেবকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হল। তাঁরা পৌঁছেই তাঁদের করুণ কাহিনী শোনাতে লেগে গেলেন। আমাদের সবার ব্যস্ততা এত ছিল যে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ভাষ্য পুরোটা শুনতে পেলাম না। কিছু পরে নারায়ণগঞ্জ থেকে খবর এল যে লোকজন সেখানে থানা আক্রমণ করেছে। এসডিও সাইদ আহাম্মদ থানায় আশ্রয় নিয়েছেন এবং পরবর্তীতে পরিস্থিতির অবনতি হলে তিনি গুলির আদেশ দেন। গুলিতে চারজন লোক মারা গেছে। এদিকে তেজগাঁ থেকেও গুলি চালানর খবর এল। পুলিশের গুলিতে কয়েকজন নিহত হয়েছে।

সারাদিন ধরে বিভিন্ন এলাকা থেকে অশান্তির খবর আসতে থাকল। সদরঘাট এলাকায় গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেল। ট্রেজারীর আশেপাশে বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল ছুঁড়ছে। একজন ডিআইজি ও রফিকুল্লাহ চৌধুরী এডিসি ওখানকার অবস্থা মোকাবেলা করছেন। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করছে। তবে প্রবল বাতাসের কারণে এই কাঁদানে গ্যাস পুলিশকেও কাঁদাচ্ছে।

চিফ সেক্রেটারীর ফোন পেলাম। বললেন নাজির, 'ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। গুলির হুকুম দাও আর ১৪৪ ধারা জারি কর। দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।'

আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল রইলাম। ১৪৪ ধারা জারি করলাম না। জানতাম ১৪৪ ধারা জারি করলে এ পরিস্থিতিতে তা বলবত করা যাবে না। আর এতে অনেক মানুষের প্রাণনাশও ঘটবে। ইপিআর কমান্ডার এসে জানিয়ে গেলেন, স্যার, হামলোগ তৈয়ার হ্যায়, হুকুম কিজিয়ে। বললাম, জরুর তৈয়ার রহিয়ে, ওয়াক্ত আনেপে হুকুম করুঙ্গা।

মোমেন খান সাহেব খুব কঠোর ভাষায় আমাকে আক্রমণ করলেন- ফোনে। বললেন, আপনার হয়েছেটা কি? গুলি চালাচ্ছেন না কেন বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের ওপর? ওরা আপনার বাবা হয় নাকি? মাথা ঠাণ্ডা রেখে বললাম, জ্বি স্যার, আমার একার নয়, আমাদের অনেকেরই বাবা হয় ওরা। নূরুল আমিন সাহেব গুলি চালিয়ে একটা ছাত্র মেরে গতিচ্যুত হয়েছিলেন। এরপরও যদি গুলি চালাতে চান, স্যার, ডিসিকে বদলিয়ে দিন।' লাট সাহেব একটা কথাও বললেন না। শুধু নীরবে রিসিভার রেখে দিলেন।

খবর পেলাম, বিকেল বেলা কার্জন হলে ছাত্রদের একটা সভা হবে। সভাশেষে তারা দলবদ্ধভাবে পুলিশের গুলিতে নিহতদের লাশের সন্ধানে বেরুবে। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে পরিস্থিতি নিশ্চিতভাবে আরো খারাপ হবে। এতে আমরা না চাইলেও গুলি চলবে, আরো লোক মারা যাবে। কাজেই এ সভা যাতে না হতে পারে সে চেষ্টা করতে হবে। কাজটা খুব সহজ নয়। আমার এসপির সাথে পরামর্শ করলাম। ভদ্রলোক পুরাতন মানুষ, ঠাণ্ডা মাথার লোক। এ ব্যাপারে আমরা একমত হলাম, যে দু জায়গায় গুলি হয়েছে- নারায়ণগঞ্জ ও তেজগাঁতে- পরিস্থিতি বাধ্য করেছে স্থানীয় অফিসারদের গুলি চালাতে। নানা উস্কানীর মুখেও আমরা কোথাও গুলি চালাবার আদেশ দেইনি। পারতপক্ষে দেবও না; এড়িয়ে যাওয়াই হবে আমাদের লক্ষ্য।

আমরা ঠিক করলাম কার্জন হলের সভা ভাঙ্গতে হবে। একটা পরিকল্পনাও তৈরি করে ফেললাম। এসপি সাহেব জনা বিশেক তাগড়া হাবিলদার ও সুবেদারসহ নিরস্ত্র করে সাদা পোশাকে আমার সামনে হাজির করলেন। ওদের হাতে বেতের চাবুক দিয়ে বললাম, চূড়ান্ত সংযমের পরিচয় দিতে হবে। প্রয়োজনের বেশি একটা আঘাতও যেন কারো শরীরে না লাগে। কোনমতেই যেন কেউ রক্তাক্ত না হয় এবং ভয় দেখিয়ে যতটা কাজ হাসিল করা যায়- তার চেষ্টা করতে হবে। খুব কৌশলে ছাত্রদের সভায় শ্রোতা হিসাবে যাবেন- ওরা যেন কোনক্রমেই টের না পায়। পুরো অপারেশনের দায়িত্ব ন্যস্ত করলাম সিটি এসপি সাহেবের ওপর। সময়ও বেঁধে দিলাম। মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে মিশন সফল করতে হবে।

অপারেশনে যাবার কালে ওদের সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম, মহিলাদের ওপর যেনো কোন এ্যাকশন না নেওয়া হয়। তারা যাই কিছু করুক, তাদের আঘাত করা যাবে না। যদি এর ব্যতিক্রম হয়, তবে আমাদের মিশন সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে গণ্য হবে এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। আমাদের এই মিশন ষোলআনা সফল হল। ছাত্রদের সভা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কে কোথায় চলে গেল, কে জানে- এ ধরনের ব্যবস্থার সাথে

ছাত্ররা মোটেই পরিচিত নয় বলে হয়তো এটা এতটা কামিয়াব হল। আমি স্বস্তি বোধ করলাম এই ভেবে যে, ছাত্ররা লাশ নিয়ে মিছিল করতে গেলে হয়তো বা অকালে অনেকগুলো প্রাণ ঝরে পড়তো।

একদিকে স্বস্তিবোধ করলেও অন্যদিক থেকে অশান্তির খবর এল। ঠিক সন্ধ্যাবেলা খবর এল সদরঘাট এলাকা থেকে পুলিশের গুলিতে তিনজন মারা গেছে ঘটনাস্থলেই। ট্রেজারীর দরজায় এক সুবেদার কর্মরত ছিল। উত্তেজিত জনতা কয়েকবার তার ওপর চড়াও হবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সফল হয়নি। সম্ভবত সংখ্যায় তারা খুব বেশি ছিল না। পরে আরো লোক জমা হয়ে ট্রেজারীর ওপর ভয়ানক আক্রমণ করে। সুবেদারের শুধু ধৈর্যচ্যুতিই ঘটেনি, আত্মরক্ষার জন্য সে গুলি চালায়। তাছাড়া ট্রেজারী লুট হবার আশংকাও ছিল।

নারায়ণগঞ্জ, তেজগাঁও ও সদরঘাট- এই তিন জায়গায় গুলি চলেছে। মৃতের সংখ্যা এগার। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তদানীন্তন আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব জহিরুদ্দিনের সহযোগিতা নিলাম। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নিজের গাড়িতে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তা ঘুরলাম। তাঁকে বললাম, কোন সরকারই লাশ জনতার হাতে তুলে দেবে না। সুতরাং তাঁর দলের এই দাবী প্রত্যাহার করতে হবে। তিনি রাজি হলেন। তবে চাইলেন গায়েবানা জানাজার নামাজ যাতে নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁকে জানালাম, মৃতের মধ্যে অমুসলিমও আছে। তাঁকে কথা দিলাম নামাজে জানাজায় কোন বাধা দেয়া হবে না এবং আমি নিজেও তাতে শরীক হবো বলে জানিয়ে দিলাম।

এরই মধ্যে একটা উত্তেজনাকর খবর পেলাম। আদমজী থেকে একটা বিরাট মিছিল আসছে ঢাকায়। এ ধরনের একটা মিছিল সত্যি সত্যি ঢাকায় ঢুকলে তা সামাল দেয়া হবে দুস্কর। সুতরাং মিছিল যাতে ঢাকা শহরে ঢুকতে না পারে সেজন্য ইপিআরকে ডেমরার কাছে মোতায়েন করা হল। আসলে এটা ছিল একটা গুজব। এ ধরনের সংকটের সময় নানা রকম গুজব জন্ম নেয়। গুজব সংকটকে আরো ঘনিভূত করে, আরো মারাত্মক করে তোলে। (চলবে)

Avcbvi ¯v¯¨

igRv‡b Lv`¨vf¨vm

Wvt †gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb GdAviwmwc

মাহে রমজান মুসলমানদের জীবনে বয়ে নিয়ে আসে রহমত, বরকত ও মাগফেরাত। রাসূল (সাঃ) একবার খোতবা দেয়ার জন্য মিম্বারে উঠছেন। মিম্বারের প্রথম সিঁড়িতে উঠেই বললেন আমিন, দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠে বললেন আমীন, তৃতীয় সিঁড়িতে উঠে বললেন আমিন। সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আপনি আজ মিম্বারে উঠে কেন পরপর তিনবার আমিন বললেন।

রাসূল (সাঃ) বললেন, আমি যখন মিম্বারের প্রথম সিঁড়িতে উঠলাম তখন জিব্রাইল (আঃ) বললেন- যেই ব্যক্তি রমজান মাস পেল অথচ তার গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারল না তার উপর লা'নত বর্ষিত হোক। আমি বললাম, আমিন। দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠলে বললেন- যেই ব্যক্তি মা-বাবাকে পেল অথবা মাকে বা বাপকে পেল অথচ তাদের সেবা করল না, তার উপর লা'নত বর্ষিত হোক, আমি বললাম আমিন। মিম্বারের তৃতীয় সিঁড়িতে উঠলে বললেন- যে ব্যক্তি আপনার নাম শুনে দরুদ পড়ল না তার উপরও লা'নত বর্ষিত হোক। আমি বললাম আমিন।

একজন মুসলমানের জন্য রমজান মাস প্রশিক্ষণের মাস। রমজান মাস আত্মশুদ্ধির মাস। রমজান মাস সকল প্রকার পাপমোচনের মাস। রমজান মাসে আমরা দেহমনের পবিত্রতা অর্জন করে থাকি। দেহের পবিত্রতা অর্জনের জন্য আমাদের যেসব দিকে নজর দেয়া দরকার-

এক: রমজানের পানাহার অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। দুই: খাবার রুচিশীল হতে হবে। তিন: খাবার সাধারণ মানের হলেই ভাল। চার: অতিমাত্রায় গ্যাস হয়, এসিড হয়, হজমে অসুবিধা হয় এমন খাবারগুলো না খাওয়া ভাল। পাঁচ: খাবার জীবানুমুক্ত তরতাজা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এইসব মূলনীতির আলোকে রমজানের খাবারকে যেভাবে সাজানো যায় যেমন- প্রথম মেনু: হালকা ইফতার, সন্ধ্যারাতের খাবার ও শেষ রাতের সাহরী।
দ্বিতীয় মেনু: ভারী মানের ইফতার ও শেষ রাতের সাহরী।
হালকা ইফতারী: খেজুর, সরবত, চিড়া-মুড়ি।
ভারী ইফতার: হালকা ইফতারীর সাথে ছোলা, পিঁয়াজু, নুডুলস, ফল-ফলাদী, পায়েস, সেমাই ইত্যাদি।
রাতের খাবার: মাছ-ভাত, শাক-সবজী, ডাল-ভাত তথা মাছে-ভাতে বাংগালী এমন খাবার খেলেই ভাল। গোস্ত হলে সামান্য মুরগি, গরু-খাসী একটু চলতে পারে। তবে অতিমাত্রায় খাবার খেলে তারাবীর নামাজ আদায়ে সমস্যা হবে।

সাহরী: শেষ রাতের খাবারও সাধারণ মানের হলেই ভাল। আমাদের কোন কোন অঞ্চলে নারিকেল, বিরিয়ানী, পোলাও, খিচুড়ী ইত্যাদির মহড়া বসে যায়। এইসব খাবার খেয়ে সারাদিন গ্যাস, পেটব্যথা ইত্যাদিতে ভুগে রোজায় কষ্ট পায়। রমজানের শেষ রাতের খাবার তথা সাহরীও সাধারণ বাংগালী খাবার হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

খাবারের ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা: রাস্তার ধারের খাবার-দাবার বর্জন করতে হবে। খাবার মান সাধারণ মানের হতে হবে। রমজান কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাস। এই মাসে যতটা পারা যায় সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত

হতে হবে। এতে করে বাজারে দ্রব্যমূল্যের উপরও কিছুটা চাপ কমবে। অসাধু ব্যবসায়ীদের মুনাফাখোরীর যাঁতাকল থেকে দরিদ্র জনসাধারণ কিছুমাত্রায় হলেও রেহাই পাবে।

মুসলিম সমাজে রমজানে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাওয়ার কথা ছিল। বিশ্বের অনেক মুসলিম দেখেই রমজানে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়। ব্যবসায়ীরা কম মুনাফা বা ভর্তুকি দিয়ে দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রয় করে এর লক্ষ্য সওয়াব অর্জন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম এই মুসলিম দেশে দেখা যায় এর বিপরীত চিত্র। এতে আমাদের রোজা পালনের চিত্রটা বাস্তবে কতটুকু তা একবার ভেবে দেখা দরকার।

রোজা রাখার মানে সারাদিন খুৎ-পিপাসায় কষ্ট পাওয়াই নয়। রোজা মূলত দেহের রোজা এবং মনের রোজা উভয় রোজাকেই বুঝায়।
১. দেহের রোজা: সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার ও বৈধ যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা। সাথে সাথে শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযত আচরণও দেহের রোজার মধ্যে পড়ে। যেমন- চোখের রোজা এমন কিছু না দেখা, যা আল্লাহ দেখতে নিষেধ করেছেন। কানের রোজা হল এমন কথা না শোনা যা আল্লাহ শুনতে নিষেধ করেছেন। তদ্রূপ হাত ও পায়ের রোজা হল এমন রোজা যা হাত-পা দিয়ে করবেনা যা আল্লাহ করতে নিষেধ করেছেন।

রোজা রেখে মিথ্যা বলা, গীবত করা, ওজনে কম দেয়া, কালোবাজারী-মজুদদারী করা ব্যক্তির খুৎ-পিপাসা কষ্ট করা বই আর কিছু না।

একদিন এক রোজাদার মহিলাকে রাসূলে খোদা (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে আসা হলো। মহিলা রোজা রেখে খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। রাসূলে খোদা (সাঃ) বললেন একটা পিয়ালা নিয়ে আস। পেয়ালাটা ঐ মহিলার মুখের সামনে ধরে তাকে হা করতে বলা হলে তার ভিতর থেকে রক্তের টুকরো বের হয়ে এলো। রাসূলে খোদা (সাঃ) বললেন, এই মহিলা রোজা রেখে সারাদিন গীবত করেছে। তাই এমন হয়েছে।
চেম্বার : মেডিনোভা, ৫/এ, ধানমন্ডী, ঢাকা।

Avcbvi wRÁvmv

Reve w`‡"Qb - gvIjvbv Aveyj Kvjvg Avhv`

ZvQwbg

প্রশ্ন - ০১. কোরআন হাদীসে কোথাও সরাসরি এমন কোন কথা আছে কি যে গান বাজনা করা যাবে না?

উত্তর : সরাসরি নিষেধ করা না হলেও হাদীসে রয়েছে যে কেয়ামতের আলামত সমূহের অন্যতম হচ্ছে বাদ্যযন্ত্রের আধিক্য। এই হাদীসের কারণে আলেম-ওলামাগন মনে করেন যে এটি ইসলামে নিষেধ। তবে সরাসরি এটাকে হারাম হিসেবে অভিহিত করা হয় নাই। আল্লামা ইউসুফ আলকারদাভীর লিখিত "ইসলামে হালাল হারামের বিধান" বইটি পড়লে বিস্তারিত জানা যাবে। গানের কথা অশ্লীল বা দ্বীন বিরোধী না হলে গান বৈধ। তবে বাজনার আধিক্য ইসলামে অনুমোদন যোগ্য নয়।

Rnxi

প্রশ্ন - ০২. আসলে কত কিলোমিটার গেলে কসর নামাজ পড়তে হবে?

উত্তর : কিলোমিটারের কথা বলা না হলেও হিসেব করে দেখা যায় যে কমপক্ষে ৪৮ মাইল দূরত্বে গেলে কসর নামাজ পড়তে হয়। তবে রাসুল (স:) এর চাইতে কম দূরত্বে গিয়েও কসর পড়েছেন- এটিরও সহীহ দলীল রয়েছে।

wgV, wm‡jU

প্রশ্ন - ০৩. অনেকে বলেন যে মেয়ের বিয়ে দিয়ে বা কোন ঝামেলা থাকলে তা মিটিয়ে না গেলে হজ্জ হবে না। কথাটি কি ইসলামসম্মত?

উত্তর : হজ্জে যাবার আগে সব ঝামেলা মিটিয়ে, প্রয়োজন মিটিয়ে যাওয়াটাই উত্তম। তবে এ সব করে না গেলে হজ্জ হবে না এমন কোন কথা ইসলামসম্মত নয়।

প্রশ্ন - ০৪. শশুর-শাশুড়ীর কথা মানেনা এমন ছেলের বৌয়ের সাথে কী করা উচিত?

উত্তর : ছেলের বউ শশুর-শাশুড়ীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করবেন, সম্মান করবেন, এটাই ইসলাম বলে। আর স্বামী যদি কোরআন হাদীসের বাহিরে কিছু না বলে তাহলে স্বামীর কথা মত স্ত্রী চলবে, এটাই ইসলামের বিধান। আর শশুর-শাশুড়ী ছেলের বউকে ভালবাসবেন, এটাই ইসলামের বিধান। ছেলের বৌকে দোষ দেয়ার প্রবণতা ভাল নয়। আল্লাহর কাছে জবাব দিহিতা ছেলের বৌ এবং শাশুড়ী উভয়ের জন্য বর্তমান রয়েছে।

bvg cKv‡k Awb"QK

প্রশ্ন - ০৫. ৫ (পাঁচ) মাসের মাথায় আমার বাচ্চা হঠাৎ করে ডেলিভারী হয়ে যায়। ৪ (চার) ঘন্টা জীবিত থাকার পরে ছেলেটি মারা যায়। অনেকে বলেছে তার নাম রাখতে হবে এবং আক্বীকা করতে হবে। কথাটি কি সত্য?

উত্তর : জ্বী হ্যাঁ, ঐ বাচ্চার আক্বীকা করা উচিত। নাম রাখলেও অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন-০৬. আমার ভুলের কারণে কি আমার বাচ্চা হঠাৎ ডেলিভারী হয়েছে এবং মরে গিয়েছে? আমার মনে হচ্ছে আমার কারণে আল্লাহ নারাজ হয়ে এমনটি করেছেন। এটাকি হতে পারে?

উত্তর : এ ধরনের চিন্তা করা মোটেই উচিত নয়। এ ধরনের চিন্তা, দূর্ভাবনা মনে আসা শয়তানের ওয়াসওয়াসা। রাসূল (স:) বলেছেন, তোমাদের কোন বিপদ হয়ে গেলে তোমরা এটা বলোনা যে হায় যদি এটা করতাম তাহলে এটা হতোনা, বরং আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে। অতএব এ ধরনের চিন্তা মনে আসলে শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে হবে।

bvg cKv‡k Awb”QK

প্রশ্ন - ০৭. বিয়ে করার ক্ষেত্রে কী বিবেচনায় রাখতে হবে?

উত্তর : বিয়ের ক্ষেত্রে- ইসলামের দৃষ্টিতে প্রথমে দেখতে হবে তিনি আল্লাহভীরু কিনা, ঈমানদার, পরহেজগার কিনা। আচরণ,সৌন্দর্য্য,পারিবারিক অবস্থান, সামাজিক মর্যাদা এগুলোও দেখতে হবে। নিজেদের সাথে অবস্থানগত সমতাও বিবেচ্য বিষয়।

প্রশ্ন - ০৮. বাবা-মা এর অমতে বিয়ে করলে সেই বিয়ে কি হবে?

উত্তর : গার্ডিয়ানের সম্মতি নিয়েই বিয়ে করা উচিত। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে গার্ডিয়ানের অমতে বিয়ে করলে কারও কারও মতে সে বিয়ে শুদ্ধ হয় না। তবে ছেলে-মেয়ে বালেগ হলে ২জন সাক্ষী রেখে মোহরানা নির্ধারণ করে উভয়ের সম্মতিতে বিয়ে হলে সে বিয়ে শুদ্ধ হবে। এ ধরনের মতও রয়েছে।

প্রশ্ন - ০৯. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই যিকির করলেই চলবে নাকি এর সাথে দরুদ পড়তে হবে?

উত্তর : শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়লেও হবে সাথে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (স:) ও পড়তে পারেন। তবে শুধু লাইলাহা ইল্লাল্লাহ-ই একটি পরিপূর্ণ এবং ফজিলতপূর্ণ যিকির।

প্রশ্ন - ১০. তাহাজ্জুদ নামাজ কি তিনবার কুলহু আল্লাহ সুরা দিয়ে পড়তে হবে?

উত্তর : তিনবার সুরা এখলাছ দিয়ে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। যে কোন সুরা দিয়ে যে কোন নামাজ পড়া যায়। কোন নামাজের জন্য কোন সুরাকে নির্দিষ্ট করা হয় নাই।

iweDj nweMÄ

প্রশ্ন - ১১. সাধারণত দেখা যায় জুমার দিন বয়স্ক-দাড়িওয়ালা মুসল্লীরা আগে না এসেও সামনের কাতারে বসেন। আর ২৫ - ৩০ বছর বয়সী মুসল্লীরা আগে আসলেও পিছনে দিয়ে দেওয়া হয়। কাজটি কি সঠিক?

উত্তর : জ্বী না, এ কাজটি সঠিক নয়। যিনি আগে আসবেন তিনি আগে বসবেন এটাই নিয়ম। আর এখানে প্রথম কাতারে বসলে ছাওয়াবও বেশি হবে। সুতরাং এটা আদবের ব্যাপার নয়। এটা প্রতিযোগিতার বিষয়। এই প্রতিযোগিতা ছাওয়াবের, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের, জাহান্নাম থেকে বাঁচার প্রতিযোগিতা। তাই যিনি আগে আসবেন তিনি প্রথম সারিতে বসবেন। বয়স বেশি বলে পরে এসেও সামনের সারিতে বসতে চাওয়াটা অন্যায় এবং সামনের সারির মুসল্লী তার জায়গা ছেড়ে পিছনে আসাও অন্যায়।

bvg cKv‡k Awb”QK

প্রশ্ন - ১২. আমার স্বামী আমাকে বলেছিলো তুমি আমাকে ছেড়ে যেওনা। আমিও কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে নানা অসুবিধার কারণে কথা রাখতে পারিনি, স্বামীকে ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হই। এটা কি অন্যায় হয়েছে? এখন করণীয় কী?

উত্তর : স্বামীকে ছেড়ে যাবনা এটাইতো স্বাভাবিক। এখানে কথা দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। দু'জন দু'জনের সাথে থাকবে এটাই নিয়ম। ওয়াদা করেই তো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। আর ওয়াদা না করেও আপনি স্বামীকে ছেড়ে চলে গেলে তাতে কোন অন্যায় হতো না- বিষয়টি কিন্তু এমন নয়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই একসাথে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক, এটাই সত্য। আলাদা হওয়াটাই অন্যায়, অস্বাভাবিক। আপনারা তাই একসাথেই বসবাস করুন। অবশ্য আপনি বলেননি যে কোথায় যাওয়ার কথা কোত্থেকে যাওয়ার কথা।

bvg cKv‡k Awb”QK

প্রশ্ন - ১৩. আমার ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার স্বর্ণ রয়েছে। এর যাকাত কত দিতে হবে?

উত্তর : আপনার উক্ত টাকা থেকে ২০% টাকা বাদ দিয়ে যত টাকা হবে তার ওপরে শতকরা আড়াই টাকা (একশত টাকায় আড়াই টাকা) হারে যাকাত আদায় করতে হবে। কারণ আপনি বিক্রি করতে গেলে ১লক্ষ ৭০ হাজার টাকা পাবেন না। তাই ২০% বাদ দিয়ে হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন - ১৪. যাকাত যাকে দিব তাকে কি বলে দিতে হবে যে এটা যাকাতের টাকা?

উত্তর : জ্বী না, যাকাতের টাকা না বলে দিতে হবে। এটা যাকাতের টাকা এই কথা উল্লেখ করে যাকাত দিতে হবে এরকম ধারণা- কুসংস্কার এবং অজ্ঞতা প্রসূত।

প্রশ্ন - ১৫. যাকাতের টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে কি গরীব আত্মীয়দের অগ্রাধিকার দিতে হবে? কারণ হাদীসে গরীব আত্মীয়দের হকের কথা বলা হয়েছে।

উত্তর : জ্বী হ্যাঁ, গরীব আত্মীয়দের সাহায্য করার কথা হাদীসে বলা হয়েছে, তবে সেটা কেবল যাকাতের ক্ষেত্রে নয়। আপনার অর্থের শতকরা আড়াই টাকা যাকাত দিতে হবে। আর এই আড়াই টাকা আপনার টাকা নয়। এটা গরীবের হক। গরীব নিকট আত্মীয়কে ঐ আড়াই টাকার বাইরের অর্থ থেকে সাহায্য করা উচিত। কারণ আপনার টাকার মধ্যে আত্মীয়ের হক রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় গরীব আত্মীয়দের চেয়ে অনাত্মীয় কেউ আরও বেশি অভাবী তখন তাকে যাকাত দিতে হবে। যাকাত দেওয়ার সময় বিবেচনা করতে হবে কে বেশী নিঃস্ব। তবে আত্মীয় যদি বেশী অভাবী হয় সেক্ষেত্রে তাঁকে যাকাত দেওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে পারেন।

প্রশ্ন - ১৬. আমার স্বামী ফজরের নামাজ দুই রাকাত পড়েন। পুরুষদের কি দুই রাকাত পড়লেই হবে?

উত্তর : মহিলা এবং পুরুষ উভয়ের জন্যই নামাজের নিয়ম এক। ফজরে- ২ রাকাত ফরজ ২ রাকাত সুন্নত। ফরজ ২ রাকাত গুরুত্বপূর্ণ, সুন্নত পড়লে অধিক সাওয়াব পাওয়া যাবে। তবে তিনি যেহেতু ফরজ ২ রাকাত পড়ছেন সেহেতু তিনি ফরজ না পড়ার শাস্তি থেকে বেঁচে যাবেন। ফজরের সুন্নত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে হ্যাঁ একেবারে না পড়ার চেয়ে শুধু ফরজ পড়াও ভাল।

†i‡eKv mjZvbv, A‡gwiKv

প্রশ্ন – ১৭. আমি ছাত্রী জীবনে অনেক নামাজ ছেড়ে দিয়েছি। এ ব্যাপারে করণীয় কী?

উত্তর : পিছনের ঐ নামাজের জন্য আপনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন এবং ভবিষ্যতে আর কোন নামাজ না ছাড়ার প্রতিজ্ঞা করবেন এবং তা পালন করবেন। অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন।

kvnxb, XvKv

প্রশ্ন - ১৮. সাধারণত দেখা যায় কোন হুজুর কোরবানীর পশু জবেহ করে দিয়ে কিছু টাকা নিয়ে থাকেন। এটা কি জায়েজ?

উত্তর : জ্বী হ্যাঁ, এটা বৈধ।

প্রশ্ন-১৯. বিধর্মীরা কি বেহেস্তে যাবে?

উত্তর : আসলে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবেনা। মুসলমান নামধারীও যদি কেহ আল্লাহ, আখেরাত, রাসুল এবং কোরআনকে অস্বীকার করে তাঁর ক্ষেত্রেও একথা প্রজোয্য। ইসলাম গ্রহণ না করে কেউ বেহেস্তে যেতে পারবে না।

Rwn`, wR Gg, ˆPZx M"c

প্রশ্ন - ২০. ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন মতানৈক্য সৃষ্টির কারণ কী?

উত্তর : আসলে মতানৈক্য ইসলামে নয় মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে নবী যখন থাকেন না তখন বিভিন্ন দল মত সৃষ্টি হয়। সকলে হয়তো এক নেতৃত্ব পছন্দ করেন না। কোন খলীফা না থাকলে মানুষ নিজেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ইসলাম পালন করেন। এটা নাজায়েজ নয়। তবে এ ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু মনোভাব থাকতে হবে।

প্রশ্ন - ২১. কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের বর্তমান যুগের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য আধুনিক শিক্ষা দেওয় যায় কি?

উত্তর : জ্বী হ্যাঁ, কওমী মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীর মধ্যে আধুনিক জ্ঞান বা শিক্ষার সংযোজন যেমন প্রয়োজন তেমনি আধুনিক শিক্ষায় যারা শিক্ষিত হচ্ছেন তাঁদেরকেও ইসলামী শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করা উচিত। অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। কওমী মাদ্রাসার ছাত্ররা হয়তো বর্তমান যুগে কোথাও চাকুরীর ক্ষেত্রে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছেনা। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতরাও আখেরাতের জ্ঞান লাভ করতে পারছেনা। এটা খুবই ভয়াবহ।

†gv: Rwn`j nvmvb, AwRgci

প্রশ্ন-২২. খাবার সময় সালাম গ্রহণ করা কি গুনাহ?

উত্তর : জ্বী না, খাবার সময় সালাম দেয়া বা গ্রহণ করা গুনাহ- এধরনের কোন কথা কোরআন-হাদীস থেকে পাওয়া যায় না। তবে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে- খাবার সময় গলায় ভাত আটকে যাওয়ার আশংকা বা অন্য কোন কারণে কথা বার্তা না বলাই ভালো।

প্রশ্ন-২৩. শহীদের সংজ্ঞা কী? কাদেরকে শহীদ বলা যাবে?

উত্তর : শহীদ শব্দের অর্থ হলো সাক্ষ্য। ইসলামের পরিভাষায় তাঁকে শহীদ বলা হয় যিনি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, 'আমি জীবনের সকল ক্ষেত্রে তোমাকে মেনে চলবো'। যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি মূলতঃ শাহাদা পেশ করেন। অর্থাৎ তিনি আল্লাহর কাছে জান মাল বিক্রি করে দেন জান্নাতের বিনিময়ে। কোরআন মাজীদে আল্লাহ বলেছেন, "নিশ্চই আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মোমেনদের কাছ থেকে তাদের জান

ও মাল কিনে নিয়েছেন, তাঁরা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করবে, প্রয়োজন হলে মারবে অথবা মরবে"। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাসুল (স:) এর প্রদর্শিত পথে চলতে গিয়ে যদি কেউ হকের জন্য বাতিলের মোকাবেলায় জীবন দেন তাহলে তাঁকে শহীদ বলে।

Avej Kv‡kg

প্রশ্ন-২৪. "যে আযাবটি কাছে এসে গেছে সে সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিলাম। যেদিন মানুষ সবকিছু দেখবে যা তার দুটি হাত আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে এবং কাফের বলে উঠবে হায়! আমি যদি মাটি হতাম!"(সুরা নাবা-৪০) আয়াতটি বুঝতে চাই, "আযাবটি" কি? কাছে এসেছে মানে কি? সতর্ক করে দিলাম, দু'টি হাত আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে, যদি মাটি হতাম এর মানে কী?

উত্তর : এখানে হাশরের ময়দানের পরিবেশ কেমন হবে সে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দুনিয়াতেই আল্লাহ সতর্ক করেছিলেন, আযাব থেকে বাঁচার উপায় বলেছিলেন কোরআন এবং রাসুলের মাধ্যমে এবং হাশরের ময়দানে মানুষ যা দুনিয়ায় করেছিলো তার বিবরণ আমল নামার মাধ্যমে হাতে দেওয়া হবে। আমরা যা করছি সব কিছু আল্লাহর কাছে চলে যাচ্ছে। সেগুলো সেদিন দেখানো হবে। আর এসব শাস্তি দেখে অমান্যকারীরা বলবে হায়! আমরা যদি মাটি হয়ে যেতাম। কারণ জীব-জন্তু, গাছ-পালার কোন শাস্তি হবেনা। তারা মাটি হয়ে যাবে। সে কথাই আয়াতটিতে বলা হয়েছে।

†gv: gvm`, †mŠ`x Avie

প্রশ্ন-২৫. সৌদী আরবে একামতের সময় একবার করে হাইয়া আলাস্ছলাহ হাইয়া আলাল ফালাহ, ইত্যাদি বলা হয়। তাঁরা বলে-দু'বার করে বললে হবে আজান আর একবার করে বললে হবে একামত। কোনটি সঠিক?

উত্তর : সৌদী আরবের এই নিয়ম সঠিক এতে কোন ভুল নেই। আর আমাদের নিয়মও বেঠিক নয়। তবে আপনি তাদের নিয়ম অনুসরণ করতে পারেন।

প্রশ্ন-২৬. আমার পিঠে এবং বাহুতে লোম আছে এগুলো ফেলে দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : এগুলো যদি ক্ষতির কারণ হয় তবে ডাক্তারের পরামর্শে ফেলে দিতে পারেন। নাহলে ফেলে দেয়া উচিত হবেনা।

প্রশ্ন-২৭. মেয়েদের সাথে ছেলেদের বন্ধুত্ব কি জায়েজ?

উত্তর : ছেলেদের সাথে মেয়েদের অবাধ মেলা-মেশা বন্ধুত্বের নামে বেহায়াপনা এগুলো একদম নাজায়েজ। ইসলামে শালীনতার যে সীমারেখা দেয়া আছে তার ভিতরে অবস্থান করতে হবে, এর বাহিরে যাওয়া যাবে না। বিবাহ পূর্ব বেগানা নারী-পুরুষের ভালোবাসা ইসলামে অবৈধ।

mwgbv AvRgvb, Av‡gwiKv

প্রশ্ন-২৮. অন্যায়ভাবে কাউকে কোন দোষারোপ করা কি নাজায়েজ? এর জন্য কি শাস্তি পেতে হবে?

উত্তর : জ্বী হ্যাঁ, এ ধরণের কাজ খুবই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ধরণের কাজের জন্য আল্লাহ খুবই কঠিন শাস্তি দিবেন। অন্যায়ভাবে কাউকে দোষারোপ করা কি জায়েজ হতে পারে?

প্রশ্ন-২৯. আমার আম্মার নাকে নাকফুল ছিলো সেটা খুলে ফেলেছেন এবং ছিদ্রও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় অযু হবে কি?

উত্তর : জী হ্যাঁ, এ অবস্থায় অযু হবে। তিনি স্বাভাবিক ভাবেই অযু করবেন। এতে কোন সমস্যা হবে না।

iwdK nvmvb, XvKv

প্রশ্ন-৩০. সুদ এবং লাভের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : লাভ হচ্ছে কেনা-বেচার মাধ্যমে যে অতিরিক্ত টাকাটা পাওয়া যায়। আর সুদ হচ্ছে টাকা দিয়ে যে অতিরিক্ত টাকা পাওয়া যায়। কাউকে শুধু টাকা দিয়ে নির্দিষ্ট ব্যবধানে ঐ টাকার চাইতে বেশি টাকা নেওয়াটা সুদ। আর টাকা দিয়ে মাল কিনে কিছু বেশি টাকায় তা বিক্রি করাটা হচ্ছে ব্যবসা এবং লাভ।

nvRx bi“Ïxb

প্রশ্ন-৩১. ওমরাহ হজ্জ এবং বড় হজ্জের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : ফরজ হজ্জের সাওয়াব ওমরাহ হজ্জের চাইতে অনেক বেশি এবং হজ্জ ফরজ হয় ওমরাহ কারও ওপর ফরজ হয় না। হজ্জের নির্দিষ্ট মাস রয়েছে। ওমরাহ যে কোন মাসে করা যায়। হজ্জের মাস হচ্ছে- জিলহজ্জ মাস।

প্রশ্ন-৩২. মৃত বাবা-মায়ের জন্য উপকারী কাজ সন্তানের জন্য কী?

উত্তর : সন্তান মৃত বাবা-মায়ের জন্য দোয়া করবে। নিজে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে কোরআন-হাদিস অধ্যয়ন করবে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে। রোজা রেখে, দান খয়রাত করে বাবা-মায়ের জন্য দোয়া করতে হবে। সব সময়ই মা-বাবার জন্য দোয়া করা যেতে পারে।

†kL nvi“bvi iwk`

প্রশ্ন-৩৩. বদলি হজ্জের বিধান কী? এটি কে করতে পারে?

উত্তর : যদি কারও এমন হয় যে তাঁর টাকা-পয়সা আছে, হজ্জ ফরজ হয়েছে কিন্তু শরীরিকভাবে তিনি স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়েছেন- তাহলে তিনি অন্য কাউকে দিয়ে হজ্জ করিয়ে নিবেন এবং এটি করাতে হবে এমন লোককে দিয়ে যিনি আগে হজ্জ করেছেন।

প্রশ্ন-৩৪. মহিলাদের কাবিনের টাকা দিয়ে ব্যবসা করে যদি কোটি টাকার মালিকও হন তাহলে তার যাকাত দিতে হয় না। এ ধরণের কথা কি ইসলামসম্মত?

উত্তর : জ্বী না, এ ধরনের কোন কথা কোরআন-হাদিসে পাওয়া যায় না। সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ, সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা তার সম পরিমান মূল্যের টাকা ১ বছর পর্যন্ত কারও কাছে থাকলেই তাঁকে যাকাত দিতে হবে। সেটা মোহরানার টাকাই হোক আর যে টাকাই হোক। তবে অবশ্যই হালাল টাকা হতে হবে।

bvg cKv‡k Awb”QK

প্রশ্ন-৩৫. আমার জমা টাকার সমপরিমান ঋণ আছে। এ ক্ষেত্রে যাকাতের নিয়ম কী?

উত্তর : আপনার টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে হবে আগে। আর ঋণ যদি মেয়াদী হয় তাহলে এক বছরে যেটা আদায় করতে হবে সেটাই ঋণ হিসেবে দেখাতে হবে। বাকী টাকা থেকে ঐ পরিমাণ বিয়োগ করে যা

থাকে তার যাকাত আদায় করতে হবে। ঋণ এবং নগদ টাকা পাশাপাশি চলতে থাকা উচিৎ না। আপনি ঋণ পরিশোধ না করলে নগদ টাকার যাকাত কেন দেবেন না?

প্রশ্ন-৩৬. কোন চাকুরীজিবীকে না জানিয়ে যাকাত দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : যাকাত না জানিয়েই দিতে হয়। তবে চাকুরীজিবী যদি যাকাত পাওয়ার যোগ্য হয় তাহলে দেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের আশে পাশে আরো বেশি অসহায় অনাথ লোক রয়েছে যারা যাকাত পাওয়ার জন্য বেশি হকদার।

প্রশ্ন - ৩৭. একজন মুসলমান কি বীমা করতে পারেন?

উত্তর : বীমা যদি ইসলামী হয় তাহলে সেটি করা যাবে। সাধারণ বীমার মধ্যে তিনটি বিষয় থাকে যা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। ১. সুদ ২. অনিশ্চয়তা ৩. জুয়া। এই তিনটি বিষয় ইসলামী বীমায় থাকে না তাই এটা বৈধ। কোন ইসলামী বীমা অফিসে যোগাযোগ করে এই তিনটি বিষয় আপনি বিস্তারিত জেনে নিতে পারেন।

ওমর ফারুক, সৌদী আরব

প্রশ্ন-৩৮. কোন ডায়াবেটিক রোগীর রোজা অবস্থায় যদি সুগার নিল হয়ে যায় তখন তিনি কী করবেন?

উত্তর : এ অবস্থায় সাথে সাথে তাকে চিনি খেতে হবে। রোজা ছেড়ে দিবেন। পরবর্তীতে তাঁর সুস্থতা আসলে রোজাটি ক্বাযা করে নিবেন। আর ক্বাযা করার ক্ষমতা না থাকলে ১ রোজার জন্য কোন মিসকীনকে ২ বেলা পেট পুরে খাবার দিয়ে ফিদিয়া আদায় করতে হবে।

iwb, XvKv

প্রশ্ন-৩৯. রোযারাখা অবস্থায় কোন রোগীকে রক্ত দিলে কি রোজা ভেঙ্গে যাবে?

উত্তর : জ্বী না, রক্ত দিলে রোযা ভাঙ্গেনা রক্ত গ্রহণ করলে রোযা ভেঙ্গে যায়।

প্রশ্ন - ৪০. রোজা রেখে পেস্ট দিয়ে দাঁত মাজলে কি রোযা ভেঙ্গে যাবে?

উত্তর : জ্বী না, রোযা ভাঙ্গে না। তবে দিনের বেলা টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজা রোযাদারের জন্য পরিহার করা উত্তম।

bvg cKv‡k Awb”QK

প্রশ্ন - ৪১. আমার সৎমাকে কি যাকাতের টাকা দিতে পারব?

উত্তর : যদি আপনার সৎমা আপনার একই অন্নভূক্ত না থাকে এবং তিনি যদি যাকাত গ্রহণের অবস্থায় থাকেন তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে। তবে উত্তম হচ্ছে তাকে যাকাতের টাকা না দিয়ে নিজের টাকা দেওয়া।

bvg cKv‡k Awb”QK

প্রশ্ন - ৪২. রিয়াদুস সালেহীন গ্রন্থে একটি হাদিস পড়েছি। কোন ব্যাক্তির জান্নাতে যাওয়ার একহাত বাকী আছে কিন্তু সে জাহান্নামী হবে। আবার কোন ব্যাক্তির জাহান্নামে যাওয়ার একহাত বাকী আছে কিন্তু সে জান্নাতে যাবে। এর অর্থ কী?

উত্তর : এর অর্থ হচ্ছে কেউ এত বেশি খারাপ কাজ করেছে যে সে জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। হঠাৎ সে তাওবা করেছে এবং ফিরে এসেছে ফলে তার সকল গুনাহ মাফ হয়ে গেছে সে জান্নাতী হয়ে গেছে। এমনি ভাবে কেউ ভাল আমল করতে করতে জান্নাতী হওয়ার কাছাকাছি যাওয়ার পরে এমন গোমরাহ হয়েগেছে যে সে জাহান্নামী হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ সকলকে জাহান্নামের পথ থেকে ফিরে আসার তাওফিক দান করুন।

প্রশ্ন - ৪৩. মেয়ে লোকের পায়ের পাতা কি সতরের মধ্যে পড়ে? নামাজের মধ্যে কি পায়ের পাতা খোলা রাখা যাবে? পুরুষের মত নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত।

উত্তর : পায়ের পাতা সতরের মধ্যে পড়েনা। পায়ের পাতা খুলে রেখে নামাজ পড়া যাবে।

প্রশ্ন - ৪৪. কিছু লোক আমার সাথে প্রকাশ্যে মুনাফেকী করেছে। তাদের জন্য শাস্তি চাওয়া যাবে কি?

উত্তর : তাদের মাফ করে দেওয়া উত্তম এবং তাদের সংশোধনের জন্য দোয়া করাটাই হচ্ছে উত্তম কাজ।

e`i"j Avgxb, ebvbx

প্রশ্ন - ৪৫. ছেলে মেয়েকেই সাথে পড়ে এমন একটি কলেজের শিক্ষক কি মসজিদের ইমাম হতে পারবে?

উত্তর : আসলে সহ-শিক্ষাকে ইসলাম বৈধই মনে করে না। যদি কোন উপায় না থাকে তাহলেই কেবল হেজাব মেনে সহ-শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে। তবে যদি সহ-শিক্ষার শিক্ষক ছাড়া তাঁর চাইতে ভালো কোন ইমাম পাওয়া যায় তাহলে তাকে নেওয়াই উত্তম। তবে বিষয়টি শুধু ইমামের জন্য অবৈধ এবং অন্য সকলের জন্য বৈধ- এমন নয়। সূরা-কিরাআত, মাসলা-মাসায়েল শুদ্ধভাবে জানাটাই ইমামতীর জন্য মৌলিক শর্ত। ঈমান তো থাকতেই হবে। কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

bvg cKv‡k Awb"QK

প্রশ্ন - ৪৬. আমার দোকান আছে। প্রতি মাসে দোকান থেকে যে ভাড়া পাই তা শেষ হয়ে যায়। তার পরেও কি দোকানের সব ভাড়ার টাকা হিসোব করে যাকাত আদায় করতে হবে।

উত্তর : জ্বী না, খরচ হয়ে যাওয়া এই ভাড়া টাকার যাকাত আপনাকে দিতে হবে না।

প্রশ্ন-৪৭. আমার আটটি ছাগল আছে। সেগুলো বিক্রি করে কি তার যাকাত দিতে হবে? ৮টি ছাগলের উপর যাকাত

হয় না।

উত্তর : ছাগল বিক্রির টাকা যদি ২৫-৩০ হাজার হয় এবং সে টাকা যদি এক বছর পর্যন্ত জমা থাকে তাহলে বছর শেষে যাকাত দিতে হবে।

†di‡`Šm Bgivb, wm‡jU

প্রশ্ন - ৪৮. ঢিলা কুলুপ ব্যবহার না করে শুধু পানি দিয়ে পবিত্রতা হাসিল করা যাবে কি?

উত্তর : জ্বী হ্যাঁ, শুধু পানি দিয়েও পবিত্রতা হাসিল করা যাবে।

Zwbqv mjZvb, bovBj

প্রশ্ন - ৪৯. নেককার বা বদকার লোকের আত্মা মরে যাবার পরে পৃথিবীতে আসে? পরিবারের লোকদের দেখতে পায়? তাঁরা কাছে গেলে কি চিনতে পারে?

উত্তর : এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু কোরআন হাদিস থেকে জানা যায় না। আর এ বিষয় গুলো জানা কোন মৌলিক প্রয়োজন নয়।

প্রশ্ন - ৪৯. আমরাতো আরবী জানিনা। কবরে মুনকার নেকিরের প্রশ্ন কীভাবে বুঝব?

উত্তর : এটা নিয়ে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। কবরে আল্লাহ এটা ব্যবস্থা করবেন। যাতে দু'জনেই দু'জনের কথা বুঝতে পারে।

প্রশ্ন - ৫১. কখনো নামাজ-রোজা করেনি মিথ্যা কথা বলেছে, খারাপ কাজ করেছে এধরনের অনাত্মীয় লোকের জন্য দোয়া করা যাবে কি?

উত্তর : যে কোন ঈমানদার লোকের জন্য দোয়া করা সাওয়াবের কাজ। তাঁর জন্যও দোয়া করা যাবে।

প্রশ্ন - ৫২. হাদীসে পড়েছি যার অন্তরে বিন্দু পরিমান ঈমান রয়েছে তাদের কে দোযখ থেকে বের করে জান্নাতে দেওয়া হবে এর ব্যাখ্যা কী?

উত্তর : যার অন্তরে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আছে সে যদি অনেক অপরাধ করে থাকে তাহলে ঐ সমস্ত অপরাধের সাজা ভোগ করার পরে ঐ ঈমানটুকুর কারণে তাঁকে জান্নাত দেওয়া হবে। এটাই হচ্ছে ব্যাখ্যা। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন!

প্রশ্ন - ৫৩. ফুল হাতা থ্রীপিছ পরে বড় চওড়া ওড়না মাথার চুল সম্পূর্ণ ঢেকে শুধু মাত্র মুখ খোলা রেখে এবং দুই হাত এবং পায়ের পাতা খোলা রেখে বাহীরে গেলে কি পর্দা হবে? নাকি বোরকাই পরতে হবে?

উত্তর : আপনি যেভাবে বলেছেন আসলে বিষয়টি এরকমই। শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ ঢেকে রাখতে হবে যাতে করে দৃশ্যমান না হয়। এটাই পর্দা। আর মুখ খোলা রাখার ব্যাপারে যেহেতু দুটি মত রয়েছে পক্ষে এবং বিপক্ষে। সেহেতু যে কোন একটি মতের উপর আমল করলে সেটাকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

প্রশ্ন - ৫৪. যাদের বাসায় ইয়াতীম রেখে প্রতিপালনের সুব্যবস্থা নেই তারা কীভাবে ইয়াতীম প্রতিপালনের সওয়াব পেতে পারে?

উত্তর: বিশ্বস্ত কোন ইয়াতীম প্রতিপালন কেন্দ্রে কোন ইয়াতীমের যাবতীয় খরচ বহন করলে আপনি ইয়াতীম প্রতিপালনের সাওয়াব পেতে পারেন। মসজিদ কাউন্সিলের ইয়াতিম প্রতিপালন কেন্দ্রে এর সুব্যবস্থা রয়েছে। 8954305 এই নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনি বিস্তারিত জেনে নিতে পারেন। A/C No. MSA-10262 Islami Bank (BD) Ltd, Uttara Br, Dhaka. এই একাউন্টেও নিশ্চিত মনে আপনাদের যাকাত সহ যে কোন দান অনুদান পাঠাতে পারেন।

প্রশ্ন-৫৫. যাকাতের শাড়ী-লঙ্গি বিতরণ ইসলামী পদ্ধতি নয় বলে শোনা যায়। প্রকৃতপক্ষে কোন পদ্ধতিতে যাকাত আদায় করলে বেশী সওয়াব পাওয়া যাবে? তা জানতে চাই।

উত্তর: মানতার অবমাননা হয় এমন পদ্ধতিতে দান খয়রাত করা গর্হিত অন্যায়। যাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং সাদাকায়ে জারিয়ার সওয়াব হতে পারে এমন পদ্ধতিতে যাকাত আদায় করা অত্যন্ত সুন্দর আমল বিবেচিত হতে পারে। মসজিদ কাউন্সিল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত Website Visit করলে বিস্তারিত জানা যাবে ইনশাআল্লাহ www.zakatguide.org

AbwjLb : Gm. Gg. dvqQvj Avhv`